তপোবিধায়না

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

তপোবিধায়না

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

সত্তা ও প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ। কেউ প্রবৃত্তিপ্রধান হ'য়ে প্রবৃত্তির কোলে ঢ'লে পড়ে, কেউ বা সত্তাপ্রধান হ'য়ে সত্তাসংরক্ষণার পথে চ'লতে থাকে। এই দুটি পথ আছে মানুষের সামনে। এর যে-কোন একটিকে তার বেছে নিতে হবে। এই নির্ব্বাচন ও তদনুগ সক্রিয় চলনের উপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ। দুটির মধ্যে কিন্তু আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কেউ যদি কায়মনোবাক্যে সাত্বতপন্থী হয়, সে তার নিজের, নিজ পরিবারের, দেশের, দশের, সমাজের ও জগতের পক্ষে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি জীয়ন্ত কল্যাণকল্পতরুরূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যমতন। সে হবে আলোকের অগ্রদূত, অমৃতের বার্ত্তাবহ, আনন্দের নন্দিত মূর্ত্তি। আর, কেউ যদি প্রবৃত্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তার প্রতিভা বা শক্তি যাই থাকুক না কেন, সে দিন-দিন ক্ষয়ের পথেই চলবে এবং মানুষ তার কাছ থেকে সত্তাসম্বর্দ্ধনার কোন রসদ পাবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে সে হবে সমাজ-জীবনে অমঙ্গলের বিষবৃক্ষ।

তাই, সত্তাসম্পোষণার জন্য সক্রিয়, সুনিষ্ঠ ইষ্টানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন আমাদের জীবনে অকাট্য। আর, প্রতিমুহূর্ত্তের চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম, চেতনা ও চলনে যখন আমরা ইষ্টের নীতিবিধিকেই মূর্ত্ত ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল হই, অন্তর-বাহিরের ইষ্টানুগ রূপান্তর সাধনই যখন হয় আমাদের মুখ্য লক্ষ্য, তখনই আমাদের জীবনে জেগে ওঠে জ্যোতির্ম্ময় তপোবিভূতি। এই সব কথা অতি বিশদভাবে আলোচিত হ'য়েছে 'তপোবিধায়না' দ্বিতীয় খণ্ডে।

প্রত্যাশাশূন্যতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মবিশ্লেষণ, তেজ, বীর্য্য, তপপ্রাণতা, আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অমূল্য বাণী এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে, যা' সত্তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বাণী-গুলি যদি আমাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকে, আমাদের মন স্বতঃই ঊর্ধ্বগামী হবে। তুরীয় উপলব্ধিমূলক বহু তত্ত্ব ও তথ্যও এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সেগুলির যে বাস্তব সমন্বয়সূত্র উদ্ঘাটিত হ'য়েছে, তাও অপূর্ব্ব বিস্ময়কর। ইসলামশাস্ত্রের মেরাজ-সম্বন্ধে যে সার্ব্বজনীন ব্যাখ্যাটি প্রদত্ত হয়েছে, তা' চেতনার এক নবীন দিগন্তকে উন্মোচিত ক'রে তোলে।

এই চৈতন্য-সম্পাদনী মহাগ্রন্থ ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে প'ড়ে মানুষকে ব্রাহ্মী-চেতনায় সমারূঢ় ক'রে তুলুক—এই আমার প্রাণের প্রার্থনা পরম দয়ালের চরণে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২১শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৭১
৪।৪।১৯৬৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রদত্ত সাধন, ভজন, জপ, ধ্যান, পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ের কিছু বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তপোবিধায়না দ্বিতীয় খণ্ড। বর্ত্তমানে তাঁর পুণ্য জন্মশতবর্ষে ঐ গ্রন্থের ২য় সংস্করণটি জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশ করা হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই মাঘ, ১৩৯৪

প্রকাশক
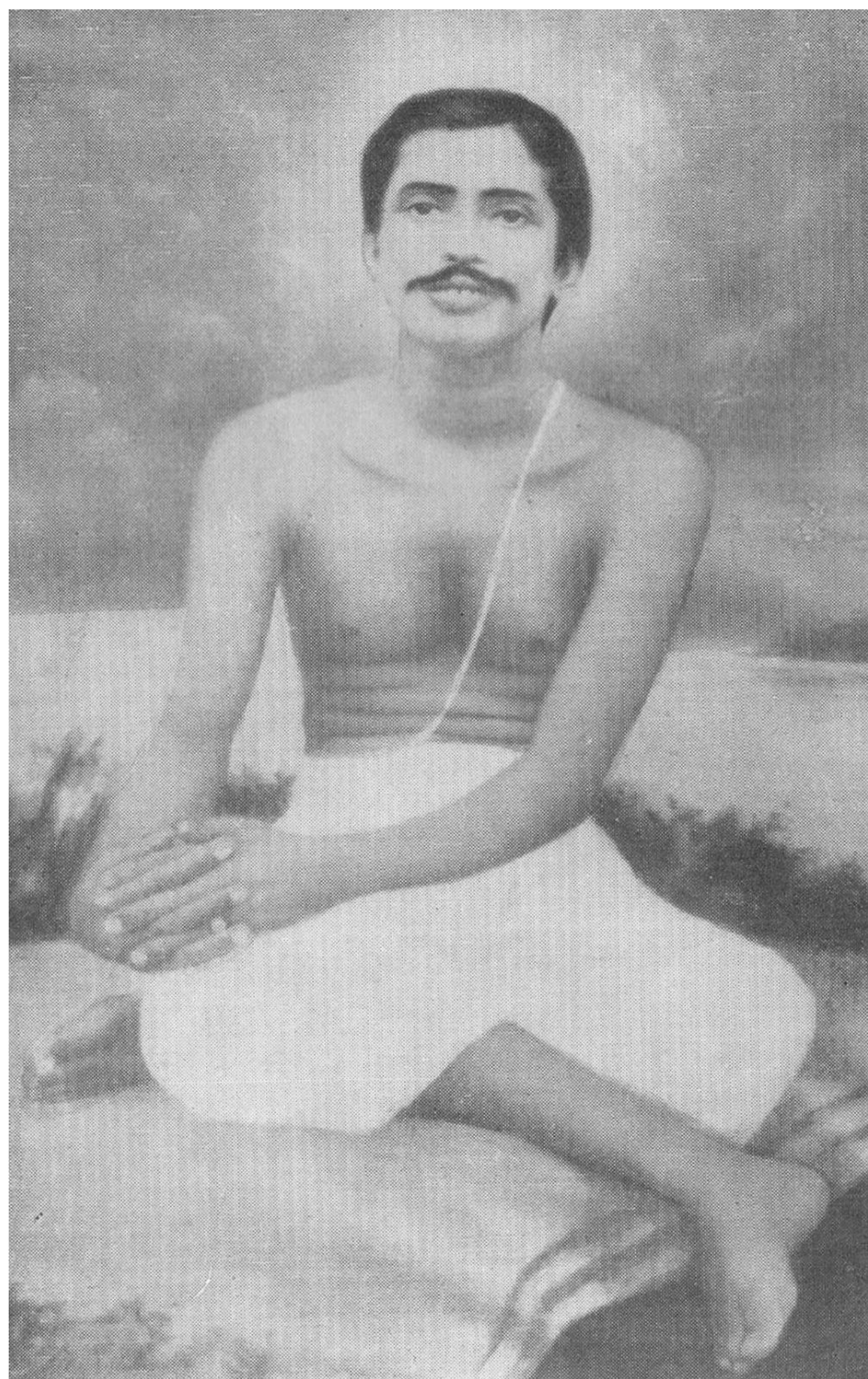
আমার জীবন হউক
তোমারই লীলাভূমি,
স্বস্তিভরা অস্তিত্বের
অযুত আয়ুর সাত্ত্বত চলনে
সব কোলাহল
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থে
শুভ হবিঃ দিউক ছিটায়ে।

সাধনা

আদর্শকে যে বয়,
সে আদর্শেই থাকে। ১।

তাঁ'র জীবনকে বহন কর
তোমার সত্তা দিয়ে,—
জীবন দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ২।

ব্যক্ত ঈশ্বরে নিয়োজিত হও,
উৎসর্গ কর নিজেকে,
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
ব্যক্তিত্ব ঐশী-দীপনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক—
চারিত্রিক দ্যুতিবিকিরণায়। ৩।

তোমাকে যদি
দেখতে চাও,
জানতে চাও,
তাঁ'তে হারিয়ে ফেল তোমাকে,—
দেখতে পাবে,
জানতে পাবে। ৪।

এই শরীরী তোমাকে
যদি তুমি জানতে চাও,
বুঝতে চাও—

তা'র স্থূল-বিনায়নী বিবর্ত্তন-সহ,
তাহ'লে আব্রহ্ম-সঙ্গীতিশীল
আত্মিক বিকিরণার ভৌতিক পরিণাম-সহ
অর্থাৎ স্থূল পরিণাম-সহ
সার্থক বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমার শারীরিক সংস্থিতির
যা'-কিছুকে জান ;—
তবে তো ? ৫ ।

ইষ্টবিষয়ক চিন্তা,
ইষ্টার্থপূরণী মনোবৃত্তি
ও তদনুগ কৃতিচলনের ভিতর-দিয়েই
ধ্যান সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৬ ।

ধ্যান মানে হ'চ্ছে—
কোন বিষয়ে চিন্তন, মনন,—
ঐ ধ্যেয়-সম্বন্ধীয় অর্থনার
সুলুকগুলির সহিত
সর্ব্বতঃ সঙ্গতির সার্থক তাৎপর্য্য নিয়ে
করণীয় ও চলনের
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ৭ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ,
কুশল-নিষ্পাদন-উদ্দীপী
কৃতি-চিন্তা
ও অনুশীলনী কর্ম্মই হ'চ্ছে
ধ্যান বা মননের ভিত্তি,—

যা' সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ক্রমশঃ বোধ ও কৃতিকৌশলে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ৮।

ঈশ্বরই বল, দেবদেবীই বল,
পূর্ব্বতন ঋষি, পয়গম্বর
বা অবতার-পুরুষগণই বল,
যাঁকেই তুমি প্রিয়পরম ব'লে থাক—
তাঁকে স্মরণ ক'রতে গেলেই
চিন্তা ক'রো—
যে, সবাই তাঁদের
সামর্থ্য, যোগ্যতা, গুণান্বিত ভাব
ও আরো যা'-কিছু নিয়ে
তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য-সহ ঘনায়িত হ'য়ে
বাস্তবতায়
তোমার ইষ্টমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত,
আর, ঐ ইষ্ট তোমার কানায়-কানায়
বিভূতি-আবির্ভাবে
তোমাতে উপ্‌চে র'য়েছেন—
তোমারই ভাববিভবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে,—
তা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
তদনুক্রিয়
তৎপরায়ণতায়
তাঁর সম্বেগ
কিছু-না-কিছু
সেই মুহূর্ত্তেই লাভ ক'রবে;
স্মরণ করা বা ধ্যান করা—
তা'র এই-ই প্রকৃত তাৎপর্য্য। ৯।

ইষ্টবেদীমূলে
ঈশ্বর-উপাসনা ক'রলেই

যে সব হ'ল—
কেবল তা'ই নয় কিন্তু,
শ্রদ্ধোচ্ছল ইষ্টানুসৃত
ধৃতি-অন্বিত চলনে
সবার হৃদয়েই
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর—
সংহতির সামছন্দে,
ঐ প্রতিষ্ঠিত বেদীতে
তোমার শুভ-আমন্ত্রণী
নৈবেদ্য নিবেদন কর,
সবিতার মতন
তোমার ইষ্টদেবতা
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুন সবাতে—
বাস্তবে,
আর, ঘটে-ঘটে সেই পূজারতিতে
তুমি সুক্রিয়, তৎপর হ'য়ে ওঠ—
প্রত্যেকটি জীবনকে যোগ্যতর ক'রে,
তোমার ইষ্টপূজা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্বে ঐশ-আশিস্
অবতীর্ণ হো'ক। ১০।

ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই
ধারণ-পালনী পরম উৎস,
সত্তার ধৃতি-সম্বেগ,
জীবনকে যদি উপভোগ ক'রতে চাও,
যেমন বলায়—
যেমন চলায়—
যেমন করায়—
সত্তা আপোষিত হ'য়ে ওঠে,
আপালিত হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,

তেমনতরই বল,
তেমনতরই কর,
আর, তেমনিই চল,
যত যা'ই কিছু কর না কেন,
যত যা'ই কিছু বল না কেন,
তা' যদি
ঐ ধৃতি-বিনায়িত না হ'য়ে ওঠে,—
তা' কিন্তু সবই বাজে খরচ,
আর, আচার্য্য হ'চ্ছেন—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন,
প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'রই সাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বে
প্রীতিপ্রসন্ন অনুভাবনা নিয়ে
ধারণ-পালনী পরিবেদনা
বিনায়িত হ'য়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,
তুমি তাঁ'তেই আলম্বিত হ'য়ে থাক—
সশ্রদ্ধ সুনিবদ্ধ
আগ্রহ-উচ্ছল রাগ-সম্বেগে,
আর, তাঁ'রই অনুচর্য্যী আগ্রহ নিয়ে
কৃতিদীপনায়
উপচয়ী অনুক্রিয় হ'য়ে
তাঁ'তেই অনুগত হও—
সন্ধিৎসার সতর্ক বীক্ষণায়,
যা'তে সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'রই পালন-পোষণে
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে উঠতে পার—
তাঁ'রই মনোজ্ঞ চলনে চ'লে,
ঐ চলনই
চলনার যা'-কিছু পরিপোষক
তা' আপনিই সংগ্রহ ক'রে নেবে—

সন্বিনায়িত উৎসারণশীল
বিহিত বিন্যাস-সজ্জায়,
চল,
অঢেল চলনে চল,
কর,
অঢেল করায় উৎসারণশীল
হ'য়ে ওঠ,
শোন—
অঢেল আগ্রহ নিয়ে,
দেখ—
অঢেল দৃষ্টি নিয়ে—
কী সার্থকতা
তোমার ঐ অন্তর-দিগন্তের পরাবে
দেদীপ্যমান হ'য়ে র'য়েছে ;
ঈশ্বরই অব্যক্ত প্রিয়পরম। ১১।

আনতিশীল অধিকৃতি
যা'তে·যে-যিয়ে যেমনতর জাগ্রত,—
নাম, জপ, ধ্যান তা'দের কাছে
তেমনতরই সার্থকতায় পর্য্যবসিত হয়। ১২।

তবে শোন—
ধ্যান মানে
মনন করা,
এক-কথায়—
ইষ্টার্থ-চিন্তন,
ইষ্টার্থ-চিন্তা ক'রতে গেলেই
তা'র সম্বন্ধে যেমন
ভাল চিন্তা আসে

তেমনি মন্দও আসতে পারে,
এর সবটার মাঝখান দিয়ে
চলে যেন তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
ধীস্রোতা তৎপরতা ;
এর ভিতর
অমৃতসন্দীপনী কতকগুলি চিন্তা
যেমন আসে,
আশে-পাশে
অন্য চিন্তাও আসে ;
যে-চিন্তাই আসুক—
তা'কে যদি এড়াতে না পার,
তাহ'লে দেখ
ঐ ভাল চিন্তার ভিতর
কোথায় কেমনভাবে
কী ক'রে
মন্দ হ'তে পারে,
আর, মন্দ চিন্তার ভিতর
কোথায় কেমন রকমারি
কী আছে—
বা শুভসন্দীপনী কিছু আছে কিনা !
এমনি ক'রে
তোমার চিন্তাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে দাও—
বিহিত শুভসন্দীপী
স্ফীতিমান স্থৈর্য্য নিয়ে ;
আর, যেগুলি তা'কে
জীবনীয় ক'রে
তোমাকে
স্থৈর্য্যশীল

জীবন্ত ক'রে তোলে—
সেইগুলি গ্রহণ কর,
আর, যেগুলি অমঙ্গলসূচক—
যা'র ভিতর
কোথাও কোনরকম
মঙ্গলদীপনা নেইকো—
তা'কে ছেড়ে দিয়ে
ঐ তাঁ'র চিন্তাতেই
লেগে থাক ;
এমনতর লেগে থাকতে গেলেও
তোমার অন্তঃকরণ
অনেক সময়
বিরক্ত বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
সে-জায়গায়
যে শুভ-চিন্তা
কর্ম্মে ফলিয়ে তুলতে পারবে—
তা'র আমদানী
যতই ক'রতে পারবে
ততই ভাল ;
এমনি ক'রেই
তদ্‌বিষয়ে
সম্যক্‌ ধারণা চ'লে আসবে—
শিষ্ট সুন্দর হ'য়ে
আচারে-ব্যবহারে
কথায়-কাজে,—
যেগুলি বিন্যাস ক'রে
সঙ্গতিতে এনে
তোমার অন্তর্নিহিত
মাঙ্গল্য-বিভূতিকে
বিহিতভাবে
বিদীপ্ত ক'রে তুলতে পার ;

আর, এর ভিতর-দিয়েই
তুমি
তোমার অন্তঃকরণে
প্রীতিনন্দিত
দোদুল বীচিমালার
শুভসিঞ্চিত আনন্দের
সৃষ্টি ক'রে চ'লতে থাকবে ;
তৃপ্ত পাবে তুমি,
অনেককে দিতেও পারবে,—
যদি তোমার
ঐ ইষ্টানুগ চলন-চরিত্র
বিবেক-বিভূতির
প্রীতি-হিন্দোলায় দুলে'
সবাইকে
তোমার সংশ্লেষে
শিষ্ট ক'রে তোলে—
কৃতিদীপ্ত
উদ্দালক-অতিশায়নী
অনুবেদনা নিয়ে। ১৩ ।

নাম কর—
নামীর প্রতি লক্ষ্য রেখে,
স্মরণে রেখে
যেন তাঁর চলন, চরিত্র, চাহিদা
তোমাতে প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই রং-এ রঞ্জিত হ'য়ে
সক্রিয়ভাবে
তুমি তৎপর হ'য়ে চল
তামিলি সোহাগ-গৌরবে—

তাত্ত্বিক সঙ্গতির অর্থ-মূর্ত্তনায়
নিজেকে অন্বিত ক'রে
তুলতে তুলতে। ১৪।

নামীর প্রতি যেখানে যেমনতর
অচ্ছেদ্য, অকাট্য, সক্রিয়
ঊর্জ্জী আনতি,
নামও সেখানে তেমনি শক্তিশালী—
ঊর্জ্জী উৎসারণশীল,
আবার, আচরণও তা'র
তদনুগই হ'য়ে থাকে,
কারণ, নামীর গুণ, চরিত্র ও অনুচলন
যে-বিশেষে
যেমনতর বিন্যাস লাভ করে,—
তা'র সত্তা ঐ নামীতে তেমনতরই
সংন্যস্ত হ'য়ে চ'লতে থাকে ;
আর, সেই জন্য, নাম মানেও মন্ত্র,—
যা'তে মন বিনায়িত হ'য়ে
সার্থক বিন্যাস নিয়ে
সংবৃদ্ধি লাভ ক'রে চলে। ১৫।

নাম মানেই নতি, আনতি,
যে-নামই ক'রতে যাও না কেন,—
তদ্বিষয়ে আনতি এনে
তচ্চিত্ত হ'য়ে
সেই বোধে ভাবিত হও ;
নামই কর
আর, মন্ত্র পাঠই কর,

যদি তা'তে আনতি না থাকে,
তচ্চিত্ত যদি না হ'য়ে ওঠ,
সব-কিছু নিয়ে
সেই ভাব-সম্বেগী দ্যোতনায়
বোধানুগ সিদ্ধান্তে
উপনীত যদি না হও,
তা' যদি তোমাতে
স্ফূর্ত্ত না হ'য়ে ওঠে—
সঙ্গতি নিয়ে,
বিহিত অর্থনায়,
যা' দিয়ে
তোমার চলনীয় ও করণীয়গুলিকে
নির্ণয় ক'রতে পার,—
তাহ'লে
নাম করা,
মন্ত্র জপ করা
অর্থহীন হ'য়ে উঠবে। ১৬।

নাম করা মানেই
নিজেকে আনত বা নমিত করা,
যখনই নাম ক'রবে—
ঠিক যেন স্মরণ থাকে—
নামীতে আনত হ'য়ে তা' ক'রবে,
আনতি নিয়ে তা' ক'রবে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
নামীর চিন্তা ও ভাবভঙ্গী
ও চর্য্যাচলন ইত্যাদিকে
সঙ্গে-সঙ্গে মনন ক'রতে
কসুর ক'রবে না,

এবং নিজের অন্তঃকরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি চরিত্রে
যা'তে প্রতিফলিত হয়,—
তেমনতর সক্রিয়তা নিয়ে
ক'রতে থাকবে ;
তেমনতর নাম করা
তোমার জীবনস্রোতকে ছন্দায়িত ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ বিনায়নে
জীবনকে প্লবমান ক'রে তুলবে—
ঐ-অনুপাতিক চলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে ক'রতে ;
নামীকে বাদ দিয়ে
নামে আনতি থাকলে
সেটা কিন্তু তদ্‌গুণ-উচ্ছলতায়
তোমাকে প্লাবিত ক'রে তুলতে
নাও পারে,
নাম করার মরকোচই হ'চ্ছে এই ;
তাই, যখন নাম ক'রবে—
তখন যদি কেউ
কোন কটু কথা কয়,
বা পরিবেশ থেকে
কোন কটু ব্যবহার আসে,—
তুমি শিষ্ট ও সুষ্ঠুভাবে
তা'র উত্তর দিও ;
আর, যদি কেউ
শিষ্ট ও সুষ্ঠুভাবাপন্ন হ'য়ে
কথা কয়,—
আচার-ব্যবহার সব নিয়ে
তুমি সৌজন্যপূর্ণ শিষ্ট ব্যবহার
তো ক'রবেই,

আর, দেখবে—
তা'র
কিংবা তা'র সম্বন্ধে কোন-কিছুর
পরিচর্য্যা ক'রতে পার কিনা!
অবশ্য, সব সময়ে
বিহিত রকমে
সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রতে পারাই তো
তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল। ১৭।

নাম ক'রতে,
ধ্যান ক'রতে
বা ভজন ক'রতে—
যখনই হো'ক—
কেউ যদি
অস্বাভাবিক শব্দের অবতারণা করে,
তখনই বুঝতে হবে—
তা' স্থৈর্য্যহীন,
তা'র মানেই—
নিষ্ঠানুরাগ
বিকৃত সেথায়,
সরল-সন্দীপিত নয়কো,
প্রবৃত্তির মালিন্যগুলি
ঐ অমনতরভাবে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
অস্বাভাবিক ব্যবস্থিতি নিয়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে ;
তখন, শুধু ইষ্টভাবদীপ্ত হ'য়ে
নাম করাই ভাল—
চ'লতে-ফিরতে,
এমন-কি, যখনই নাম কর—

তদ্‌ভাবদীপ্ত হ'য়েই
নাম ক'রতে হয়,
আর, যা'তে নিষ্ঠা বাড়ায়,
অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—
আর, ঐ নিষ্ঠা যা'তে
অস্খলিত হ'য়ে
সত্তাসঙ্গতি লাভ করে,—
এমনতরভাবেই চ'লতে হয়,
নইলে,—
বিকৃতিই সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে,
নিষ্ঠা তো
ভঙ্গুর হ'য়েই আছে,
আরো আছে—
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত
ভাবালু অনুকৃতি ;
বিকৃত নিষ্ঠা হওয়ার
ঐ সবগুলিই কিন্তু পূর্ব্বাভাস ;
বুঝে চ'লো ;
—নিষ্ঠা যখন
সরল হ'য়ে ওঠে—
তখনই ওগুলি
ক্রমে-ক্রমে চ'লে যায়,
সেবা-সন্দীপনী তৎপরতাই
ক্রমশঃ সন্দীপ্ত হ'তে থাকে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে। ১৮।

তুমি লাখ নাম কর না কেন,
অজচ্ছল মন্ত্রজপই কর না কেন,
যদি নাম করার সাথে-সাথে
বা মন্ত্রজপ করার সাথে-সাথে

ইষ্টে বা আচার্য্যে
আনতি না জন্মালো,
আর, ঐ আনতির ভিতর-দিয়ে
ঐ ইষ্ট বা আচার্য্যের গুণ-বিকিরণা
মর্ম্মকে ভেদ ক'রে
তোমার চরিত্রে বিকীরিত না হ'ল,—
সে নাম করা বা জপ করার মানে
কিছুই নয় কিন্তু,
আর, সার্থকতাই বা তা'র কোথায় ?
মনে রেখো—
নাম তোমাকে ধরেনি তখনও ;
তুমি ইষ্টার্থে আপ্লুত হ'য়ে
নিষ্ঠানত অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
একায়িত অনুনয়নে
চ'লতে যখনই সমর্থ হবে,—
তোমার চারিত্রিক অনুরঞ্জনায়
পরিবার-পরিবেশকে অনুরঞ্জিত ক'রে—
আচারে, ব্যবহারে,
চালচলনে,
কথায়-বার্ত্তায়
সব দিক্-দিয়ে
সব করার ভিতর-দিয়ে,—
তখনই কিন্তু নাম
তোমার ভিতর জাগ্রত হ'য়ে উঠল ;
আর, ঐ রকমটা যতই
তোমার সত্তায় বা অস্তিত্বে
স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগল,
তুমি ততই সিদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগলে—
ঐ নামে,
ঐ জপে ;
আনতিতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,

কৃতিচর্য্যায় প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব বোধনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ;
তাঁ'র নাম তোমাকে
আনত ক'রে তুলুক তাঁ'তে,
তোমার সমস্ত চরিত্রে
তা' উচ্চারিত হো'ক—
মানস-কথন উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
ঐ জপে তোমার চরিত্র
বিভূষিত হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ প্রভাব সমস্ত পরিবেশকে
উচ্ছল ক'রে
উচ্ছ্বসিত ক'রে
উদ্দীপ্ত, আনত ক'রে
তুলুক তাঁ'তে—
স্বতঃ, স্বস্থ, সম্বেগশীল
অনুনয়নী তৎপরতায় ;
তুমি সিদ্ধ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রে ;
তাই, কথায় আছে—
"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধি-
র্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।'' ১৯।

মন্ত্রের দেবতা মানেই
তন্নিহিত ভাববৃত্তি ;
যেমনতর চিন্তন ও মননের ভিতর-দিয়ে
যে-ভাববৃত্তি
তোমাতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ, যে ভাব-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপনা
কৃতি-তৎপর হ'য়ে উঠে'
আবেগ-উচ্ছলতায়

তোমাকে তৎকর্ম্মে বিনিয়োগ করে,—
সেই ভাববৃত্তি ঐ মন্ত্রের দেবতা ;
যা'ই কর না কেন,
ঐ ভাববৃত্তির উদ্বোধনা
যেমনতর সুষ্ঠু শক্তি-সম্পন্ন
ও অনুক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার মনন ও কৃতি-তৎপরতাও
অনুশীলনমুখর হ'য়ে
তেমনি নিষ্পন্নতায়
তোমাকে অধিষ্ঠিত রাখবে—
দীপনচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
ভাববৃত্তি মানেই হওয়াকে বরণ করা,—
ক'রে হওয়ানর আগ্রহ-উদ্দীপনায়
নিজেকে নিয়োজিত করা,
হওয়াতে থাকা ;
আবার, মন্ত্রজ্ঞ হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
অন্ধি-সন্ধিসহ কাজের মরকোচ জেনে
অনুধাবন ক'রে
উপযুক্ত নিয়োজনায়
তা'কে নিষ্পন্ন করা,—
বিচক্ষণ ধী নিয়ে মন্ত্র জানা। ২০।

আচার্য্যনিষ্ঠ অনুপ্রাণনে
যে-কায়দা বা কৌশলে
তোমার মানস-অভিনিবেশ
কৃতি-তাৎপর্য্যে
বিকাশ লাভ ক'রে থাকে—
বিভাবিত সন্দীপনায়,
বাস্তবে,
মন্ত্রও সিদ্ধ হয়

বাস্তব বিকাশ-পরিগ্রহে
তেমনি ক'রে ;
ওকেই বলে মন্ত্রসিদ্ধি ;
মন্ত্র মানেই হ'চ্ছে তা'ই—
মনোনীত চাহিদা
যা'র দ্বারা ত্রাণ লাভ করে—
বাস্তব আপূরণায় ;
আর, যা'-দিয়ে
ঐ চাহিদার হাত থেকে
রেহাই পাওয়া যায়,—
তা'কে বলে প্রত্যাহার। ২১।

মন্ত্রের তাৎপর্য্য বা অর্থ তা'ই—
যা' অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ অনুধ্যায়নায়
চিন্তাপ্রবাহগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
অর্থান্বিত অনুবেদনায়
ব্যক্তিত্বে উদ্দীপিত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
স্বতঃস্রোতা সঙ্গতি-বিভূতিতে
তোমাদের জ্ঞান-বিভব সৃষ্টি করে,—
তা' কিন্তু ঐ অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী সার্থকতায়
বাস্তব বিকাশ-বিনায়নে,
যে-তাৎপর্য্যের সহিত
ঐ বাস্তব যা'-কিছুকে
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলতর পর্য্যন্ত
সঙ্গতিশীল সম্বেদনা

অর্থতে স্বতঃই উপনীত হ'য়ে ওঠে ;
মন্ত্র-বিভূতি কিন্তু এই-ই,
তাই, "জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ
সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ'' ;
জপ মানে—
মানসকথন-বিবৃতির সহিত
অর্থান্বিত যে-বিনায়ন
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে—
সার্থক বিভবে—
জপ্তার অন্তরে,
তা'ই হ'চ্ছে—
মন্ত্রের মানসকৃতি
যা' বাস্তব অর্থে
সুপ্রভ হ'য়ে ওঠে ;
আর, অনুভূতিও তো তা'ই,
অনু মানে—পশ্চাৎ,
ভূতি—যা' হয়। ২২।

মন্ত্র মানেই হ'চ্ছে—
জীবনীয় তাৎপর্য্যের
সমীচীন একটা তুক,
যা' জীবনস্রোতকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট না ক'রে
ক্রম-পুষ্টিতে
শিষ্টভাবে
সন্দীপ্ত ক'রে চলে,
প্রাণনস্পন্দনকে
তা' বিকৃত করে না,
বরং শিষ্ট ক'রে তোলে—
বিহিত পুষ্টি-সংবিধানে ;

মন্ত্র গ্রহণ করা
বা দীক্ষা নেবার ব্যাপারে
সেই মন্ত্রই তা'দের শ্রেয়—
যা' নাকি
জীবন-স্পন্দনকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে
তা'র সহজ ধারাকে সম্বর্দ্ধিত করে—
নিষ্ঠানন্দিত তাৎপর্য্যে ;
আর, যেগুলি
ঐ স্পন্দনকে
বিকৃত বা ব্যাহত ক'রে তোলে—
সেগুলি
বিহিত ব্যাপারে
ঐ প্রাণন-স্পন্দনাকে
তেমনতর ঊর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত করে ;
সব স্পন্দনেরই
আকর্ষণ-বিকর্ষণী গতি আছে,
এই আকর্ষণ-বিকর্ষণী গতি
বিহিতস্থলে
বিহিতভাবে
বিহিত বিনায়নে
সন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লেছে ;
যেটা শিষ্ট, সঙ্গতিশীল,
সহজ হ'য়ে চলে,
যা' কোনরকম ব্যতিক্রম আনে না
কিন্তু জীবন-স্পন্দনকে
উচ্ছল ক'রে তোলে—
সেই মন্ত্রই সমীচীন মন্ত্র ;
এই প্রাণন-স্পন্দনকে
যে
সমীচীনভাবে উদ্দীপ্ত ক'রতে পারে—

নিষ্ঠানিবেশ-তৎপরতায়,—
তা' তা'র
সমীচীন স্বাস্থ্য-সঙ্গতিকে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
যদি বিহিত ধৃতি-আচারকে
পরিপালন ক'রে চলে,—
তা' অন্তরের দিকে যেমন,
বাহ্যিক দিকেও তেমনি ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে
তা' ব্যতিক্রমই এনে থাকে ;
যেমন খাদ্য তুমি ভক্ষণ ক'রবে—
সমীচীন পরিমাণে,
তোমার স্বাস্থ্যকেও
তেমন ক'রে তুলে' থাকে তা' ;
বৈধী-আচারগুলিকে
শিষ্ট সুন্দরভাবে
সমীচীন রকমে যদি ব্যবহার কর,
বিহিত তাৎপর্য্যের সহিত
যদি পরিপালন কর,—
তাহ'লে তা' তোমার
জীবনীয় সন্দীপনী তাৎপর্য্যকে
অমনি ক'রেই বাড়িয়ে তুলবে,—
সঙ্গে-সঙ্গে
বাহ্যিক ও আন্তরিক আচার-ব্যবহারেও
প্রতিষ্ঠা ক'রে ;
তাই, জীবন্ত শিষ্ট সংহতিতে
সুসংস্থ জীবন-স্পন্দনকে
শিষ্টভাবে
সুসন্দীপ্ত কর,
তাই-ই শ্রেয় ;
আর, যেগুলি

সেইরকম স্পন্দনার সৃষ্টি ক'রে
বিহিত কার্য্যে
বিহিত রকমে
উৰ্জ্জী তৎপরতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
বিহিত কৰ্ম্মকে
নিষ্পাদন ক'রতে চায় বা করে—
তা' ঐ বিহিত স্থলেই প্রযোজ্য,
হয়তো তা'
জীবনীয় না হ'তে পারে,
জীবনীয় স্পন্দনাকে
সুপুষ্ট ক'রে না তুলতে পারে ;
বিবেচনা কর,
বুঝে চল,
যে-অন্তরে নিষ্ঠার মর্য্যাদা নাই—
মন্ত্র সেখানে
তাৎপর্য্যহারাই হ'য়ে থাকে ;
নিষ্ঠা মানেই—
লেগে থাকা—
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে ;
তাই, মনীষিরা বলেন—
মন্ত্র তা'ই
যা' "মননাৎ ত্রায়তে",—
যা'র ভিতর-দিয়ে
মানুষ
স্বস্তি-সন্দীপনী সুস্থিতে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠতে থাকে। ২৩।

ইষ্টমন্ত্রের সহিত অন্য-কিছুর
জোড়াতাড়া দিতে যেও না,
ঐ ইষ্টমন্ত্রই হ'চ্ছে কল্যাণ-মন্ত্র,

যদি জোড়াতাড়া দাও
তা'র ধ্বনন বিকৃত হ'য়ে
তোমার সত্তায়
বিকৃতির সৃষ্টি ক'রবে,
আর, বোধসঙ্গতিও তা'তে
সামঞ্জস্যহারা হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
অস্পষ্ট বাতুল ব্যতিক্রমগুলিকে
সার্থক সঙ্গতিতে এনে
বাস্তব অন্বয়ে প্রকৃত ক'রে তোলা
তোমার একটা বিভ্রাটই হ'য়ে উঠবে। ২৪।

তোমার ইষ্টমন্ত্রের সহিত
অন্য কিছু জোড়াতাড়া দিতে যেও না,
ইষ্টমন্ত্রই হ'চ্ছে কল্যাণমন্ত্র,
যদি জোড়াতাড়া দাও—
তা'র ধ্বনন বিকৃত হ'য়ে
এমনতর রকমের সৃষ্টি ক'রবে,
যা' স্নায়ুধারায় প্রবাহিত হ'য়ে
কৌষিক ক্রিয়াগুলির খানিকটাকে
ধ্বনন-বিকৃতিতে
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—
ভালমন্দের
ডামাডোল সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে,
ঐক্যতানে বিনায়িত না হ'য়ে ;
তাই, শ্রদ্ধাঘন নিষ্ঠার সহিত
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টমন্ত্র জপ কর,
তা'র অর্থভাবনাকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অন্বিত ক'রে তোল ;

এমনি ক'রেই
তোমার অনুভব ও বোধগুলিকে
সুবিনায়িত ক'রে চল—
যা' স্বতঃস্রোতা অর্থনায়
তোমার বোধদীপনাকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে,
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তোমার আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মদীপনাকে
সৎসন্দীপ্ত বিনায়নায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল ;
আর, অনুভব ও দর্শনের ভিতর
যেগুলি আসে
সেগুলিকেও ঐ সঙ্গতিশীলতায়
সৌষ্ঠব-অর্থে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সবটুকু দিয়ে
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল—
নিষ্পন্নতার নিটোল অনুবেদনী
কৃতি-তৎপরতায় ;
তোমার শ্রদ্ধাঘন নিষ্ঠা
যতই নিরাবিল হ'য়ে উঠবে—
বিনায়নও ততই সৌষ্ঠবমণ্ডিত
হ'য়ে উঠবে,
বরও তোমাকে বরেণ্য ক'রে
তুলতে থাকবে ক্রমশঃই ;
ঐ বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলনের ভিতর-দিয়ে
রাগদীপনী স্বস্তি
কল্যাণ-পূজারী হ'য়ে
আরোর ঐশী-আরাধনায়
তোমাকে
আরোতরে উচ্ছল ক'রে তুলুক। ২৫।

মন্ত্র জপ কর,
তন্ত্রও কর,—
যা'তে তোমার
বোধ বিস্তারলাভ করে,
বোধ, বিবেক ও বুদ্ধির
সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
হাতেকলমে,
শুধু মন্ত্রের মানস
উদ্বেলনায় নয়কো,—
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী তাৎপর্য্য নিয়ে,
বাস্তবতার
সুসন্ধিৎসু অনুধায়নায়
নিষ্ঠাপ্রদীপ নিয়ে ;
আর, অনুভব-বিভবে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
তোমার ব্যক্তিত্বের সহিত
বোধিকুশল তৎপরতা ;
অমনি ক'রেই
মানস-ব্যাহতিগুলিকে
নিরাকরণ ক'রে,
শরীর ও মনের
সঙ্গতিশীল উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে
বিভূতি-বিনায়িত ক'রে চ'লো—
স্বতঃসলীল তর্পণার
তৃপণ-হোম-উৎসর্জ্জনায় ;
আর, অমনতরই
সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে
চ'লতে থাক—
আজীবন
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রতে ক'রতে

সত্তাকে শাশ্বত ক'রে,
স্মৃতিচেতন উৎসর্জ্জনী অনুচলনে ;
আর, স্বস্তি-প্রসাদ
উথ্‌লে উঠুক,
প্লাবন উথ্‌লে উঠুক,—
ভরদুনিয়ার
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিতে ;
এমনি ক'রেই
তুমি ভাগবত ভক্ত হ'য়ে ওঠ,
ভক্তির আসনে
তোমার নিষ্ঠা
জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক। ২৬।

নাদনন্দিত শব্দ যা'
তা'ই তো বীজ—
যা'কে ধ্বন্যাত্মক নাম ব'লে
ব'লে থাকে,
সেই ধ্বননটাকে আশ্রয় ক'রে
বা নাদনন্দনাকে আশ্রয় ক'রে
বিন্দুতে মনোনিবেশ ক'রলে
আস্তে-আস্তে
বিন্দুর বিকাশ হ'য়ে থাকে,
বিন্দুর উৎপত্তিই বিদ্‌-ধাতু,—
অর্থাৎ ঐ জানাটা
উদ্ভাবিত হ'য়ে থাকে
যা'র ভিতর-দিয়ে,
যা'কে জানতে হয়
সাত্বত সংহতি নিয়ে
সুনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে—
স্পন্দন-নন্দনার সেখানেই প্রয়োজন,

আর, স্পন্দনই
ব্যক্তিত্বের পরম বোধনা ;
তাই, যে-নাম
বা যে-মন্ত্র
নাদনন্দনায়
সুস্পন্দিত হ'য়ে ওঠেনি—
তা' ভাববীচির সৃষ্টি ক'রে
ক্রম-মূর্ত্তনায়
ইষ্ট বা বাঞ্ছিতকে
অন্তরে বিকাশ ক'রে তোলে না—
সঙ্গতিশীল তা'র যা'-কিছু
সব নিয়ে ;
বীজহারা মন্ত্র
বিধায়না-ছাড়া তন্ত্র
যেমনতর নিরর্থক হয়—
তেমনি তা'ও
নিরর্থক হ'য়ে ওঠে,
অনেক সময়
মানস-বিকারের
সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
এইগুলি সব নির্ভর ক'রছে
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠার উপর ;
যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
ভাবদীপনী উচ্ছলায়
প্রীতিরাগদীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি—
সে যেমন গুরু হ'য়ে ওঠেনি,—
যতই যা'-কিছু বলি না কেন,
নাদনন্দিত বীজ ছাড়া
মন্ত্রও তদনুপাতিক
বিকার-বিড়ম্বিতই হ'য়ে থাকে ;
আবার, বহুবীজসমন্বিত যে-মন্ত্র

তা' যদি ক্রমসঙ্গতিসম্পন্ন না হয়,
কিংবা দুষ্টসঙ্গতিসম্পন্ন হয়,—
তা'ও সার্থক
বা শুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না ;
তাই, মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে
নাদের যে-কোন উপযুক্ত ক্রমের
প্রয়োজন হয়ই হয়,
আর, ঐ স্পন্দনাই
নন্দনার অভিযাত্রী। ২৭।

জপ ও ইষ্টধ্যান কর,
তোমার অন্তরে জ্যোতিঃ স্ফুরিত
হ'য়ে উঠুক,
নাদের অভ্যুত্থান হো'ক,
শুধু জ্যোতির ধ্যান ক'রতে যেও না—
ছন্নতা-পরামৃষ্ট হ'য়ে উঠবে। ২৮।

শব্দের বোধ-অনুগ বিন্যাস দেখ,
ভাব-অনুগ তাৎপর্য্য দেখ,
বস্তুগত সঙ্গতি দেখ। ২৯।

নাদের ক্রম-অনুপাতিক
ভাব ও অর্থসমন্বিত যে-শব্দ,
যা' শ্রেয়-অভিদীপ্ত—
সাত্বত-অভিদীপনী প্রজ্ঞাদীপক—
তা'ই মন্ত্র,
যা'র মননে
অভিলাষিত ক্রমের তাৎপর্য্য

সাত্বত দীপনায়
বিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ৩০।

বিধানের অন্তঃসূ্যত
আকুঞ্চন-প্রসারণ-সম্ভূত স্পন্দনের
ক্রমাগতি হ'তে
যে সংঘাত-দীপনায়
নাদ ও জ্যোতির অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে,—
তা'ই হ'চ্ছে অনাহত নাদ ;
সক্রিয় ইষ্টানুরাগের সহিত
তদনুচর্যী অভিদীপনা নিয়ে
ধ্বনাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক নামের জপ
তদর্থ-ভাবনা
ও আত্মবীক্ষণী তৎপরতার সহিত
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণী
তপশ্চর্য্যানিরত অনুচিন্তনায়
যত সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অন্তর্মুখী থাকা যায়,—
ক্রমশঃই
অন্তঃস্থ শ্রবণ ও দর্শনে
ঐ নাদ ও জ্যোতির
উপলব্ধি হ'তে থাকে ততই। ৩১।

নাদকে উপলব্ধি কর—
বিহিত তাৎপর্য্যে,
বীজকে অনুভব কর—
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,

বিন্দু-বিজ্ঞাত হও,
অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সমাহিত-তাৎপর্য্যে
সার্থক সন্দীপনায়
বিহিতভাবে জান,
এমনি ক'রে
নাদ, বীজ ও বিন্দুকে
বিহিত অনুধায়নার সহিত
বিজ্ঞাত হও। ৩২।

সন্ধ্যা যা'র সর্ব্বক্ষণ—
তা'র সন্ধ্যার ক্রম বা কোথায় ?—
আর, ক্ষণই বা কোথায় ?
যদি কেউ ঐ ভাঁওতায়
নিজেকে প্রতারিত ক'রতে চায়,
সে স্বতন্ত্র কথা। ৩৩।

অচ্ছেদ্য ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
কৌশলসুন্দর
কুশল কর্ম্ম যেখানে,
যোগও সেখানে
সহজ সন্দীপ্ত—
জাগ্রত ;
যোগ মানেই যুক্ত হওয়া,—
তদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার সাথে-সাথে
তজ্জাতীয় কর্ম্মপারগতাও
এসে হাজির হয়—

ক্রম-তাৎপর্য্যে,
তাই, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" । ৩৪ ।

যোগে—
যুক্তকেই বিন্যাস ক'রো,
বিভ্রান্তির বিক্ষিপ্ত তৎপরতায়
নিমজ্জিত ক'রে
তা'র ব্যর্থতাকে
আমন্ত্রণ ক'রো না । ৩৫ ।

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধায় ভরপুর হ'য়ে
শ্রেয়ে যুক্ত হ'য়ে থাক—
উপচয়ী অনুচর্য্যা-তৎপরতায়,
আর, অমনতর থাকাই হ'চ্ছে
যোগযুক্ত হ'য়ে থাকা,
এই যোগজীয়নী অনুচলনই
প্রজ্ঞা ও অমৃতের পথ । ৩৬ ।

তোমার সঙ্কল্প যদি
সর্ব্বতোভাবে
শ্রেয়ন্যস্ত না হয়,—
তাহ'লে তুমি যোগী হ'তে পারবে না,
আর, যোগী হওয়া মানে
শ্রেয়ার্থে সুযুক্ত হ'য়ে চলা ;
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহারা সঙ্কল্প যা'দের
তা'রা যোগযুক্ত কোথায় ? ৩৭ ।

ধর্ম্মযোগী হ'তে হ'লেই
কর্ম্মযোগী হ'তে হয়—
ভজনদীপ্ত ভক্তি নিয়ে,
যোগ মানেই—
যুক্ত হওয়া,
কর্ম্মে যুক্ত হ'য়ে
তা'কে যদি নিষ্পাদন না কর—
তা'র ধর্ম্মকে তুমি
মানবে কী ক'রে ?—
একটা আন্দাজী
টপ্পাদারী করা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু ;
আর, কর্ম্ম ক'রতে হ'লেই
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তা'র সব দিক্‌কে
সুসঙ্গত সংশ্লেষণে
সংশ্লিষ্ট ক'রে
সার্থক রূপায়ণে
আনতে হবেই ;
সেই জন্য
বিশ্লেষণী চক্ষুতে
বেশ ক'রে দেখে
কোন্‌টার সাথে কোন্‌টা
কেমনতর ক'রে
জোড়াতাড়া দিলে
কী হয়—
বুঝে, সুঝে, জেনে
তা' ক'রতে হবে ;
এই করার
বিন্যাস-বিভূতিই হ'চ্ছে—
নিষ্পাদন ;—

আর, নিষ্পাদনের সাথে সিদ্ধি
সহচরীর ন্যায়
সম্বন্ধ থাকেই। ৩৮।

যোগ মানেই হ'চ্ছে
কিছুতে যুক্ত হওয়া,
অর্থাৎ কোন সত্তায়
নিজেকে নিবন্ধিত ক'রে তোলা,
আর, এই নিবন্ধনই সৃষ্টি করে—
অনুরতি, অনুগতি ও অনুচর্য্যা,
আর, শ্রদ্ধাস্পদের মনোজ্ঞ হওয়ার
প্রবর্ত্তনা জোটাতে থাকে সাথে-সাথে ;
এমনি ক'রেই সে
নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
প্রিয়র গুণ ও চাহিদা-পরিপালনী
তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তদনুগ তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রতে থাকে ;
এই বিনায়না যত
নিখুঁতপুষ্টি নিয়ে চ'লতে থাকে,—
বৈশিষ্ট্যমাফিক
তদ্‌গুণ-রাজির সারূপ্যে
উপনীত হ'তে থাকে সে তখন ততই ;
কোন বৃত্তি বা কোন সত্তার
প্রীতি-প্রণোদনায়
অনাবিলভাবে
যে অনুগতিসম্পন্ন হয়,—
সেই প্রবৃত্তি বা সত্তারই সারূপ্যে
সে উপনীত হ'তে থাকে তেমনি ;
তাই, যে যা'তে শ্রদ্ধাশীল,

সে তেমনতরই হ'তে থাকে—
তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
আর, যিনি যেমনভাবে
প্রীতি-সারূপ্যে
অভিব্যক্তিলাভ ক'রেছেন—
আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
তিনি ঐ প্রীতিরই
তেমনতর আপূরণী অভিব্যক্তি,
আর, পুরুষোত্তম যিনি—
তিনি অখণ্ড শ্রদ্ধা ও ভক্তিরই
মূর্ত্ত অভিব্যক্তি,
পরম রস-উৎস,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই,
ফলকথা, তাঁ'র ব্যক্তিত্ব রূপায়িত
শ্রদ্ধায়,
অস্তিবৃদ্ধির পরম প্রেরণায়,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে ;
আর, পুরুষোত্তমের স্পর্শেই
মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি
পরিপূর্ণতায় সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তাঁ'তে
সক্রিয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার ফলেই
মানুষ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী
তৎসারূপ্য লাভ ক'রতে থাকে,
আর, এই-ই তা'র পরম-পুরুষার্থ,
চরম প্রাপ্তি। ৩৯।

বল মাভৈঃ,
ভাব মাভৈঃ,
আর, কোমর বেঁধে লেগে যাও—

ইষ্টার্থী অনুবেদনা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, তোমার জীবন-যজ্ঞ
সব যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টাগ্নিতে,
নিৰ্ব্বাণের নব-উত্থানে। ৪০।

তুমি প্রেষ্ঠ-পরায়ণ হও—
অন্তরের কানায়-কানায়
ভজন-অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, নিজের অন্তঃস্থ ভাবগুলিকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রতে চেষ্টা কর—
ঐ ভজনদীপনী রাগ-উৎসর্জ্জনায় ;
আর, সেই ভাবগুলিকে
ভাষায় ভাসিয়ে তোল—
ফুটিয়ে তোল—
বোধকে বুঝ্-এ এনে,
আর, সেই ভাব
সুরে উপস্থাপিত ক'রতে যত্নশীল হও—
সুর-সাধনায় তৎপর থেকে,
সঙ্গতিশীল রাগসুন্দর ভাবাবেগ নিয়ে ;
ঐ ভাব-রঞ্জনার
আরোহণ-অবরোহণ-ক্রমিক
ধ্বনন-সঙ্গীতিই হ'চ্ছে মূর্চ্ছনা,
আর, ঐ মূর্চ্ছনাই মূর্ত্তনা ;
এমনি ক'রেই
রাগ, রাগিণী, তাল-মান-লয়ের
ক্রম-বিকাশে তৎপর হও—

উপযুক্ত মাত্রিক ব্যবস্থিতির সহিত,
সুষ্ঠু সুনিয়ন্ত্রণে,
প্রাকৃত সঙ্গতির প্রকৃত অনুবোধনায় ;
আর, এই সঙ্গতিই হ'চ্ছে সঙ্গীত,
এমনি ক'রেই
সেবা-সাধনার ভিতর-দিয়ে
সংগীতজ্ঞ হ'য়ে ওঠ—
ঐ তাঁ'রই নন্দন-প্রসাদে
পরিতৃপ্ত হ'য়ে,
আর, এই প্রসাদই যেন হয়—
তাঁ'র প্রীতি ;
দেখবে—
সুর-সংগীতজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
মনে রেখো—
সংগীতের জীবনই ভক্তি । ৪১ ।

সুর হ'ল আবেগ-উদ্দীপ্ত স্বর,
ভাবাবেগ-সন্দীপ্ত সুর বা স্বরই রাগ,
রাগের বিন্যাসই রাগিণী,
তাল হ'ল আবেগ-তরঙ্গ,
মান হ'ল পরিমাপনা-মাত্রা,
লয় হ'চ্ছে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্গতির
শ্রেয়ার্থ-মূর্ত্তনায় লয় ;
গান বা সংগীত যদি
ভাবে উচ্ছল না হ'য়ে ওঠে,
আর, ভাব যদি
অনুকম্পী অনুবেদনায়
উদ্বেলিত না হয়,
আর, ঐ উদ্বেলন যদি
সুর, রাগ, রাগিনী, তাল-মান-লয়ে

তরঙ্গায়িত হ'য়ে
স্রোতোদীপনী না হ'য়ে ওঠে—
সমীচীন মাত্রিক বিন্যাসে,—
আর, সব মিলে তা' যদি
অর্থান্বিত সঙ্গীত নিয়ে
অভিষিক্ত অনুবেদনী মূর্চ্ছনায়
প্রেষ্ঠমূর্ত্তনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
শ্রদ্ধাপূত প্রবণতায়
উচ্ছল না হ'য়ে ওঠে,
সে গান বা সংগীত
শব্দের লহরী মাত্র,
তা' হৃদয়কে উৎসারণী হৃদ্যতায়
মননদীপ্ত ক'রে
সার্থকতার শুভ-আলিংগনে
পূরিত ক'রতে পারে কি ?
তাই, কানু ছাড়া গীত নাই,
আর, কানুই হ'লেন ধ্রুব,
কানুতে যা' সার্থক হয়
তা'ই-ই ধ্রুবপদ,
খেয়াল বা যা'-কিছুই বল,—
ঐ ধ্রুবতেই তা'র প্রতিষ্ঠা,
আর, ধ্রুব মানে
স্হৈর্য্যগতিসম্পন্ন । ৪২ ।

যে-গীতির
আলোচন-নিয়মনায়
লোকজীবনে
দ্যোতনদীপ্ত
জ্ঞানবিভায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
গায়ত্রীর তাৎপর্য্য তো তা'ই। ৪৩ ।

ভুঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহ-জন-তপঃ-সত্য—
এই ব্যাহৃতি-সমুদয়
নিবিষ্ট সঙ্গতি নিয়ে
তোমাতে
সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠুক—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অনুনয়নী ঊষার
সুন্দর বিভব-বিভূতি নিয়ে
রাগদীপ্ত
উচ্ছল সৌন্দর্য্যের
বিভব-নন্দনায় ;
আর, তা'তে তুমি
তোমার সত্তাতে
নিবিষ্ট হ'য়ে থাক—
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
সৎসমন্বয়ী তাৎপর্য্যে—
সঙ্গতিশীল ক'রে যা' সবকে ;
আর, তুমি হও
আরতির দীপ-দীপালী—
ব্যাহৃতির বহুল নন্দনায়
উজ্জ্বল শিখা বিস্তার ক'রে,
সার্থক সুন্দর তাৎপর্য্যে । ৪৪ ।

ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস দিয়ে
সব কোষগুলি
সৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছে,
বিধানও সৃষ্টি হ'য়েছে
অমনতরভাবেই—
ঐ ব্যাবর্ত্ত-বৃত্তাভাসী উদ্দীপনায়,—
রেতঃপ্রকৃতির অনুকম্পা নিয়ে,—

ডিম্বকোষকে বিনায়িত ক'রে,
শব্দ, রূপ, রঙ্ ও রসও
তা'রই সঙ্গতি,—
ঐ সঙ্ঘর্ষণে সৃষ্টি হ'য়ে
বিধানে ব্যাপ্ত ;
মনে হয়,
তত্ত্ববিদ্‌দের
ষট্‌চক্রকল্পনাও
তা'রই একটা উদ্ভাবনা ;
কিন্তু ক্রমানুধ্যায়নের ভিতর-দিয়ে
যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ,
মহঃ, জন, তপঃ, সত্যের পরিক্রমা
তত্ত্ববিদ্‌গণ
উদ্ভাবিত ক'রেছেন—
বস্তুর বিন্যাস-সংক্রমণে
সেটা সব জায়গায়
যেখানে যেমনতর ক'রে
সুসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
তেমনতর ক'রেই
সুসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
তা'কে বিন্যাস ক'রে
বিনায়নী সীমাকে নির্দ্দেশ ক'রে
তা'র তাৎপর্য্য-সন্দীপনী অনুশ্রয়ে
বোধায়িত উন্মেষণায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অমনতরই
বাস্তব নির্দ্দেশে নির্দেশিত ক'রে
ঐ সৃষ্টি-আখ্যানকে
সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে,—
যা'র ফলে—

মানুষ বুঝতে পারে—
বাস্তব ক্রমগুলি
কেমন ক'রে—
কোথায়—
কী বিভূতিতে বিভাসিত হ'য়ে
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলে
পরিণত হ'য়ে
অস্তিত্বের তাৎপর্য্য নিয়ে
স্রোতল চলৎশীলতার পাদবিক্ষেপে
চ'লেছে—
চ'লছে,—
আর, যতদিন
বস্তু ব'লে কিছু থাকবে
ততদিন তা'তেও চ'লবে ;
এইতো জগৎ ! ৪৫ ।

যাহা উৎপন্ন হইয়াছে—
তাহাই কিন্তু ভূঃ ;
যাহা উৎপন্ন হইতেছে—
তাহাই কিন্তু ভুবঃ ;
দ্যুলোকায়িত স্বঃ,
স্বঃ মানেই স্বর্লোক
বা সুরলোক,
শব্দ ও স্পন্দন
সেখানকার তাৎপর্য্য ;
উৎসবপ্রাণ মহঃ—
যা' উৎসর্জ্জনী সন্দীপনায়
স্রোতল পর্য্যায়ে
উৎসর্জ্জনী তাৎপর্য্যে

ধারাল নিঃস্রাবে
নেমে আসে ;
যা' উদ্ভবী তাৎপর্য্যে
নিজেকে
তদনুগ বিনায়িত ক'রে
ধরার বুকে নেমে আসছে,
তা'ই হ'চ্ছে জল ;
আর, তা'রপরেই আসে—
তপঃ,
তপঃ মানেই হ'চ্ছে—
যেখানে
ধৃতিসঙ্গতি
অনুবেদনী তাৎপর্য্যে
যে-তাপের প্রয়োজন হয়
তদনুগ উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনায়
স্রোতল ধারায়
নিবিষ্ট ক্রম-তাৎপর্য্যে
নেমে আসছে—
এই দুনিয়ারই
তপনদীপ্ত অনুপ্রাণনায়—
তাপ-বিসৃজনে ;
আদিম অস্তিত্বের
উদ্ভাবনী উৎসর্জ্জনা
যা' বিদ্যমানতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
উদ্দীপনী ক্রমদীপনার সাথে
উদ্ভবাত্মক হ'য়ে
সন্দীপনী তাপদীপনায়
উৎসৃষ্ট হ'য়ে চ'লছে—
বিহিত ক্রম-যোজনায়,—
তা'কেই আমি সত্য ব'লে বলি ;
এই হ'চ্ছে সপ্তলোক—

যা' স্তরে-স্তরে উদ্ভাসিত হ'চ্ছে
বিহিত বিদীপনী বিকিরণা নিয়ে ;
মনীষিগণ
এমনি ক'রেই
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
ক্রমদীপনায় বিভাজিত ক'রেছেন,
আর, তা'রই
প্রতিদীপনাই হ'চ্ছে—
ষট্‌চক্র ;
ষট্‌চক্র ব'লতে আমি বুঝি—
ষড়্ দিগ্‌বলয়ের পদ্ম-পরিকল্পনা ;
ষট্‌চক্রের পরিকল্পনা হ'চ্ছে—
স্তরে-স্তরে
পদ্ম-বিনায়নে
সেগুলিকে
তা'র সুর ও শব্দ সহ
রূপ-তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গতির ক্রমবিনায়নে
ঐ সপ্তলোকেরই
সুধী ধারায়
বিশিষ্ট হ'য়ে
বিশেষিত করা ;
এর উপরেই হ'চ্ছে—
দয়ী পুরুষের কয়টি স্তর,
যা' স্থির ও চরের
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়ে
ক্রমধারায়
সত্যলোকের
বিভব সৃষ্টি ক'রে থাকে—
বিভূতি-বিনায়নে ;
দয়ী পুরুষের

অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে—
অলখ, অগম,
আর, তা' হ'ল স্পন্দন-অভিদীপ্ত
দ্যোত-নিকবণে উদ্ভাসিত ;
অলখ, অগম পর্য্যন্ত
তাঁ'র উদ্ভাসনী পরিক্রমা,
তা'র পরেই সৎ
অর্থাৎ সত্যলোক,
এবং অন্য অন্য যা'-কিছু ;
আবার, সত্য ও তপের
মাঝেই আছে—
সোঽহং-সন্দীপনী তাৎপর্য্য,
যেখান থেকে
বোধ
ক্রমবিকশিত হ'য়ে
আমিত্বে উদ্ভাসিত হ'য়েছে—
ঐ সত্যেরই
ঊর্জ্জনী উদ্ভাবনায় ;
তা'রপরেই আছে—
দশমদ্বার ও ভ্রমরগুম্ফা,
সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী স্বরস্পন্দনাই হ'চ্ছে—
রংকার,
যা'কে 'রারং' ব'লে থাকে ;
তা'র নীচেই ত্রিকুটী—
যেখানে ওঁকার
সাবিত্রী-সন্দীপনায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই
সৃষ্টির ব্যাহৃতিগুলি
বিনায়িত হ'য়ে
উদ্দীপনী সৃজন-তাৎপর্য্যে

যা'-কিছু
পরিসৃষ্ট হ'য়েছে ;
আবার, এই প্রতিটি সৃষ্টির
অন্তরালেই আছে—
সেই আদিম স্পন্দন,
যা' দয়ী পুরুষে
উদ্ভাসিত হ'য়েছিল
তা'রই নানা রকমফের,—
যা'র ভিতরে
প্রতিটি বিশেষ
বিশেষিত হ'য়ে
প্রাণনস্পন্দনে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ;
বোধ, বিবেক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'র স্বরূপের অধিগমনে
তা'কে স্থিতিতে সংহত ক'রে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সত্তার অর্থকে
বিদীপ্ত ক'রে তুলল,
সৃষ্টি উদ্দীপিত হ'য়ে উঠল—
প্রাণনস্পন্দন নিয়ে
এমনি ক'রেই,
বোধ ও বিবেকী তাৎপর্য্যে,
দূরদৃষ্টির
ক্রম-তৎপরতায় ;
মোক্তাভাবে আমি যা' বুঝি
তা' তো এই। ৪৬।

তাঁ'কে ডাকা মানেই
তাঁ'তে লক্ষ্য রেখে

তাঁ'র গুণে অন্বিত হ'য়ে ওঠা—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
ধ্যান মানেই মনন করা ;
আর, জপ মানেই হ'চ্ছে
মানস-কথন—
অর্থাৎ মনে-মনে চিন্তা ক'রে
চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা । ৪৭ ।

জপ মানেই—
সশ্রদ্ধ রাগনিষ্ঠ নতির সহিত
যে-বিষয়ে জপ ক'রছ
তা'র পুনঃপুনঃ চিন্তন, মনন,
আর তদনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তেমনতরই বোধ-বিনায়িত অনুচলন,
—এই হ'চ্ছে জপের তাৎপর্য্য ;
ঐ আনতি, মনন ও করণের ভিতর-দিয়ে
সিদ্ধি
স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে থাকে—
জপ্তাকে ঐ একে অনুনীত ক'রে । ৪৮ ।

জিহ্বা ও ওষ্ঠের সঞ্চালন-ব্যতিরেকে
জপ্য অধিষ্ঠিতির সুনিষ্ঠ
আনতি-উদ্দীপনায়
তাঁ'র মহিমাগুলিতে
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে
আবৃত্তির সহিত
তদনুগ চিন্তন, চলন, বলন
ও অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
কৃতিতাৎপর্য্যে

তদর্থ-অনুনয়নী যা'-কিছুর
সুসংহত, অন্বিত সন্দীপনা নিয়ে
বোধবীক্ষণায়
সেগুলিকে বিন্যাস-বিধায়িত করাকেই
জপ বলে ;
আর, এই জপক্রিয় তাৎপর্য্যে আসে—
ভাববৃত্তির বিভূতি-বিজ্ঞ
বোধ-ঐশ্বর্য্যের
কৃতিদীপনী অনুশীলনা
ও কুশলকৌশলী অনুবেদ্য সার্থকতা ;
তাই, মহাজনরা ব'লে থাকেন—
"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ-সিদ্ধি-
র্ন সংশয়ঃ"। ৪৯।

স্মৃতির অনুশীলন কর,
ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির
শুভ-অনুশীলনে
তা'রা যেমনতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে,—
স্মৃতির চচর্চায়ও
মস্তিষ্কের বোধশক্তি
তেমনতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে,
তাই—
প্রত্যহ পর্য্যায়ী তৎপরতায়
প্রত্যেকটি ব্যাপারে
নিখুঁতভাবে চিন্তা ক'রে
তা'দের স্বার্থক সংগতি এনে
সেগুলিকে বিন্যাস ক'রতে ভুলো না ;
এ তো ক'রবেই,
তা' ছাড়া, দৈনন্দিন ব্যাপারকে
সংশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে চ'লো,

এমনতর ক'রতে ক'রতে
ক্রমশঃ দেখবে—
তোমার মস্তিষ্ক কেমনতর
সঙ্গতিশীল বোধনায়
দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে ;
ব্যাপার ও বিষয়গুলিও
ঐ বোধনা-নিয়ন্ত্রণে
অনেকখানি শুভ-তৎপর হ'য়ে
তোমার স্মৃতিকে
শোভন-তর্পিত ক'রে তুলতে পারবে ;
তাই বলি—
ভুলো না,
ক'রোই । ৫০ ।

আজ্ঞা মানেই
সর্ব্বতো-বোধনা, জানা,
জ্ঞান বা বুঝ,
আর, তা'র যন্ত্রভাণ্ডারই হ'চ্ছে—
মগজ বা মস্তিষ্ক-গোলক,
আর, তা'র তলদেশই হ'চ্ছে তা'র ভূমি,
তাই, নাসিকামূলকে
সুধীরা
আজ্ঞাচক্র ব'লে আখ্যায়িত ক'রেছেন ;
যা'কে জীবনে দৃঢ়-মনন ক'রবে,—
ঐ তলদেশ উত্তেজিত হ'য়ে
তদনুগ সাড়া নানা-ভাবে
আন্দোলিত হ'তে হ'তে
ওর সঙ্গতি-সম্পন্ন যা'
তা'ই ঐ পর্য্যায়ে বিন্যাসলাভ ক'রবে ;
তাই, ওকে ইষ্ট বা গুরুস্থান বলে,

আবার, ইষ্ট বা গ্রুকে সর্ব্বতোভাবে
দৃঢ় চিত্তে
জীবনের প্রধান কেন্দ্র যদি না ক'রে নাও,—
সঙ্গতিশীল বুঝ, জ্ঞান বা বোধনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
অমনতর মনুষ্যত্বে চরিত্রবান ক'রে
তুলতে পারবে না,
আর, জীবনের যা'-কিছু কল্যাণ
ঐ সুকেন্দ্রিক সুবিনায়িত
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির উপর
নির্ভর ক'রছে ;
তোমার জীবন-চলনাও
ওর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
মহৎ পথ অথবা সংকীর্ণ বা অসংলগ্ন
বিচ্ছিন্ন-পথবাহী হ'য়ে চ'লেছে,
তাই, সুকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
সক্রিয়ভাবে
ঐ ইষ্ট-আজ্ঞায়
অবাধভাবে
নিষ্পাদনী নিয়ন্ত্রণে চ'লতে থাক,
আর, ঐ আজ্ঞাচক্র
অবাধ অনুদীপনায়
তোমাকে
ইষ্টে, কল্যাণে, শুভে, শিবে
অবাধ ক'রে তুলবে। ৫১।

প্রথমে হাতে জল নিয়ে 'নমো বিষ্ণবে,
নমো বিষ্ণবে, নমো বিষ্ণবে' ব'লে
ব'লতে হবে—
'আকাশাতত-চক্ষু প্রাজ্ঞগণ

বিষ্ণুর পরম চলন
সতত দর্শন করেন—
আমার অন্তর-বাহির
সেই চলন-স্নাত হউক।'
পরে, সেই জল পান
ও মস্তকে ধারণ ক'রতে হবে।

সুদ্ধি-মন্ত্র

তা'রপর অগ্নির স্থণ্ডিল ক'রে
ঘৃতাহুতি দিয়ে
নিম্নলিখিত শুদ্ধি-মন্ত্র পাঠ ক'রতে হ'বে—
অবস্থা-বিশেষে অপারগ ক্ষেত্রে
মনে-মনে অগ্নি কল্পনা ক'রে,
হাতে জল নিয়ে আহুতি দিয়ে
শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করা যেতে পারে—
'হে অগ্নি!
আমাদের ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত
সুপথে লইয়া চল,
হে দেব! তুমি বিশ্বকর্ম্মবিৎ—
আমাদের কুটিল পাপরাশি
বিদূরিত কর,
তোমাকে আমাদের ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম।'
তা'রপর নিম্নোক্তক্রমে প্রণাম নিবেদন
ক'রতে হবে—
'আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
প্রজাপতি ও ব্রহ্মর্ষিগণ!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
সর্ব্ব-দেবগণ!
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

হে নিখিলাত্মক পুরুষোত্তম !
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।
হে আমার জীবনী আচার্য্য !
আমার আভূমি-লুণ্ঠিত নমস্কার
গ্রহণ করুন।'
তা'রপর ফুল-দুর্ব্বা তুলসী-তিল হাতে নিয়ে
নিম্নলিখিত আত্মোৎসর্গ-মন্ত্র
পাঠ ক'রতে হবে—
'প্রভু ! হৃদয়বল্লভ !
ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে
আজ তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত—
অন্তরের অবাধ্য আবেগ নিয়ে
আমাকে উৎসর্গ ক'রতে
তোমার স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার যাগচারী ক'রে,
আমার জীবন
তোমার অস্তি-বর্দ্ধনী অর্চ্চন-অভিসারণায়
নিয়োজিত হউক,
আমার প্রতিটি পদক্ষেপ
তোমার ইষ্টানুগ শুভচর্য্যায়
নিরত থাকুক,
আমার প্রাণন-দীপনা
সুখসাফল্য-অনুচর্য্যায়
তোমাকে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী
ক'রে তুলুক—
নির্ব্ব্যাধি, নিরুদ্বেগ ক'রে ;
ঐ অনুচর্য্যা
আমার যা'-কিছু সবকে
নিরত চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলুক,
তুমি আমার প্রভু,
তুমি আমার সত্তা-সর্ব্বস্ব,
তুমি আমার অস্তিত্ব,

তুমি আমার পরপারের পুণ্যতোরণ,
আমার জীবন পুণ্য হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ পুণ্য জীবন
তোমার অর্চ্চনামুখর হ'য়ে
স্বস্তি সম্পাদন করুক,
আর, স্বস্তি-সর্ব্বস্ব প্রাণন-দীপনা
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক।'
সর্ব্বশেষে গলবস্ত্র হ'য়ে ঐগুলি-সহ
প্রণাম ক'রতে হবে —
প্রণামের সময় ব'লতে হবে—
এই আত্মোৎসর্গ-প্রণতিই
আমাকে ত্বৎ-কর্ম্ম-পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলুক। ৫২।

অভ্যাসে পেকে ওঠ—
তপ-তপ্ত হ'য়ে,
তবে তো সিদ্ধ হবে। ৫৩।

যে-বিষয়েই হো'ক না কেন,
অভ্যাস-অনুশীলন
যতই নিখুঁত নিবেশে
তোমাতে তপতাপের সৃষ্টি ক'রবে,—
পরিপক্বও হ'য়ে উঠবে তুমি
তেমনই,
সিদ্ধির পন্থা তো ঐই। ৫৪।

অনুধ্যায়নী অভ্যাসকে
তীব্র নাছোড়বান্দা ক'রে তোল,
প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে তো
অমনতর দক্ষ ক'রে তুলবেই,

তা' ছাড়া,
যেখানে যা'তে যে-ইন্দ্রিয়
একযোগে বা ভিন্ন ভিন্ন রকমে লাগে—
সেখানে তাই ক'রবে,
আর, ত্বরিত যা'তে
উপলব্ধি ক'রতে পার,
বেশ ক'রে লেহাজ রেখ সেদিকে—
বোধি-তৎপরতা নিয়ে,
এমনি ক'রে
অকাট্য বাস্তব প্রত্যয়ের
প্রভু হ'য়ে ওঠ। ৫৫।

কষ্ট কর—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য উৎসাহ নিয়ে,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী অর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে নিজেকে,
নজর রেখো—
ক্লিষ্ট না হও তা'তে,
ঐ তপ-তাপ
নিষ্পন্নতার অনুশীলনায়
তোমাকে তৃপ্তও ক'রবে,
দীপ্তও ক'রে তুলবে। ৫৬।

সাত্বত তপ
ও চরিত্রচর্য্যার 'পরেই
নির্ভর ক'রছে—
মানুষের উৎসর্জ্জনী বিভব-বিভূতি,
এগুলিকে তাচ্ছিল্য ক'রো না,
তোমার জীবনকে

ব্যর্থ ক'রে তুলো না,
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
স্বস্তি
স্বতঃ হ'য়ে
তোমার অস্তিত্বে বসবাস কর্ক। ৫৭।

তপের ভূমিই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সাত্বত অভিনিবেশে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোলা,
তাঁ'র গুণাবলীতে নিজেকে
অভিষিক্ত ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যানুগ চারিত্রিক
সক্রিয়তা নিয়ে,
সন্ধিৎসু সঙ্গতিশীল
অর্থান্বিত তৎপরতায়। ৫৮।

তোমার তপশ্চর্য্যা
যতক্ষণ না
শারীরিক প্রতিফলনে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে—
অর্থাৎ আচার-আচরণে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে,—
বুঝবে—
ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তা' তোমার নিজস্ব হ'য়ে ওঠেনি—
তা'র যত পাণ্ডিত্যই থাক তোমার। ৫৯।

তোমার তপস্যার ক্ষেত্র সেখানেই—
যেখানে মানুষ তোমাকে ঘৃণা করে,
বিদ্বেষ করে,
বিদ্রূপ করে,
তাচ্ছিল্য করে,
যেখানে তুমি অকৃতকার্য্য ;
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনা নিয়ে
তা'দিগকে বিনায়িত করা—
কুশল-চাতুর্য্যে,
ও নিজে বোধ-বিনায়িত হ'য়ে ওঠা,
ইষ্টানুগ পরিচর্য্যা-নিরতির ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে
প্রীতি ও কৃতিপ্রসন্ন ক'রে তোলা,
ও যে-সব ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হ'য়েছ
তা'তে কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
তপঃসিদ্ধি । ৬০ ।

আগে শিষ্য হও,
ইষ্ট বা আদর্শনিষ্ঠ হও,
আর, নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমাদের স্বতঃ-সচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
তাঁ'র অনুশাসন কঠোরই হো'ক—
আর, কোমলই হো'ক,—
অনুগতি ও কৃতি-উদ্দীপনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে তদনুগ ক'রে তোল,
অর্থাৎ তাঁ'র নিদেশ-অনুগ
ক'রে তোল ;
নিজেকে অমনতরভাবে

সুশৃঙ্খল ক'রে তোল—
শ্রমপ্রিয় অটুট আবেগ ও উদ্যমের সহিত
সক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
শিষ্য হওয়ার তপশ্চর্য্যা
এইরকমই,
আগে শিষ্য হও,
সুশৃঙ্খল, শিষ্ট-স্বভাবে
তোমার সত্তা অনুরঞ্জিত হো'ক,
সাত্বত শৃঙ্খলা তোমার
স্বতঃই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,
শিষ্যত্ব তোমার অন্তঃস্থ হ'য়ে উঠবে
স্বভাবে। ৬১।

আদর্শে সংযুত থেকে
সংযত হও—
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়,
আসনে সুসংস্থিত থাক,
অর্থাৎ উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে
অটুট হ'য়ে থাক,
এমনি ক'রেই
তোমার প্রাণন-প্রদীপনাকে
আয়ামযুক্ত ক'রে তোল—
সংযমে, নিয়ন্ত্রণে, ব্যাপ্তিতে,
আর, সাত্বিক সম্পোষণায়
সুবিবেকী তৎপর হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
সুবিনায়নে বিন্যস্ত ক'রে তোল—
প্রত্যাহারে, প্রতি-আহরণে,
প্রত্যাবর্ত্তনে,
মননে, ধ্যানে, ধারণায়,
ধৃতি-দীপনায়

সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-বিনায়নী
বিশাসন-বিন্যাসে
সম্যক্ ধৃতিমান্ হ'য়ে ওঠ,
অর্থাৎ ধারণে, পোষণে, দানে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
তপশ্চর্য্যা যা'ই কর না কেন—
তা'কে এমনভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
তোমার জীবন-চলনার সহজ সমাধি
এমনতরই হ'য়ে উঠুক,
আর, সবাইকে অমনতর অনুপ্রেরণায়
নিয়মন-তৎপর ক'রে তুলুক । ৬২ ।

যা'রা বেশ ক'রে বুঝে রেখেছে—
তপস্যা মানে
নির্জ্জনে কিংবা অরণ্যে বাস,
মনে-মনে মন্ত্র জপ করা,
কিন্তু তদনুগ কৃতিচর্য্যাও নেইকো,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ-উদ্দীপনী আনুগত্য,
শ্রমপরিচর্য্যী অনুচলনও নেইকো,
তা'দের ব্যক্তিত্ব
অমনতর তাৎপর্য্য বহন ক'রেই
স্তিমিত হ'য়ে ওঠে,
বিদ্যমানতা
সেবাসুন্দর সন্দীপ্তি নিয়ে,—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
তা'দের অন্তর্দৃষ্টিতে
আবির্ভূত হয় কিনা—
জানি না ;
তপস্যার মন্ত্র
তাৎপর্য্য বহন ক'রে

প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতরে
সঙ্গতিশীল উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে
বাস্তব উদ্দীপনায়—
যে-বিকাশ লাভ করে,—
সেটা তা'দের পক্ষে
কল্পনার কলস্রোতা হ'য়ে
অন্তরকে বিক্ষিপ্তই ক'রে তোলে,
কারণ,
সেখানে সমীচীন দর্শন
অনুশীলনী অনুচর্য্যা নিয়ে
অনুধায়নার সহিত
অনুভবে বিনায়িত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
উপনীত হয় না,
—এই যেমন বুঝি !
তপের ভড়ং কি
বোধদীপন প্রজ্ঞাকে
সৃজন ক'রতে পারে ?
ভক্তিহীন যে—
তা'র ভজন-তৎপরতা কোথায় ?
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় আকূতি
কি সেখানে
নির্ব্বাণমুখী হ'য়ে চলে না ?
নিভে যায় না—
অশিষ্ট উন্মাদনায়
বিভ্রান্ত, বিক্লান্ত
ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ? ৬৩।

তাপস যাঁ'রা—
তাঁ'দের অনুভূতি হ'তে পারে,

সেগুলির বিশদ বর্ণনাও দিতে পারেন,
কিন্তু সেগুলির কী নাম
তা' হয়তো না-ও জানতে পারেন,
কিন্তু রূপ, রূপায়ণ
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তাঁদের অন্তশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে—
কৃতিশীল তৎপরতায়,
তাঁ'রা তা' উপলব্ধি ক'রে থাকেন—
সুসন্ধিক্ষু বাস্তব বিশ্লেষণী
ও সংশ্লেষণী সম্বেদনায়,—
আর, তা' সার্থক সঙ্গতির
সুদীপ্ত অভিনিবেশ নিয়ে ;
আর, তাঁ'রা হয়তো সেজন্য
তা'র গুণানুগ
নামকরণ ক'রে থাকেন—
যেখানে যতটা সম্ভব ;
যিনি যে-বিষয়ের তাপস
তা'তে সিদ্ধকাম হ'লেই
তিনি সেই বিষয়ের আচার্য্য ;
আর, সিদ্ধ তাপসই আচার্য্য ;
তাই, আচার্য্যকে গ্রহণ কর,
আর, যা' আচার্য্য
আচরণ ক'রে জেনেছেন,
তাঁ'র কাছ থেকে জেনে নাও—
আর, অনুশীলন কর
তেমনি তীক্ষ্ণ তৎপরতায়,
জেনে নিয়ে
তুমি সেগুলি অভ্যাস ক'রতে থাক ;
ঐ আচার্য্যনিষ্ঠ অনুবেদনায়
অনুসরণী অনুচলনে
কৃতি-তৎপরতায়

শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনায়
ঐ বাস্তবতার সম্মুখীন হ'য়ে
সেগুলি জানতে হবে,
বুঝতে হবে ;
—এই দেখে, শুনে, বুঝে
যে-বিষয়ে যে-জ্ঞান
তা' সে-বিষয়েরই
অভিজ্ঞ মূর্চ্ছনা
বা মূর্ত্তনবিভব ;
তোমার যা'-কিছু অনুভূতির
স্মৃতিলেখা
একটা বোধ-বীথিকায়
সাজিয়ে তোল—
তোমার মস্তিষ্কগ্রামে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
যা'র ফলে
যথাযোগ্য তৎপরতায়
যে-স্থানে
যে-ভাবে
তা' ব্যবহার ক'রতে হয়—
তা'র ত্রুটিই হবে কম,
আর, যা'রা তোমাতে
অস্খলিত সুনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ-উচ্ছল
শ্রমপ্রিয় অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ তৎপরতায়
স্রোত-তরঙ্গের মতন চ'লেছে—
তা'দের ভিতরেও
তেমনতর অনুদীপনায়
সেগুলি সুসজ্জিত রইবে,
প্রয়োজন-মত তা'রাও

তা' ব্যবহার ক'রতে পারবে ;
তুমি
অস্খলিত নিষ্ঠা,
শিষ্ট অনুগতি
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রীতি নিয়ে
ইষ্টকে স্থণ্ডিল ক'রে
তপ-পরিচর্য্যায় লেগে যাও,
সমস্ত কার্য্যে
সমস্ত মননে
সমস্ত চলনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিনায়িত ক'রে তোল—
যা'-কিছুকে ;
এমনতর চলনই
তোমাকে
তোমার অজ্ঞাতসারে
সুবিনায়িত ক'রে তুলবে ;
তা'তে হবে কী ?
জানবে—
কিন্তু জানার আত্মম্ভরিতা থাকবে না,
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপী হবে—
কিন্তু তা' অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে ;
ইষ্টনিষ্ঠ যে নয়
সে কি শিষ্য হ'তে পারে ?
সত্যিকারের ছাত্র না হ'লে—
অর্থাৎ আচার্য্যকে
সংরক্ষণী আচ্ছাদনে রেখে
অনুরোধ-উদ্‌যাপনী অনুচলনে
শ্রমীপ্রিয় কৃতিতপা হ'য়ে
না চ'ললে—

সে কি ছাত্র হ'তে পারে ?
নির্দেশবাহী হ'য়ে
বাস্তব নিষ্ঠায় যে চলে—
সে অর্জ্জনও ক'রতে পারে
তেমনতর। ৬৪।

আত্মোন্নতির ভজনস্তুতি
অর্থাৎ সেবাস্তুতি,
বা হাতেকলমে সেবাই
ভগবানের স্তোতস্থণ্ডিল। ৬৫।

সুনিষ্ঠ সাধু-পুরুষোচিত
বাক্-ব্যবহার
ও কৃতিদীপনার আসনে
নারায়ণী সম্বর্দ্ধনা বসবাস করে। ৬৬।

সাধু হও,
বেকুব হ'তে যেও না—
বরং দক্ষ কুশলকৌশলী হও,
তবেই তো সাধু !
শুভ-নিষ্পাদনী অনুচলনেই
সাধুত্বের মাহাত্ম্য। ৬৭।

আরে পাগল !
সাধু হয় কি ঠ'কতে ?
বরং কৃতার্থ হ'তে,—
একটা সার্থক সন্দীপনী তাৎপর্য্য নিয়ে
সে সম্বৃদ্ধ হ'তে চায়,

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে চায়
তা'র পরিবেশকে—
কৃতিসম্বেগ নিয়ে
পরিচর্য্যী তাৎপর্য্যে—
যা' ক'রে সে আত্মপ্রসাদ পায়
ও অন্যকে
প্রসাদনন্দিত ক'রে তোলে ;
সাধু হ'তে হ'লে চাই—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
ব্যতিক্রমের সংঘাতগুলিকে
ব্যাহত ক'রে
সংশোধিত হ'য়ে
সুষ্ঠু-শিষ্ট সন্দীপনায়
সুচারু চলনে চ'লতে থাকে ;
জীবনের বাস্তব বিষয়ই হ'চ্ছে—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে চলা,
আর, ঐ নিষ্ঠা-অনুগ তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু সে করে
সেগুলির সার্থক সন্দীপনায়
সুষ্ঠু বৈধী-বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোলা,
ধৃতি-উৎসারণাই হ'চ্ছে তা'র
চলন্ত সম্বেগ,
ইষ্টনিদেশ-পরিপালনই হ'চ্ছে তা'র
জীবনীয় স্বস্তি-অনুচলন,
আর, প্রতিটি বিষয়ে
সিদ্ধ সার্থকতায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রসাদ,—

মানুষ এই পথেই
সাধু হ'য়ে থাকে ;
সাধুর ভেশ নিলেই যে
সাধু হ'য়ে থাকে—
তা' কিন্তু নয়,
তাই, শ্রমপ্রিয় আনন্দের ভিতর-দিয়ে
কৃতিসন্দীপনায় কৃতার্থ হ'য়ে
সার্থকতায় উপনীত হওয়া—
আর, এমনতর হ'য়ে
ইষ্টকে নন্দিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
তা'র সার্থক উপনয়ন,
তবে তো !
সাধু হও,
সিদ্ধ হও,
সুসন্দীপ্ত হও,
লোকপালী হ'য়ে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
সুচারু শুশ্রূষায়
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
ঐ চলনাতেই
সাধুত্ব নিহিত । ৬৮ ।

চলতি কথায় অনেকেই কয়—
'সাধুত্বের ভানও ভাল',
তোমার ভিতরে যা'ই থাক—
তুমি সত্তাপালী
আত্মচর্য্যা ও লোকচর্য্যার পরিপ্রেক্ষায়
হাতে-কলমে যদি কিছু ক'রেও যাও—
ঐ সৎচর্য্যাই
তোমার অভ্যাসকে বিনায়িত ক'রে

আসল সাধুত্বে
নিয়োজিত ক'রে তুলবে,
কিন্তু ভাল করা চাই,
বুদ্ধি তোমার
তেমনতরই থাক না কেন !
নইলে—
ভান কিন্তু
ভীতিই এনে দেয়। ৬৯।

এমন কিছুই আবৃত নেই—
যা' উন্মুক্ত করা যাবে না,
এমন কিছু লুক্কায়িত নেই—
যা' জানতে পারা যাবে না ;
লুকোন যা'—
আবৃত যা'—
বিহিতভাবে উন্মোচিত কর তা'কে,
সেগুলি বাস্তবতায় রূপায়িত কর—
শুভপ্রসূ সমীচীন নিষ্পন্নতায়। ৭০।

অবিদ্যা
যা' বিদ্যমানতাকে
নাকচ ক'রতে চায়—
তা'কেও জান,
তা' হ'তে যদি কিছু
সত্তাপোষণী উপকরণ
সংগ্রহ ক'রতে পারা যায়—
বিহিত বিবেচনার সহিত
তা'ও গ্রহণ কর,
তা'র বিপরীত যা'

বিহিত বিধানে
তা'কেও নিরোধ ক'রতে
কসুর ক'রো না। ৭১।

ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ
যেখানে যেমন,—
আধিপত্যও সেখানে তেমনি,
আর, ঐ ঐশী-সম্বেগের উৎসই হ'চ্ছেন—
ঈশ্বর ;
সবাইকে ঈশ্বর ভাবতে যেও না,
বরং সবাইকে ঈশ্বরের ভাব—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে ;
আর, সবার ভিতরই
ঈশ্বরকে দেখতে চেষ্টা কর,
মেয়েরা যেমন
স্বামীকে দেখতে চেষ্টা করে
সন্তানের মধ্যে—
আগ্রহশীল সন্ধিৎসা নিয়ে,
সঙ্গতিশীল বিবেক-চক্ষুতে ;
আর, অমনি ক'রে
সবাইকে উপভোগ কর
ঈশ্বরের ব'লে,
আর, সক্রিয় সেবা-তৎপরতা নিয়ে
তাঁ'তেই যুক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
ধৃতিচর্য্যী অনুচলনে ;
সবাইকে ঈশ্বর ভাবতে গেলে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গতিশীল বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত অর্থনায়

জ্ঞান-দৃষ্টিতে
তাঁকে দেখতে পাবে না সবার ভিতর,
আর, উপভোগও ক'রতে পারবে না
তেমন ক'রে ;
তাই, ঋষির বাণী হ'চ্ছে—
"আচার্য্যদেবো ভব",
অর্থাৎ তুমি আচার্য্যদেবের হও—
ধৃতি-তৎপর অনুশীলনা নিয়ে';
যিনি প্রকৃত আচার্য্য,
যিনি মূর্ত্ত লোককল্যাণ,
অনুশীলনী আচরণের ভিতর-দিয়ে
যিনি জানেন বা জেনেছেন,—
তিনিই তোমার ইষ্ট, প্রিয়পরম,
মূর্ত্ত ঈশ্বর,
অব্যক্তের ব্যক্তপ্রতীক। ৭২।

সাত্বত সব যা'-কিছুরই অর্থ—
ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঐশী-প্রভাব,
যা'র বাস্তব-প্রতীক পুরুষোত্তম ;
তাই, পুরুষোত্তমের শরণ লও,
অন্তরে তাঁকে পরিপালন কর,
সংরক্ষণ কর,
আর, সেই সংবিধানে
পরিচালিত হও—
তা' কথায়, কাজে,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী বীর্য্যবত্তা নিয়ে,
যা'র ফলে, তোমার বিদ্যমানতা
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
জীবনে সার্থক হওয়ার ঐ তো পথ। ৭৩

ভক্ত হও—
একাগ্র কৃতিসম্পন্ন হ'য়ে,
ভজনদীপনী অনুচর্য্যী অনুক্রিয়তায়
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—
জ্ঞান সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
আপনিই তোমার সেবা ক'রবে,
ভাবতে হবে না । ৭৪ ।

ভক্তি বা শ্রদ্ধা স্বতঃ-উচ্ছল,
ভক্তি তা'র সন্ধিৎসু চক্ষু দিয়ে
বিধিকে উদ্ঘাটিত ক'রতে পারে,
কিন্তু বিধি ভক্তিকে
সৃষ্টি ক'রতে পারে না,
বরং বৈধী-চলন
ভক্তির পথকে
মুক্ত ও পরিশুদ্ধ ক'রতে পারে । ৭৫ ।

ভক্তিহীন যা'রা—
ব্যর্থ
শক্তিশালী হ'তে পারে,
কিন্তু তা'দের ভিতরে
ভক্তি থাকে না,
থাকে—
প্রবৃত্তির মোহন-দীপনা,
যদি ভক্তি থাকেও—
তা'ও ব্যতিক্রমদুষ্ট ;
ভজনদীপ্ত অনুরাগ যেখানে
শক্তির ঊর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,—

ভক্তির পরম আমন্ত্রণে
শক্তিসিদ্ধ রাগদীপনায়
সে উৎসবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
উৎসর্জ্জনাই তা'র
আরাম-কেদারা। ৭৬।

যা'ই তা'ই বল—
আর, যা'ই কর না কেন—
তোমার ভক্তিই যদি
স্মিত পরাক্রমী না হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-সন্দীপ্ত না হয়—
একটা অলস আবেশ নিয়েই
যদি তুমি থাক—
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠবে না,
বিহিত বিচারণায়
সে বিভ্রান্তই হবে,
দুর্ব্বল, শক্তিহারা, বাতুল,
শ্লথ-সংক্ষুব্ধ, আবিল
বিভাহারা হ'য়ে
ঊহ্য উদ্দীপনাকে হারিয়ে
দুর্ব্বল ঊর্জ্জনায়
এমনতর উদাহরণ সৃষ্টি ক'রবে—
তা' সঞ্চারিত হ'য়ে
অনেকের ঐ দশাতেই
দীর্ণ ক'রে তুলে'
ভক্তির মহিমাকে
ম্লান ক'রে তুলবে,
তুমি
চতুর কৃতিসন্দীপনী তাৎপর্য্যে

নিষ্ঠানিপুণ শ্রেয়চর্য্যায়
অধিষ্ঠিত হ'য়ে
কৃতিসন্দীপনী প্রতিষ্ঠা নিয়ে
কাউকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
তুলতে পারবে না ;
তবে অশক্ত যে—
তা'র শক্ত হবার মহড়া দেওয়া
অনেক ভাল। ৭৭।

অস্খলিত নিষ্ঠার সহিত
ভজনদীপ্ত তৎপরতায়
তৎকর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে
গুরুসেবাই
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনার পথ,
ঐ ভজনদীপী অনুচলনই নিয়ে আসে—
ভগবত্তায়
আরোহণী উদ্দীপনী তাৎপর্য্য ;
তাই,
"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। ৭৮।

ভক্তির অভিব্যক্তি অচ্যুত নিষ্ঠায়,
ভজনে,
আসঙ্গলিপ্সার উদগ্র-আকূতির ভিতর-দিয়ে
রাগদীপনী যোগ-ঐশ্বর্য্যে ;
আর, ভজনের অভিব্যক্তি হ'চ্ছে—
প্রীতি, সেবা-উচ্ছল একাগ্রতা,
সেবাপ্রাণ কৃষ্টিমুখর
অনুশীলনী বোধন-পরিচর্য্যা,

আর, সবটা নিয়ে
সবটার ভিতর-দিয়েই
তাঁকে উপভোগ ;
ভক্তির বিভব-মূর্ত্তনার
রূপরেখাই এমনতর। ৭৯।

সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
তোমার অন্তঃস্থ ভজমান প্রবৃত্তিকে
উস্‌কে তোল—
অস্খলিত প্রেয়নিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়,
যা'-কিছুর পরিচর্য্যী প্রবোধনায়,
ঐ সঙ্গতির শীল-সৌষ্ঠব
সমীক্ষা নিয়ে ;
ভজন মানেই কিন্তু
অনুরাগের সহিত সেবা,
মহিমা-কীর্ত্তন,
আর, এই ভজনশীলতা বা ভজমানতা
যেমনতরভাবে যতখানি
সব যা'-কিছুর সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,—
ভগবত্তাও গজিয়ে উঠবে
তোমার ভিতর তেমনি। ৮০।

অনুরাগ-উদ্দীপনার সহিত
সেবা-সন্দীপনায়
অন্যের দুঃখ নিরাকরণ ক'রে
প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে যাওয়াই
ভজন,

আর, ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
সেবা-সন্দীপনায়
আত্মনিয়োগ করাই
ভজন-তাৎপর্য্য,—
যে-শিক্ষা
অন্যের দুঃখ-নিরাকরণ করার বোধনাকে
বিশদভাবে
সঙ্গতিশীল অর্থে অন্বিত ক'রে
নিজের ও অন্যের
দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তিকে
নিরাকৃত ক'রে তোলে,
আর, এই হ'চ্ছে ভজন-রহস্য ;
আর, এই যাঁতে সংস্কারসিদ্ধ হ'য়ে
সঙ্গতিশীল চারিত্রিক অভিনিবেশে
প্রভাব সৃষ্টি ক'রে চলে,—
তিনিই হ'চ্ছেন মূর্ত্তিমান ভজমান,
অর্থাৎ ভগবান্,
আর, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ৮১।

তুমি কতখানি সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
শ্রেয়ার্থ-তৎপর হ'য়ে চ'লেছ,—
অর্থাৎ শ্রেয়-সেবানিরত হ'য়ে চ'লেছ,—
সেইটাকে বেশ ক'রে দেখেশুনে
খতিয়ে নাও ;
আগে তোমার ভজন পরীক্ষা কর,
অর্থাৎ ভজন-অনুরতি
বা শ্রেয়-উৎসর্জ্জনী অনুবেদনা
তোমাতে কেমনতর সক্রিয় হ'য়ে চ'লেছে—
ভক্তিতে, অনুরাগে,

সেবায়, আশ্রয়ে, প্রাপ্তিতে, দানে,
শুভ-অশুভের বিবেকী বিভাজনায়,—
তা' ধীইয়ে দেখ,
কোন সংঘাতে
ঐ শ্রেয়ানুরতির বিপরীত চলনে
নিয়োজিত হও কিনা,—
সেটাকেও দেখে নাও,
বাস্তব কর্ম্ম-ব্যপদেশে
এই দেখে-নেওয়াটাই হ'চ্ছে—
ভজন-পরীক্ষা ;
তাই, আগে ভজন পরীক্ষা কর,
ভাগ্যপরীক্ষায়
তোমাকে ব্যাহত হ'তে হবে কমই ;
ভজন-নিরতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ভাগ্যপরীক্ষা ক'রতে গেলে,
তা'র মানে—
তুমি তোমার ভাগ্যকে
বিদ্রূপ ক'রতে গেলে,
এই বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গই
অর্থাৎ বিকৃত চলনই
তোমাকে ঠাট্টা ক'রতে চ'লেছে কিন্তু ;
সাবধান !
ভজনই ভাগ্য-বিধাতা—
ঠিক জেনো। ৮২।

শ্রদ্ধাপূত প্রীতি-উদ্যম নিয়ে
যদি তুমি
আচার্য্যকে অনুসরণ না কর—
অনুচর্য্যা-নিরতির সহিত,
তাঁ'র নিদেশগুলি

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলনে
বিহিত ত্বরিত্যে নিষ্পাদন না কর—
সঙ্গীতিশীল সার্থক
অন্বিত অর্থনায়,—
তুমি লাখ শ্রদ্ধা দেখাও,
ভজন-গীতির সমারোহে
নিজেকে নিয়োগ কর,
বাচকজ্ঞানের মহড়ায়
লোককে যতই
ধাঁধিয়ে দাও না কেন,—
তোমার বোধ ও ঐশ্বর্য্য
বিনায়িত হ'য়ে
অনুভূতির শৃঙ্খলায়
বিন্যাস লাভ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সিদ্ধ সমারোহে
সিদ্ধ ক'রেই তুলবে না—
এটা কিন্তু ঠিকই জেনো,
ভাবালুতার ভণ্ড অনুচলনে চ'লে
সাত্বত স্বার্থকে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না,
অনিয়ন্ত্রিত গোলমালে
গোল্লায় যাওয়াকে
নিরোধ ক'রতে পারবে না কিছুতেই ;
তাই বলি—
তাঁকে অনুসরণ কর,
বিহিত শ্রদ্ধানুসেবনায়
তাঁর নিদেশগুলি অনুশীলন কর,
কৃতার্থ হও,
কৃতি-মঙ্গল তোমাকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক । ৮৩ ।

তুমি একমনা প্রীতি-প্রসন্ন যদি হও,
সহজ-সলীল আগ্রহদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
প্রিয়তর্পণ-প্রসাদমণ্ডিত
হ'য়ে থেকে থাক যদি,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
তাঁর আদেশ, নিদেশ, ইচ্ছা বা চাহিদা
যা'-কিছু থাক্ না কেন,
সক্রিয় সলীল দীপনা নিয়ে
মাতাল আগ্রহের উদ্দাম চলনে
তুমি সেগুলিকে
নিষ্পন্ন ক'রে চ'লবেই কি চ'লবে,
যে-কোন কায়দায় যেমন ক'রেই
পার না কেন
সেগুলির বাস্তব সমাধানে
উপনীত হবেই কি হবে—
অশুভ ও অন্যায্য যা'
তা'কে নিরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
এবং তাঁর শুভাবহ যা'-কিছু
তা'কে পোষণপুষ্ট ক'রে ;
অষ্টপাশ তোমাকে
আবদ্ধ ক'রতে পারবে না—
এ ঠিকই জেনো,
বরং অষ্টসিদ্ধি উদাত্ত তর্পণায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
সামগীতিকায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে,
আর, এ যেখানে যেমনতর মুখর—
ভজনদীপনা নিয়ে ভক্তিও
সেখানে তেমনি সমাধান-সুন্দর। ৮৪।

ভক্তিই যদি থাকে,—
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের

উৎসৰ্জ্জনী অনুবেদনা নিয়ে
নির্ব্বাণ-বিমুখ অগ্নির মত
অজচ্ছল বিস্ফোরণে
হাউই-বাজীর মত উচ্ছল উদ্দীপনায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে তা'—
ঐ ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুদীপনায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উর্জ্জনী অনুধাবনায় ;
সাধু-সুন্দর বিক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
যা' অশিষ্ট
যা' ব্যতিক্রমদুষ্ট
সব কিছুকে ছারখার ক'রে দাও ;
সাত্বত সৌন্দর্য্যকে
উচ্ছল ও উজ্জ্বল ক'রে ধর,
সঞ্চারণার সন্দীপ্ত
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে
প্রতি অন্তঃকরণে
প্রবিষ্ট হ'য়ে ওঠ ;
ঐ উর্জ্জনার দ্যুতি-বিভবে
কৃতী ক'রে তোল সবাইকে,
শিষ্ট ক'রে তোল সবাইকে,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনায়
সব যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল সৌন্দর্য্যে
শুভপ্রসু ক'রে তোল,—
তোমার জীবনের সৌন্দর্য্য তো সেখানেই ;
তোমার জীবনের বিভূতি
যত জীবনে-জীবনে প্রদীপ্ত হ'য়ে
পরাক্রমী সঙ্গতিশীল দ্যোতন-দ্যোতনায়

হৃদয়ে-হৃদয়ে বাঁধন সৃষ্টি ক'রে
যখন এক বিভিন্ন মূর্ত্তিতে
বহুধা-উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
ঐ একই সঙ্গীতির তাল-মান-লয়ে
বিভায়িত হ'য়ে,—
সেইতো বিভব,
সেই তো ব্যক্তিত্বের শুভ সঙ্গীত,
যা' সৃজনধারার মত
উৎসর্জ্জনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
সলীল গতিতে
সৌন্দর্য্যবাহী বিক্রম-বিভূতির সহিত
কৃতি-গর্জ্জনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
বিভূতি-মণ্ডিত ক'রে তোলে ;
স্বস্তি-চর্য্যা,
প্রীতি-বাঁধন,
প্রীতি-সন্দীপনা
শ্রম-সুখ-প্রিয়তার উদ্দাম নৃত্য
সমাধানের সম্বৃদ্ধ সৌকর্য্যে
উৎফুল্ল হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে যখন
অমনতরই উদ্দাম ক'রে তোলে—
স্থির চঞ্চলতায়,
বিভূতি-বিভবের ভিতর-দিয়ে,
তখনই তা'
অস্তিত্বকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
সুঠাম মন্ত্রণায়
নিয়ন্ত্রিত করে—
তৃপণ-দীপ্তিতে
অমৃত বাণী,

অমৃত পরিচর্য্যা
ও অমৃত সোহাগে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ;
মানুষ যেন সব যা'-কিছুকে
ভালবাসতে শেখে—
সৎ-সন্দীপনী কৃতার্থতার উদ্দাম নর্ত্তনে,
ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের
লীলা তো সেখানেই—
যা' সুন্দর
যা' রসবিভূতি-মণ্ডিত,
প্রীতি-সোহাগ-প্রদীপ্ত ;
তাই বলি—
ব'সে থেকো না,
ঘুমিও না,
হতাশ হ'য়ো না ;
সেই কথাই ব'লতে ইচ্ছে করে,
বল—
অন্তঃকরণে তাঁর দিকে নজর রেখে বল—
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত !"
আর, শ্রেয়নিদেশ-পরিচর্য্যায়
সেগুলিকে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
তুমি সুখী হও,
আর, তোমারই ঐ সুখে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
যা'-কিছু সব—
সার্থকতার পরম বিভূতি নিয়ে । ৮৫ ।

বিদ্যমানতাকে জান,
বিদ্যাবিশারদ হও—

বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
বাস্তব অনুচলনে ;
আর, এই হ'চ্ছে
সমীচীন সাত্বত আরাধনার
জীবনীয় দাঁড়া। ৮৬।

আরাধনা
অনুশীলন-পরিচর্য্যায়
স্বভাব-সঙ্গতিলাভ
যখনই ক'রে থাকে—
চারিত্রিক বিন্যাসে,
তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ আরাধনার সিদ্ধিও তাই। ৮৭।

চিত্তের একাগ্র-চলনই সমাধি,
সমাহিত চিত্তই
অর্থ বা তাৎপর্য্য-অনুভবে সমর্থ,
অহরহ সুগুরু-উপাসনা
ও তাঁ'রই নিদেশ-অনুশীলন
বোধিবিকাশের পরম পন্থা। ৮৮।

যে-উপাসনাই কর না তুমি,
নিষ্ঠা-উচ্ছল অনুনয়নে
তা'র গুণ ও ক্রিয়াকে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
যদি আয়ত্ত ক'রতে না পার—
শ্রদ্ধানিরত ওজোদীপনায়,—

তোমার উপাসনা কিন্তু
কৃতিদীপ্ত নয় তখনও। ৮৯।

ভাব-বিহ্বল মুগ্ধ অন্তঃকরণে
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে
তাঁকে স্মরণ কর,
তাঁর দিকে তাকাও,
তাঁর উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলুক,
আর, সব উপাসনাই
সংন্যস্ত হো'ক তাঁতেই,—
কিছুতেই বিফল বিযোজনায়
ব্যর্থ হবে না। ৯০।

যে-কোন বিষয় বা ব্যক্তিত্বের
উপাসনা বা আরাধনা
কর না কেন,
সেই বিষয়, ব্যাপার বা ব্যক্তিত্বের
চরিত্রগত গুণাবলীর
এমনভাবে অনুশীলন ক'রবে—
নিখুঁত চলনচর্য্যায় লক্ষ্য রেখে,
—যা'তে তোমার ব্যক্তিত্ব
মায় চরিত্র
ঐভাবে সংসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ সেই গুণ, আচার, বাক্য,
ব্যবহার, আচরণ, বোধনা ইত্যাদি
তোমাতে স্বতঃ-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
ব'র্ত্তে ওঠে,

অর্থাৎ তোমাতে অচ্ছেদ্যভাবে
সেগুলি গেঁথে যায়,
থাকে,
আর, এই গেঁথে যাওয়াটাই হ'চ্ছে—
প্রাপ্তি ;
আর, আরাধনায় যতক্ষণ তুমি
তোমাতে সেগুলি
অর্থাৎ ঐ গুণাবলী
বর্ত্তাতে না পারছ—
বাক্যে, ব্যবহারে, চালচলনে,
আচার-নিয়ম-পদ্ধতিতে
সব দিক্-দিয়ে,—
আরাধনায় সিদ্ধকাম
হ'লে না কিন্তু তখনও। ৯১।

তুমি কূটস্থ হও,
কেন্দ্রায়িত হও—
ইষ্টে অন্বিত তৎপরতায়,
দৃঢ়ভাবে যা'-কিছুকে
একায়িত ক'রে,
সুযুক্ত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আর, সব যা'-কিছুকে
অবধান, অনুভব ও উপভোগ কর
অমনি ক'রে—
ঐ মন্ত্রের বিভূতি-বিভব নিয়ে ;
যা' ক'রবার তা' কর—
সাত্বত অভিনিবেশে,
আত্মারাম হ'য়ে ওঠ—ওই পথেই ;
শ্রেয়র হোম-আহুতি তোমাকে
স্বস্তি-অভিষিক্ত ক'রে তুলুক। ৯২।

আত্মারাম হওয়া মানে—
নিজের জীবনগতিকে
রম্য ক্রীড়াশীল ক'রে তোলা,
আর, সে এমনভাবে—
তা' যেন অন্যকেও অমনতর
রম্য গতিশীল ক'রে তোলে
বা তুলতে সাহায্য করে—
একটা সৌষ্ঠব-নন্দনার
মলয়-বিকিরণার ভিতর-দিয়ে ;
তবে তো তুমি আত্মারাম। ৯৩।

অনুভূতি মানে উপযুক্তভাবে হওয়া,
সম্যক্‌ভাবে হওয়া,
এক-কথায়, বাস্তবায়িত হওয়া—
সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ে ;
তোমার সত্তা, চরিত্র ও আচরণের ভিতরে
বিন্যাসবিভূতি নিয়ে
যা' বাস্তবভাবে হ'য়ে ওঠেনি—
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত তাৎপর্য্যে,—
তা' অনেক কিছু হ'তে পারে,
অনুভূতি হয়নি,
উপযুক্ত বিন্যাসে
বিশেষভাবে হ'য়ে ওঠেনি তোমাতে,
এক-কথায়, তোমার ব্যক্তিত্বে
বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠেনি তা' ;
তাই,অনুভূতি মানে
সমীচীনভাবে হওয়া,
উপযুক্তভাবে হওয়া,
সত্তায় বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠা। ৯৪।

যা' হ'তে চাও—
সলীল তর্‌তরে আগ্রহ নিয়ে
তা'কে ধর,
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
বিহিতভাবে তা' কর,
এই করায় যতই সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
যোগ্যতারও অধিকারী হবে তুমি,
আর, হওয়াও ফুটে উঠবে
তোমার ব্যক্তিত্বে—
স্বতঃ-উৎসারণা নিয়ে ;
আর, তুমি যদি হ'তে পার—
তোমার হওয়ার পদ্ধতি
চারিয়ে গিয়ে
অনেককে ঐ হওয়ায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলবে,
আশান্বিত ক'রে তুলবে। ৯৫।

যা'রা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রবার
দুর্ব্বার আগ্রহ-উন্মাদনায়
তা'তে নিয়োজিত হয়,—
তা'দের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
দুষ্করই হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু অদম্য আগ্রহমুগ্ধ হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টানুরতি নিয়ে যা'রা চলে—
তা'দের ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াসলব্ধ
হ'য়েই ওঠে প্রায়শঃ,
যেমন, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার
আগ্রহ নিয়ে
যা'রা পড়ে বা করে—

তা'দের পক্ষে তা' দুঃসাধ্যই হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু পড়া বা করার
বিলাস-নেশায় যা'রা চলে—
নিষ্পন্ন করা তো তা'দের হয়ই,
আরো তা'রা
উত্তম কৃতিত্বের সহিত
জ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে চ'লতে থাকে ।৯৬।

যা' তোমার জীবনীয়—
তা'র দ্বারা আপূরিত হও,
আপূরিত হ'য়ে থাক,
আপূরিত হ'য়ে চল,
তা'ইতো পূরক ;
যা' তোমার জীবনীয় নয়—
তা'কে বাদ দাও,
ছেড়ে দাও,
আর, তা'ইতো রেচক,
নজর রেখো—
সে তোমাকে
আক্রমণ ক'রতে না পারে ;
যা'তে তুমি বিনিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে
রাগদীপ্ত হ'য়ে থাকবে—
তা'তেই তুমি নিবিষ্ট থাক,
আর, ঐ নিবিষ্ট থাকাটাই কুম্ভক ;
জীবনে এমনি ক'রে চ'লে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতরে
চর্য্যামুখর তাৎপর্য্যে
তা' সঞ্চারিত কর,
দেখবে—
তোমার প্রাণন-সম্বেগ

প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
যথানিয়মে
বিধৃত হ'য়ে চ'লেছে,
তুমি পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তা'ইতো প্রাণায়াম। ৯৭।

যা' ক'রবে
তা' সেধে চল—
সমীচীন নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে,
ঐ নিষ্পাদনী তাৎপর্য্য
যখনই তোমার ভিতর
সার্থক হ'য়ে উঠবে,—
তোমার উৎসর্জ্জনী অভিদীপনাও
তেমনতরই তোমাকে
সম্বৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে—
অনুপাতিক কৃতিসন্দীপনায় ;
তাই, চাই—
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ,
কৃতিদীপ্ত সেবা-তৎপরতা,
বোধদীপ্ত বোধি,
আর, তদনুপাতিক অনুচলন,
ঐ সাধনা—
ঐ কৃতি-তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
নিষ্পাদনী সার্থকতা,
আর, ঐ সার্থকতা যেমনতর—
সম্বর্দ্ধনাও হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
সময় ও সুযোগকেও
আমন্ত্রণ ক'রতে থাকবে—
তেমনি তৎপরতায়। ৯৮।

সাধনা মানে সেধে নেওয়া—
নিষ্পাদন করা,
তা' কৃতি-বিনায়নার ভিতর-দিয়েই
ক'রতে হয় ;
কৃতি-বিনায়িত না হ'য়ে
তেমনতরভাবে না ক'রে
তুমি সাধনায়
সিদ্ধি লাভ ক'রতে চাও,
তা'র মানেই—
বাইরে ভড়ং দেখিয়ে
ধাপ্পাবাজীর মতলব নিয়ে চলাই
তোমার অভিপ্রায়,—
যা'তে তোমাকে দেখে
লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে
এবং স্বার্থলুব্ধ অনুনয়নে
নিজেকে কেউকেটা ক'রে
তা'দের বিভ্রান্ত ক'রে
তোমার আয়-উপার্জ্জনের
একটা পন্থা হ'তে পারে ;
এই সব গবেষণা ছেড়ে দিয়ে
শ্রমবিভোর বিহিত
কৃতিরঞ্জনার অনুনয়নে
যেমন ক'রে যেটা হয়,—
তেমন ক'রে তুমি তা' যদি না কর,
তাহ'লে কি হওয়ার আবদার করা
একটা ভণ্ডামি নয়কো ?
দেখ,
বেশ ক'রে ঘেঁটেঘুটে দেখ,
বোঝ—
কেমনতর সঙ্গতিতে কী হয়,
সম্মিলনই বা কোথায়,

অসম্মিলনই বা কোথায়,
সম্মিলন ক'রতে হ'লে
তা'কে কেমন ক'রে বিন্যস্ত ক'রবে,
অসম্মিলন হ'লে তা'কে
কেমন ক'রে বিন্যস্ত ক'রে
সম্মিলনের পথে নিয়ে আসবে,
এগুলি বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
শ্রম-আমোদের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নিষ্পাদন কর ;
আর, নিষ্পাদন যদি
বাস্তবে শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
তাহ'লে হওয়ার খোশনামি গেয়ে
তোমাকে আর বেড়াতে হবে না,
ঐ হওয়াটাই
তোমার খোশনামি গাইবে ;
আর, এমনতর ক'রে যিনি হন
তিনিই প্রভু হন,
আর, প্রভুই
বিভুর আশিস্-উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ;
ফাঁকি দিও না নিজেকে,
অন্যকেও ফাঁকি দিও না,
সবাইকে কৃতি-উচ্ছল ক'রে তোল,
সম্বর্দ্ধনায় সচ্ছল ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও হ'য়ে ওঠ ;
আশীর্ব্বাদ মানেই অনুশাসনবাদ,—
যে অনুশাসন-অনুযায়ী চ'ললে
ক'রলে
যা' তোমার
অন্তর-অনুধায়নের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—

বাস্তব বিনায়নে,
তাইতো, না আর কী! ৯৯।

নানা জাতীয় ধর্ম্মচর্য্যার ফেরে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না,
আচার্য্যই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম
হ'য়ে উঠুন,
তাঁ'রই অনুশাসন ও অনুচর্য্যা-অনুশীলনে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর,
ঈশ্বর-লাভের এই-ই নিরালা পথ। ১০০।

তোমার সিংহাসন হো'ক
ভগবৎ-ধৃতি,
আর, তদনুগ কৃতিচর্য্যাই
তোমার পরিকর হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্ববিভা
উৎফুল্ল ক'রে তুলুক সবাইকে—
শুভসন্দীপী তৎপরতায়,
সঙ্গে-সঙ্গে
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমিও। ১০১।

ছত্রিশ কোটি দেবতাকে
পূজা কর না কেন,
ছত্রিশ কেন, অসংখ্য-কোটি
দেবতাকে পূজা কর না কেন,
কোন ক্ষতি নাই ;
ইষ্টার্থ-একায়নে
যদি প্রত্যেকটি দেবতার

গুণ ও দক্ষতাগুলির বিকাশকে
অনুশীলনে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার চরিত্রে বিনায়িত
ও বিকশিত ক'রে তুলতে না পার,—
তোমার সব বৃথা ;
তাই, জাগ,
জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টে আত্মবিনায়ন ক'রে। ১০২।

তুমি যত দেবতাই
পূজা কর না কেন—
যদি প্রত্যেক দেবতাকে
তোমার ইষ্টের ভিতর না দেখতে পার,
আর, তোমার ইষ্টকে
যদি প্রত্যেক দেবতায়
না দেখতে পার,
অর্থাৎ তোমার ইষ্টের
কথায়, ব্যবহারে, চাউনিতে
যদি তাঁদের বিকাশ না দেখ,
আর, শ্রদ্ধাভিষিক্ত হ'য়ে
সেইগুলিকে যদি তোমার চরিত্রে
ফুটিয়ে তুলতে না পার—
বিনায়নী সংগতিশীল সার্থকতায়,—
তবে তোমার পূজা বন্ধ্যা। ১০৩।

শুধু উপদেশ শুনলেই
বিশেষ কোন লাভ হবে না কিন্তু,
সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-দীপ্ত

ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
অনুশীলন ক'রতে হবে তা',
এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
উপনীত হ'তে হবে—
নিষ্পন্নতায়
যোগ্যতা আহরণ ক'রতে ক'রতে,
তবেই হওয়া বা পাওয়াকে
আয়ত্ত ক'রতে পারবে ;
নয়তো বাগ্‌ধ্বনি
আবহাওয়াতেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। ১০৪।

শুধুমাত্র উপদেশ শুনলেই
হবে না কিন্তু,
অনুশীলন ক'রতে হবে তা',
সার্থক সঙ্গতিতে উপনীত হ'য়ে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'তে হবে,
তবে তো তা' আয়ত্তে আসবে ;
আর, যা'-কিছুই কর না,
আগ্রহদীপ্ত সুকেন্দ্রিক
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুরই
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হবে,
নয়তো, বজ্র-আঁটুনিও
ফ'স্‌কে যাবে। ১০৫।

শুধু আলোচনা নিয়েই যদি থাক—
অনুশীলনাকে অগ্রাহ্য ক'রে,
ঐ আলোচনা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে না

তোমার ব্যক্তিত্বে—
দ্যুতি-তর্পণার সহিত,
যা'র ফলে,
তোমার জীয়ন্ত আলোচনা
তৎপর অনুশীলনার দ্যুতি নিয়ে
মানুষকে সক্রিয় তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
এক-কথায়,
করার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিয়ে
বোধিদীপনাকে উস্কে তুলে
দুইয়ের সামঞ্জস্যে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলা
হ'য়ে উঠবে কমই। ১০৬।

তিরস্কারে তর্পিত থেকে
বিহিত আত্মনিয়মনে
সংস্কৃত হও ;
—পুরস্কারের পথ এমনই। ১০৭।

যদি তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা
ও অপমান সহ্য ক'রে
হৃদ্য পরিচর্য্যাশীল থাকতে পার—
আচার্য্যনিদেশ-বাহিতায় অনুপ্রাণিত থেকে,
বোধায়নী প্রশ্নের ভিতর-দিয়ে
বা যা' বোঝ—
উপযুক্ত অনুশীলনে
তা'র তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
যদি যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পার,

আর, সবার উপরে
নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তরতায়
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত থেকে
আচার্য্য-পরিচর্য্যা-তৎপর থাকতে পার—
সমস্ত স'য়ে-ব'য়ে,
সর্ব্বরকমে ইষ্টার্থসেবী হ'য়ে,—
তবেই ইষ্ট বা শ্রেয়-সান্নিধ্যে থাকার
উপযুক্ত তুমি,
অদৃষ্ট তোমার ভজনদীপ্ত তাৎপর্য্যে
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলবে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সন্দেহ নেই ;
নতুবা, ভক্তির অছিলায়
ভাক্ত হ'য়েই দিন গুজরাতে হবে। ১০৮।

প্রেষ্ঠের বিরক্তি, দুর্ব্ব্যবহার, কটূক্তি,
তাচ্ছিল্য,
প্রীতি-অবদান-স্বরূপ
তাঁর তরফ থেকে
তোমায় কিছু না দেওয়া
বা যা'ই হো'ক না কেন,
তোমার জীবন-আগ্রহ
যদি ওসব সত্ত্বেও
তাঁর পরিচর্য্যা
ও পোষণ-পালনী অনুরাগ হ'তে
সক্রিয়ভাবে
কিছুতেই বিরত না হয়,
তাঁর প্রতি তোমার অকাট্য অন্তরাস
অবাধ্য অনুনয়নে
অনুরাগদীপ্ত না হ'য়েই পারে না,—

বুঝো—
তোমার অভিমান নিরস্ত হ'য়ে
তাঁ'র মান, ওজন ও প্রয়োজন
তোমার কাছে
অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে,
আর, এই অপরিহার্য্য অনুবেদনা
সব দিক দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমাকে তাঁ'র শরীর, মন ও সত্তাস্বার্থে
স্বার্থান্বিত ক'রে তুলেছে ;
তাঁ'র জীবন-মন্দিরে
তুমি হ'চ্ছ নিরভিমান পূজারী,
উচ্ছল রাগ তোমাকে
ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত না ক'রেই
পারবে না। ১০৯।

যে-ব্যক্তিত্বের প্রভাব-অনুসেবনায়
প্রীতি-উদ্দীপনার সহিত
তাড়ন, পীড়ন ও শাসনে
সংহতিদীপ্ত ভাববিকাশগুলি
তোমাতে বিন্যাস লাভ ক'রে
যে বিহিত ক্রমে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
ভক্তি, জ্ঞান ও প্রীতির
সার্থক সমভিব্যাহারী উৎসেচনায়,—
যা'র ফলে, চরিত্রতে
ব্যক্তিত্বের রেখা
শুভসন্দীপী হ'য়ে
কৃতির দ্বৈপায়ন-তাৎপর্য্যে
তোমাকে

বিহিত জীবনের অধিকারী ক'রে তোলে,
বিহিত বোধ
ও বিহিত ক্রমের
অধিকারী ক'রে তোলে,—
যা'র-ফলে,
আচার্য্যদীপ্ত শুভ-অঞ্জলি
তোমার ব্যক্তিত্বে
সৌষ্ঠবসন্দীপ্ত হ'য়ে
অনুরঞ্জী তাৎপর্য্যে
রাগরঞ্জিত বিভায়
তোমার মানসদীপনাকে
উচ্ছল ক'রে
পরিবেশে
পরিবেশন ক'রে চ'লতে থাকে,—
সেই-ব্যক্তিত্বই তোমার
অধ্যাত্ম-উজ্জ্বলা অধিকৃতি,
মানসদীপনী ভাবানুভূতি,
সেটা
যা'তে যেমনভাবে
উচ্ছল দীপনায়
সহজ হ'য়ে উঠেছে—
সে মানুষও তেমনি ;
তাই, গুরু চিরদিনই দেবোজ্জ্বল—
উচ্ছল দীপ্তির আলোকবিভা,—
যা'
জ্ঞান ও প্রীতির ভিতর-দিয়ে
বিহিত উচ্ছলায়
উজ্জ্বল তর্পণায়
বিদীপ্ত হ'য়ে
শিষ্যকে
বিহিত শাসনে বিনায়িত ক'রে

কৃতি-উচ্ছলায় উৎসর্জ্জিত ক'রে
জীবনের ধৃতি-সন্দীপনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকে ;
তাই, গুরুই শিষ্যের শিষ্ট সাধনা,
অস্খলিত পূজার আরতি,
নন্দনার বিধায়িত
ধী-উৎসর্জ্জনা,
বোধের বিহিত ব্যাকরণ,
অস্তিত্বের বিনায়নী তাৎপর্য্য ;
গুরু যদি ক'রতেই হয়—
একনিষ্ঠ তাৎপর্য্য নিয়ে
ক্রমদীপালী উৎসর্জ্জনায়
তাঁকে যদি অনুসরণ না কর,—
বিকৃতির বিধ্বস্তি-বিকার
তোমাকে
বিকৃত ক'রে তো তুলবেই ।· ১১০ ।

নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখ—
কতখানি তাড়ন-পীড়ন-ভৎ'সনা—
অপমান ইত্যাদিকে
সহ্য ক'রে
রাগদীপ্ত স্মিত তৎপরতায়
তোমার ধৃতি-সম্বেদনাকে
স্থির ও সংহত রেখে
বিহিত মনোযোগের সহিত
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
পরিচর্য্যা ক'রতে পার—
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল চলনে ;
একটুও ন'ড়বে না,
একটুও বিক্ষুব্ধ হবে না ;

আরো দেখো—
তুমি যে-কাজ ক'রছ
যা'তে চ'লছ—
বোধসন্দিত সন্দীপনা নিয়ে,
নিবিষ্ট অনুনয়নে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
ও অপমান সত্ত্বেও
যেন তুমি
শিষ্ট ও স্বস্থ হ'য়ে
সেগুলির
বিহিত পরিচর্য্যা ক'রতে পার ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
বুঝে নিও—
তোমার জীবন-দাঁড়ার
পরাক্রমী ঊর্জ্জনা—
কতদূর !
কতখানি গভীর !
বা কতখানি সঙ্কীর্ণ !
এই বুঝে নিয়ে
তুমি তা'কে
বাড়াতে চেষ্টা কর—
আরো উচ্ছল উদ্দীপনায়—
ঐ সেগুলিতে তৎপর হ'য়ে
লাগোয়া থেকে,—
যা'তে তা' উদ্‌যাপন ক'রতে পার ;
এমনতরই
নিরখ-পরখের ভিতর-দিয়ে
তোমার জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,—
সুকৌশলী শক্ত তাৎপর্য্য নিয়ে ;

এমনি ক'রে এগিয়ে যাও,
কেবল এগিয়ে যাও—
ব্যতিক্রমশূন্য উদ্দীপনায়—
ইষ্টনিষ্ঠার হোম-আহবে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে,
আশিস্
অনুশাসন-সন্দীপনায়
তোমাকে সুসংহত ক'রে
শিষ্ট পরাক্রমে
অস্খলিত উদ্দীপনায়
ঐশ্বর্য্যবান ক'রে রাখুক,
আবার, অন্যকেও শিখিয়ে তোল—
অমনতর হ'য়ে চ'লতে,—
যা'তে তা'রাও
অমনতর অস্খলিত হ'য়ে
চ'লতে পারে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার সঞ্চারণা,
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
তোমার আশিস্-উদ্দীপনী
জীবনীয় প্রতিফলন—
বোধবিহিত ঊর্জ্জনা নিয়ে ;
ঐগুলিই কিন্তু
জীবন-সাধনার সিদ্ধার্থযোগ। ১১১।

যদি অভিমানের মাথা কেটে
তা'র উপর দাঁড়াতে পার,
তবে এস,—
পারগতায় প্রচুর হ'য়ে উঠবে ;
মহাত্মা কবীরও এমনতরই ব'লেছেন। ১১২।

উজ্জী নিষ্ঠা নাই,
উজ্জী কর্ম্ম নাই,
উজ্জী পারস্পরিক সংহতি নাই—
এ দিয়ে নিজেদেরই অমৃতত্বের
অধিকারী করা যায় না,
দুনিয়াকে তো দূরের কথা। ১১৩।

তোমরা ইষ্টানুগ চলনে
সাত্বত শ্রেয়পন্থী হও,
নিষ্ঠায় অটুট হও,
চিন্তা ও সংকল্পে অমোঘ দূরদর্শী হও,
বোধ ও বিজ্ঞানে সঙ্গীতিশীল সূক্ষ্মদর্শী হও,
বিদ্যায় বাস্তব আচরণশীল হও,
কর্ম্মে তীব্র নিপুণ হও,
ব্যক্তিত্বে সৌম্য হও,
বিক্রমে বিশাল হয়ে ওঠ। ১১৪।

দুধে-জলে মিশিয়ে দিলে
হাঁস যেমন
জল ফেলে রেখে
দুধটুকুই খেয়ে থাকে,
ঐই তা'র স্বভাব,
তুমিও তেমনি শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
দুনিয়ার যা'-কিছু থেকে
শ্রেয় যা'
শুভ যা'
সেইগুলি সংগ্রহ কর,
আর, শ্রেয়-সঙ্গতিতে
সেগুলিকে

সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন ক'রে তোল—
সুক্রিয় বোধ-অনুদীপনা নিয়ে ;
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত কর অমনি ক'রে,
যোগ্যতায় অঢেল হ'য়ে পড়,
তোমার সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি
পরম-উৎসারণায়
ঐ হাঁস বা হংসের মত হ'য়ে উঠুক,
তুমি পরমহংস হ'য়ে ওঠ। ১১৫।

শ্রেয়-নিদেশ-পরিপালনে
যে কর্ম্ম-নিরতির প্রয়োজন হয়—
তা' ক'রতে গিয়ে,
যা' ক'রলে,
বা যেমন ক'রে চ'ললে,
তা'র সুবিধা, সুযোগ
বা ত্বরিত নিষ্পন্নতায়
সাহায্য হয়—
এমনতর বিবেকী চলন নিয়ে চ'লো,
কিন্তু সে-নিদেশ পালনের
বিচার ক'রতে যেও না। ১১৬।

শ্রেয়-নির্দ্দেশিত ব্যাপার
বিহিত ত্বারিত্যে
সাধু-অনুচলনে
যতই নিষ্পাদন ক'রবে,—
নিষ্পাদনী শক্তি
ততই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
আর, সম্পদও বেড়ে উঠবে তেমনি—

ঐ ব্যাপার যদি
লোক-শোষণার ভিতর-দিয়ে
নির্ব্বাহ না ক'রে
তৃপ্তিপ্রসন্ন অনুপ্রেরণায়
উপযুক্তভাবে নির্ব্বাহ ক'রতে পার ;
এর ব্যতিক্রম যতখানি,
ঢিলে-সম্বেগী হ'য়ে উঠবে তেমনি। ১১৭।

ইষ্টে যা'র আরতি নেই,
সেবানুচর্য্যা নেই,
প্রীতি-প্রবুদ্ধ আত্মনিয়মন নেই,
সন্ধিৎসাপূর্ণ নিদেশবাহিতা
বা অনুশীলন-তৎপরতার অভাব যেখানে,—
তত্ত্বদৃষ্টি যে তা'র তমসাচ্ছন্ন,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুবিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি—
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনায়,—
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয় ;
যে তত্ত্ববেত্তা অমনতর,
তা'র আচার্য্যত্ব
অন্ধ তমসাচ্ছন্নই হ'য়ে থাকে,
আর, তত্ত্ব-দৃষ্টি মানে
তৎ-ত্ব দৃষ্টি,
যিনি
অনুসেবনী আচরণের ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বকে জেনেছেন,—
তিনিই তত্ত্ববেত্তা,
তিনিই আচার্য্য। ১১৮।

যাঁকে তুমি তোমার জীবনের
মুখ্য আশ্রয় ব'লে

অবলম্বন ক'রেছ,
কোন কারণে, এমন-কি
কাউকে ভয় দেখাবার জন্যও
এমন কথা মনে ভেবো না—
বা এমন কথা মুখে এনো না—
যে, বিশেষ ব্যাপারে
তাঁ'র কোনপ্রকার নির্দেশ পেলেও
তা' তুমি অগ্রাহ্য ক'রবে,
তাঁ'র কথা শুনবে না
বা তদনুগ চলনে চ'লবে না,
কাজে অমনতর করা তো দূরের কথা ;
অমনতর যদি ভাব বা বল,
তবে ঠিক জেনো—
কোন দুঃসময়ে পড়লে
ঐ ব্যত্যয়ী কথা
তা' হ'তে তোমাকে বিযুক্ত ক'রে
তোমার নিষ্কৃতির পথ
বা নিষ্কৃতির আবেগকে
সুক্রিয় হ'তে দেবে না ;
নিজের অতটুকু ক্রিয়াও
লহমার জন্য সজাগ হ'য়ে উঠে
তোমাকে দুঃস্থির দিকে
এগিয়েই দিতে থাকবে,
সাবধান ! ১১৯ ।

তোমার শ্রেয় যদি তোমাকে
কিছু ক'রতে বলেন,
তা'র মানে এ নয়কো—
সেটা ক'রে হওয়াতে হবে না ;
ক'রে হওয়ার বা হওয়ানর

দায়িত্ব তোমারই,
ক'রে হইয়ে তুললে যা'—
তোমার যোগ্যতা সম্বর্দ্ধিত হ'ল তা'তেই,
আর, তাই-ই তোমার প্রাপ্তি ;
তাই, যা'ই কর
নিখুঁতভাবে উদ্‌যাপন কর তা',
আর, ঐ কৃতকার্য্যতাকে অর্ঘ্য ক'রে নিয়ে
তাঁ'র বন্দনায়
নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোল,
ঐ কৃতকার্য্যতার ফল
যা' তাঁ'কে দিয়ে কৃতার্থ হ'লে,
তা'ই তাঁ'র পুণ্য প্রসাদ ;
তুমি শুনলে তোমাকে তিনি
কী ক'রতে ব'ললেন,
অথচ ক'রলে না,
তা'র মানে—
তোমার অন্তঃকরণ নিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
অদূরেই তা'র উত্তর অপেক্ষা ক'রছে—
না-পারার কৈফিয়ত নিয়ে ;
ক'রতে পার তো হবে,
আর, না ক'রতে পার তো হবে না,
হওয়াটা যেমন আশীর্ব্বাদের,
না-হওয়াটা তেমনি
নিষ্ঠুর তোমার কাছে। ১২০।

ভাব মানেই হওয়া
বা হওয়ার আবেগ,
এই ভাবকে
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রতে হ'লেই,
কৃতিচর্য্যায়

শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
বিহিতভাবে
সার্থকতাকে বহন ক'রে
যা'-কিছুর সঙ্গতি আনতে হবে ;
শ্রমপ্রিয় কৃতি-পরিচর্য্যা মানেই হ'চ্ছে—
কথায় আবেগোচ্ছল হ'য়ে
তা'তে সমীচীনভাবে লেগে থাকা,
ও সেগুলিকে অনুশীলনে
বিহিত বিনায়নায়
সুসংবদ্ধ ক'রে
বাস্তব মূর্ত্তিতে নিয়ে আসা ;
তাই,
তোমার অন্তঃস্থ কৃতি-আবেগে
পূজা-সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
নিবিষ্ট বিন্যাসে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে,
তবে তো হবে ?
এমনি কিন্তু সব বিষয়ে ;
ঐ করা বা সাধনাকে বাদ দিয়ে
বা বিদায় দিয়ে
সিদ্ধি ব'লে কিছু আছে—
তা' আমি জানি না ;
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে কর—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের
উচ্ছল অনুরাগ নিয়ে,
আর, মিলিয়ে নিও —
পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীর
তদনুগ তাৎপর্য্যের সাথে—
বিন্যাসাত্মক ধী নিয়ে ;
হাতেকলমে

বিহিতভাবে
ক'রতে পারলে—
তা' হবেই কিন্তু। ১২১।

তোমার আচার্য্যদেব
যা' নিদেশ ক'রেছেন,—
যেমন জায়গায়,
যেমনভাবে তা' ক'রতে হয়
তা' না ক'রে
তাঁকে যদি সমস্ত কিছু
জিজ্ঞাসা কর বা বল—
সেটা কিন্তু তোমার
অন্তর্নিহিত নিষ্ঠাবোধির
একটা দুর্ব্বল অভিযান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তুমি সেটাকে কর, বল, চল,
সেমনি ক'রে
ক'রে—
চ'লে—
যেখানে যেমন ক'রে
যা' ক'রতে হয়,
সেখানে তেমনি ক'রে তা' কর,
তা'তে তোমার অন্তর-উৎসর্জ্জনাই
বেড়ে যাবে,
আর, নিষ্ঠা নিয়ে তা' না ক'রলে
তুমি
ক্রম-অবসাদেই স্তিমিত হবে—
তা'তে সন্দেহ নেই,
সে-বিদ্যা
তুমি লাভ ক'রতে পারবে না,

কৃতী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তা'র ধৃতি হ'য়ে থাকতে পারবে না,
—এটা প্রকৃতির
অন্তঃস্থ অনুবেদনার
স্পন্দনদীপ্ত নিদেশ,
মনে রেখো। ১২২।

তুমি যদি
তোমার প্রেষ্ঠের বা আচার্য্যের
বলা, করা, চলা ও চাওয়াকে
আগ্রহ-উদ্যম নিয়ে
বিহিত ত্বারিত্যে
সমীচীন সার্থক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
আয়ত্ত ক'রে
মূর্ত্ত ক'রতে না পারলে তোমার ব্যক্তিত্বে,
তাঁ'র কৃতিকৌশলগুলিকে
তোমার বোধিতে
ও ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়
কুশল তৎপরতায়
ভরপুর ক'রে তুলতে না পারলে,
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
যদি স্বতঃ হ'য়ে না উঠল তোমাতে,—
তুমি লাখ তাঁ'র সঙ্গ কর না কেন,
তোমার নিজস্ব কিন্তু কিছু হ'ল না ;
আর, সব দিক দিয়ে হওয়াটাই কিন্তু
সিদ্ধি,
আর, সিদ্ধির অর্থই হ'চ্ছেন তিনি—
তাঁ'কে তোমার ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়
আপূরিত ক'রে নেওয়া,
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে

তাঁকে বিশেষিত করে হ'য়ে ওঠা,
তাই, তিনিই সিদ্ধার্থ,
তাই বলি—
বল, কর,
কানায়-কানায় হ'য়ে ওঠ তেমনি,
আর, ঐ হওয়াটা
প্রাপ্তির সবিতৃ-ঐশ্বর্য্যে
তোমাকে আলোকিত ক'রে তুলুক ;
ঐ তো হওয়া,
ঐ তো পাওয়া । ১২৩ ।

ইষ্ট বা আচার্য্য-অভিনিবেশ নিয়ে
আগ্রহশীল অনুরাগের সহিত
তোমার অন্তঃকরণকে মন্থন ক'রে,
অর্থাৎ তোমার চিন্তা, চাহিদা
ও চলনগুলিকে
আলোড়ন-বিলোড়ন ক'রে
সাত্বত সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
উপনীত হ'য়ে,
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টনিষ্ঠ, উদ্যমী, আগ্রহান্বিত
কৃতিচলনশীল হ'য়ে ওঠ—
নিদেশবাহিতার ঐশ্বর্য্যকে
আহরণ ক'রে,
নিষ্পাদনী উদাত্ত আগ্রহকে
নৈবেদ্য ক'রে অচ্যুতভাবে ;
এইটুকু হ'তে যতখানি বিলম্ব,
ব্যক্তিত্বের কৃতিসন্দীপনার
চারিত্রিক বিভব নিয়ে

উৎসারণ-আরম্ভে
বিলম্বও ততখানি ;
আর, ঐ প্রবৃত্তি যখন তোমার প্রকৃতিকে
উদ্যুক্ত উদ্যমে
উচ্ছল ক'রে তুলতে থাকবে,—
তোমার তাপস কৃতিসন্দীপনাও
সাধু মহিমায়
নিষ্পাদনমুখর হ'য়ে
বিভূতিপ্রভাব বিকিরণ ক'রতে থাকবে
তখন থেকেই—
চ্যুতিহীন তৎপরতায়,
সিদ্ধি ততই
সার্থকতা লাভ ক'রতে থাকবে। ১২৪।

শ্রেয়-নিদেশ শিরোধার্য্য কর,
বেশ ক'রে মাথায় নাও—
দায়িত্বদীপ্ত অন্তঃকরণে,
পারবে না—ভেবো না,
আবেগ-আগ্রহের সহিত
তোমার পারগতাকে
সজাগ ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
পারবেই,
পারতেই হবে—
এমনতর সঙ্কল্প নিয়ে লেগে যাও,
পা এগিয়ে চল—
পারার ফন্দী আঁটতে-আঁটতে,
ঐ ক'রতে গিয়ে
তোমার স্বার্থলোলুপ ফন্দীবাজিকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
ভিড়োও না সেদিকে,

তাঁর প্রয়োজনের আগেই
সুপরিচর্য্যী দক্ষ-অনুচলনে
তাঁর প্রয়োজনীয় যা'
সেগুলিকে সংগ্রহ কর,
সমাধান ক'রে ফেল,
তাঁর নিদেশ-পূরণাকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে নাও একান্তভাবে,
আর, অমনতর চলনেই চ'লতে থাক—
সত্তা-সংরক্ষী সন্ধিৎসা নিয়ে,
দেখবে যোগ্যতায় সুন্দর হ'য়ে
দক্ষকুশল তৎপরতা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর অজচ্ছল ভাগ্যের
অধিকারী ক'রে তুলছে ;
আর, ওর খাঁকতি যেখানে
যেমনতর যতটুকু হবে,—
ওই খাঁকতির বাড়তি-চলন
তোমাকে তেমনতরই
অপটু ক'রে তুলতে থাকবে,
সাবধান থাক,
ঐ চলনে চল,
হাতেকলমে দেখ—
কী হয়। ১২৫।

প্রবৃত্তির খোঁচগুলিকে ভেঙে ফেল,
তাঁরই শ্রদ্ধায় অনুরঞ্জিত হও,
মান-অপমানের খতিয়ানে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ,
প্রতিটি ইঙ্গিত,

প্রতিটি অনুচর্য্যা
সবার ভিতর যেন তাঁ'রই সেবা করে,
শুভ-সুন্দর হ'য়ে উঠবে। ১২৬।

আত্মম্ভরিতাকে উড়িয়ে দিয়ে
ইষ্টম্ভরিতায় যত
আত্মনিয়োগ ক'রবে,—
আগ্রহ-প্রদীপ্ত অনুচলনও
ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠবে তেমনি,
বোধিও বিকাশ লাভ ক'রতে থাকবে
তেমনতরই ;
তাই, চাই অচ্যুত একমনা
আত্মনিয়মন
ও সেবাসন্দীপী কর্ম্মানুচর্য্যা। ১২৭।

লাখ অপমান-অপঘাত
আসুক না কেন—
কেউ যেন তোমার শ্রেয়-সংস্রব
ছিন্ন না ক'রতে পারে,
ঐ রকম আগ্রহদীপ্ত অনুচলনই
আত্মনিয়ন্ত্রণের পাথেয় ;
আঘাত-অপঘাত যত সহজে
তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারে,—
তোমার ব্যক্তিত্বের যোগ-দৃঢ়তাও
তত শ্লথ কিন্তু। ১২৮।

দ্বন্দ্ব ও বৈরিভাব যা'-কিছু আছে,
সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দাও—

অসৎকে এড়িয়ে,
নিরোধ ক'রে,
সাত্বত চলনে চল,
হামবড়াই ছেড়ে
হৃদ্য অনুবেদনায়
সবাইকে বলও তা'ই ;
এমনি ক'রেই তোমার শ্রেয়-অভিযানকে
কল্যাণমণ্ডিত ক'রে চ'লতে থাক ;
কল্যাণ কলস্রোতা ঐ পথেই। ১২৯ ।

তুমি মানুষ,
মানুষের সাথে
তোমার কোন দ্বন্দ্ব নেইকো,
যে-কেউই হো'ক না কেন,
সে তোমারই একটা অন্য অবস্থিতি ;
জীবন নিস্তব্ধ নয়কো,
দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, জরা, মৃত্যু—
এর সাথে লড়াই ক'রে
জয় লাভ কর,
তবে তো প্রকৃতিজয়ের সম্ভাবনা
তোমাতে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
অসৎ-নিরোধ ক'রে
এমনতরভাবেই
তোমার সত্তার প্রতিষ্ঠা কর—
অমরণ-অভিসারে ;
ধন্য হও তুমি,
ধন্য হো'ক সবাই। ১৩০ ।

অন্যের নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপে
মুষড়ে প'ড়ো না,

অবসন্নও হ'য়ো না—
যে-অবসাদ
প্রায়শঃ অনেকেরই হ'য়ে থাকে ;
নিজের কৃতিচর্য্যায় বিমুখ হ'য়ে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না,
সৎ-সন্দীপী হও,
শুভ-সন্দীপনায় উচ্ছল উদ্যমী হ'য়ে চল—
নিষ্ঠাকে নিজের দাঁড়া ক'রে নিয়ে,
উৎসাহ-উৎফুল্ল অনুপ্রাণনায়
অটুট উচ্ছল উন্মাদনার সহিত ;
ঐ নিন্দা, ব্যংগ বা বিদ্রূপ হ'তে
তুমি বুঝে নিও—
তোমাকে কী ক'রতে হবে,
কতখানি উৎসাহ-নন্দিত
কৃতিচলন নিয়ে চ'লতে হবে,
সাধু-নিষ্পন্নতায়
তা'কে সম্পাদন ক'রতে হবে,
আর, সে-আবেগকেই
উচ্ছল ক'রে নিয়ে
দৃঢ়-সংকল্পী সমীচীন সন্ধিৎসা
ও কৃতি-পরিচর্য্যায়
তা'র সমাধান ক'রবেই কি ক'রবে—
এমনতর দৃঢ়-নিশ্চয়তায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়াও,
কৃতী হ'য়ে চল,
শুধু মুখে ব'লো না,
বরং কমই ব'লো তা'—
যেটুকু না ব'ললে নয় তা' ছাড়া,
কাজে কর,
নিন্দাই বল,
ব্যঙ্গই বল,
বা বিদ্রূপই বল,

তা'তে কিছুতেই
নিজেকে
অপদস্থ বা অবসন্ন ক'রে তুলো না ;
আর, যদি অসৎ কর্ম্ম ক'রে থাক—
এবং তা'রই করণ-কারণ নিয়ে
যদি কেউ নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ
ক'রে থাকে,—
তুমি নিজে সংশুদ্ধ হ'য়ে
ঐ কর্ম্মানুচলনকে সংশোধিত ক'রে চল,
তোমার চলনা যেন
লোকরুচিকে
সাধু ও সুনন্দিত ক'রে চলে ;
চল তো দেখি—
এমনতর চলনে,
দেখবে—
নিন্দা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ
তোমার সুখ্যাতির আলোক
বিস্তার ক'রে
বিভব-বিনোদনার
বিভূতি-সৌরভে
সপরিবেশ তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তুমি তো তৃপ্ত হবেই,
আর, তৃপ্তি পাবে তা'রা আরো—
যা'রা তোমার ঐ কৃতিচলনের
সাঙ্গোপাঙ্গ হ'য়ে
তোমার সমাধানের সহায় হ'য়ে চ'লেছে—
লাগোয়া তৎপরতায়। ১৩১।

তুমি কেমন—
সেইটেই খতিয়ে দেখো,

খারাপ অপাঙ্‌ক্তেয় যদি কিছু থাকে—
সেগুলির নিরাকরণ কর,
ভুলত্রুটিগুলিকে পরিশুদ্ধিতে
প্রতিষ্ঠা কর,
সমবেদনা-পরায়ণ হও—
অন্যের অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে ;
সুখে থাক। ১৩২।

নিজের অন্যায় বা অন্যায্য যা'—
তা' যদি নগণ্যও হয়,
কিছুতেই ক্ষমা ক'রো না,
সজাগ থেকো,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে নিরাকরণ ক'রো তখনই ;
আর, অন্যের অন্যায়কেও
শুভ-বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
হৃদ্য আপ্যায়নী তৎপরতায়,
উচ্ছল উৎকৃতি নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুনয়নে,—
যা'তে তা' আর তা'তে
বাসা বেঁধে থাকতে না পারে ;
নিজের একটুকু অন্যায় বা অন্যায্যকে
ক্ষমা ক'রলে
তা' পারবে কমই,
কারণ, অমনতর ক্ষমতার আবির্ভাবই
হ'য়ে উঠবে না তোমাতে। ১৩৩।

কতটুকু কিসের জন্য তুমি
ইষ্টার্থ-অনুসেবনা হ'তে
বিরত হও,

সেইটেই হ'চ্ছে মাপকাঠি—
তোমার অন্তরের ইষ্টার্থ-অনুদীপনী আগ্রহ
সক্রিয়ভাবে
সজাগ কতটুকু—। ১৩৪।

নিজের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে—
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
স্বস্তি, স্বধা-সহ শান্তির
স্বতঃ-উর্জ্জনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে থাক। ১৩৫।

মুঁহু, মুঁহু ক'রতে যেও না,
তুঁহু তুঁহু কর,
ভাবও তাই—ভরপুর হ'য়ে,
আর, কাজেও কর—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
অনুচর্য্যী অবদানে। ১৩৬।

তোমাকে সর্ব্বতঃ-সমীচীনভাবে
অস্বীকার কর,
নিজেকে আপনার ভেবো না,
আর, ওর 'পরেই তুমি দাঁড়াও,
দাঁড়িয়ে ইষ্টার্থী, উদ্‌গ্রীব উদ্যম নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত কর—
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠ—
নিজেরই মতন তাঁর স্বার্থ-সন্ধিৎসু
অনুচর্য্যী হ'য়ে,
এই হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে নিজত্ব,
শিক্ষায় দক্ষ হ'য়ে ওঠবার পন্থাই এই। ১৩৭।

অকিঞ্চন হও,
আর, তাঁ'রই শ্রদ্ধানুসেবায়
নিজেকে
সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত কর,
সবই পাবে,
আর, প্রাপ্তির পন্থাই এই। ১৩৮।

আকৃষ্ট ও আক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে
আপূরণী সন্দীপনায়
যেমনতর তাঁকে অনুসরণ ক'রবে,—
তিনিও তেমনি তোমাকে বরণ ক'রবেন। ১৩৯।

তাঁ'র জন্য ব্যাকুল হও—
অকপটভাবে,
আকুল ক'রে তুলুক তোমাকে,
ঐ উৎকণ্ঠ ব্যাকুলতাই
তোমার সব দুষ্ট প্রবৃত্তিকে
পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে। ১৪০।

উদ্দাম আরতি-অনুবেদনা নিয়ে
প্রেয়ের দিকে এগিয়ে যাও—
যোগ্যতার নৈবেদ্য সাজিয়ে
অর্ঘ্য দিতে তাঁকে,—
প্রসাদ তোমাকে
পরিতৃপ্ত ক'রে তুলবে। ১৪১।

প্রীতি নিজেকে দেখতে চায় না,
কিন্তু প্রিয়কে দেখতে চায়,
শুনতে চায়,
ক'রতে চায়—

পালনে, পোষণে, পূরণে,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে তা'র উপভোগ। ১৪২।

পাও তো পথ খুঁজে নাও—
যে-পথে তোমার উৎক্রমণ—
আশ্রয়ের স্তবন-গীতি নিয়ে,—
যা'কে অর্থাৎ যে-আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে
তুমি পথ পেয়েছ। ১৪৩।

প্রেয় তিনি—
যিনি তোমার মূর্ত্ত কল্যাণ,
আচার্য্যও তিনিই,
তাঁ'রই শরণ লও,
ধারণ, পোষণ, পালন কর তাঁ'কেই,
নিজের জীবনের যা'-কিছু দিয়ে
নিরন্তর অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে ওঠ,
ঐ প্রীতি-অনুচর্য্যী আচরণ
তোমাকে বোধদীপ্ত ক'রে তুলবে—
যোগ্যতার যুত আলিঙ্গনে। ১৪৪।

তোমার জীবনে প্রথম ও প্রধান তিনিই
যাঁ'র প্রতিভূ হ'চ্ছেন
আচরণসিদ্ধ আচার্য্য ;
তাঁ'র সেবা-আরতির
যা'-কিছু করণীয়,
যা'তে তিনি পোষণ ও প্রতিষ্ঠায়
উপচয়ী হ'য়ে ওঠেন
সব দিক দিয়ে,

সব রকমের,
সব ভাবের
সুসঙ্গত উন্নতি-তাৎপর্য্যে,
অভিপ্রায়-পূরণী আনন্দ-নন্দনায়,—
তাই-ই তোমার সাধনা। ১৪৫।

যা'রা সৎ-আচার্য্যকে
নিজের ছাঁচে ঢেলে
আপন মতাবলম্বী ক'রে তুলতে চায়,
তা'রা ঠকে,
তা'দের সাত্বত কৃষ্টি
তমসাচ্ছন্নই হ'য়ে থাকে ;
তদনুশীলনা অবজ্ঞা ক'রে
সৎ-নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তা'দের
স্বার্থগৃধ্নু প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়েই চলে,
তাই, তা'রা সৎপন্থী হ'তে পারে না ;
তাই, গীতায় শ্রীভগবান্ ব'লেছেন—
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" ১৪৬।

শ্রদ্ধাকে
সুনিষ্ঠ আগ্রহান্বিত সক্রিয়তায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
সন্ধিৎসার সহিত
আচার্য্য-অভিপ্রায়কে বুঝতে চেষ্টা কর,
এই বোধের সার্থকতা
যতই জীবনে ফ'লবে—
ততই তোমার কর্ম্মদীপনাও
ভ্রান্তিমূল হ'য়ে উঠবে কমই ;

তা' নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তোল
যা' সব দিক দিয়ে
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
আচার্য্যে অর্ঘ্যান্বিত নৈবেদ্যে
সুসজ্জিত হ'য়ে ;
আর, এমনি ক'রেই
তোমার সত্তা
তাঁ'রই নৈবেদ্য হ'য়ে উঠুক। ১৪৭।

যিনি আচার্য্য,
সুকেন্দ্রিক আচরণ-সিদ্ধ যিনি—
সার্থক সঙ্গতির সাম-অনুচলনে,
তাঁ'র প্রতি
অকাট্য আনতি-প্রবণ আগ্রহ নিয়ে
অনুগতিসম্পন্ন হও,
তাঁ'র নৈতিক দেশনাগুলির
অনুশীলন কর,
জীবনে প্রতিপালন কর—
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
আর, এই উজ্জয়ী অনুশীলন
সুসঙ্গতির ত্বরিত বোধদীপনা নিয়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
চারিত্রিক দ্যুতিদীপনায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই তুমি দেবমানব হও—
পাশমুক্ত প্রীতি-উচ্ছল রাগদীপনায়। ১৪৮।

তুমি
যে-কোন সদ্‌গুরু বা সৎ-আচার্য্যের কাছেই
দীক্ষিত হও না কেন,

অপর যে-কোন সৎ-আচার্য্য
বা মহৎ পুরুষের আবির্ভাব
যেখানেই হবে,—
তাঁকেই শ্রদ্ধা ক'রো,
সম্ভব হ'লে
স্বীয় আচার্য্য-নিদেশবাহিতাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে
তাঁর বা তাঁদের অনুচর্য্যা ক'রো,
চর্য্যা-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
আপনারই শ্রেয়জন ক'রে নিও তাঁদের ;
এই বাস্তব সৎ-আচার্য্যকে
অমনতর অনুসরণ ক'রলে দেখবে—
সুসঙ্গত দক্ষতায়
তোমার দীক্ষাও উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে
উচ্ছল দীপালির মতন ;
মনে রেখো—
ভুলে যেও না—
প্রাচীন যুগেও এমনই প্রচলন ছিল ;
তাই ব'লে, নিষ্ঠাকে
ভঙ্গুর ক'রে তুলো না,
দীক্ষাচার্য্যের ভিতর
তাঁদের সমাবেশ দেখতে চেষ্টা ক'রো। ১৪৯।

সদ্‌গুরু বা সদ্‌-আচার্য্যের কাছে
দীক্ষা নিয়ে
তাঁর নিদেশ-মত
যতটুকু পার, না-পার—
ক'রতে লাগলে,
সঙ্গে-সঙ্গে আরো কিছু মন্ত্র
বা দীক্ষার ব্যবস্থা ক'রে

তা'ও ক'রতে লাগলে
ফলে, হ'ল তোমার তপস্যা জারধর্ম্মী ;
কারণ, এই ক'রতে গিয়ে
ঐ যে মিশ্রণ হ'ল—
তা'তে বিক্ষুব্ধ অনুচলন এল,
অনুরাগ দ্বিধাক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল,
যা'র ফলে
তোমার বোধি-অনুচলন
ও বহিরনুচলন
ব্যসন-বিলোলী হ'য়ে
ছন্ন তালে চ'লতে লাগল,
আর, তুমি
অলৌকিকত্বের দোহাই দিয়ে
ঐ সমর্থনায় খাপ খাইয়ে চ'লতে লাগলে,
ফলে কী হ'ল জান ?
তুমি নষ্ট হ'লে,
তোমার ব্যর্থ চলন
বিকৃত অনুশীলনে
বৃথা হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের বিভ্রান্ত ঘূর্ণি নিয়ে
চ'লতে লাগল—
জারধর্ম্মী ব্যত্যয়ী সংস্কৃতি নিয়ে,
—লাভ হ'ল তোমার এই ;
কিন্তু যদি তুমি
ঐ সদ্‌গুরু বা আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিনায়িত ক'রে
তপ-অনুক্রমণায় চ'লতে,—
শ্রেয় লাভ ক'রতে পারতে অনেক ;
একার্থ-সার্থকতায় উৎক্রমণই শ্রেয়,
অপক্রমণ জীবনে অপঘাত সৃষ্টি করে। ১৫০।

আচার্য্যের কাছে
অন্তরকে উলঙ্গ ক'রে ফেল—
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
বিহিতভাবে বৃত্তিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে ফেল,
ব্যক্তিত্বকে সুজ্জিত ক'রে তোল
অমনি ক'রেই,
আর তা' তাঁ'তেই
উৎসর্গ ক'রে দাও,—
স্বস্তির পন্থাই এই। ১৫১।

তোমার প্রিয়পরমে উলঙ্গ-হৃদয় হও,
তদনুগ উমঙ্গ চলনে চল—
অনুশীলন-তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতির অভিসারণী
অনুচর্য্যা নিয়ে,
আনুকূল্যে উদ্দাম হ'য়ে,
তা'র প্রতিকূল যা'
তা'কে বর্জ্জন ক'রে। ১৫২।

তোমার ভিতর
ভালমন্দ যা'ই থাক না কেন,
সবগুলিকে তোমার প্রিয়পরমের
শুভ-অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
তা'দিগকে সুবিনায়িত ক'রে তোল—
সক্রিয় তৎপরতায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গীত নিয়ে ;
আর, এমনতর মিতি-চলনে চলাই
পরমার্থের পরম প্রবর্ত্তনা। ১৫৩।

শ্রদ্ধাকে সু-উৎসারিত ক'রে তোল,
প্রিয়ালিঙ্গন-উদ্যমে
তোমার বিশ্বের যা'-কিছু নিয়ে
তাঁ'রই অনুচর্য্যা-নিরত হও,
শুভ-অনুনয়ন-তৎপর হ'য়ে
তোমার আত্মনিয়মন
অমনতর হ'য়েই চলুক,—
কৃতি-উদ্দীপ্ত যোগ্যতায়
অভিনন্দিত হ'য়ে উঠবে। ১৫৪।

ক্ষুৎ-পিপাসার মত
নিষ্ঠা ও আগ্রহ-পরাকাষ্ঠা
তোমাকে যদি পেয়ে বসে—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়,—
তোমার দীক্ষা
শিক্ষায় সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
দক্ষ উদ্বর্দ্ধনায়
বোধস্ফুরণায়
তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে,
কৃতী না হ'য়েই যে
তুমি পেরে উঠবে না—
ব্যক্তিত্বকে সমীচীন বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে,—
তা'তে কিন্তু সন্দেহ খুবই কম—
স্বাস্থ্য যদি সুস্থ চলনে চলে। ১৫৫।

উৎসর্জ্জনী অবদান-প্রসন্ন
আবাহনী অনুচলনের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—

তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর, সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
আর, সেই আবির্ভাবেই থাকে—
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সংশুদ্ধ
সার্থক বোধবহুল
অভিষিক্ত স্বভাব, চরিত্র,
অনুচলনী অনুদীপনা,
আর, হৃদয়স্পর্শী
প্রীতি-আপ্যায়নী অনুচর্য্যা,
আর, থাকে—
অসৎ-নিরোধী, পরাক্রমী বিজলী রেখা,
ও মধু-সন্দীপী
কুশলকৌশলী অভিদীপনা,
আর, তাঁকে প্রাপ্তির তাৎপর্য্যও
তা'ই। ১৫৬।

যা'রা সক্রিয়ভাবে
অচ্যুত প্রিয়পরম-প্রীতিসম্পন্ন,
প্রিয়-মনোজ্ঞ হওয়াই
যা'দের জীবন-তপ,
তা'রা দুনিয়ার আলো ;
সূর্য্যের দীপ্তি ঢেকে রাখা যায় না,
কিংবা অন্ধকারে প্রদীপের আলোও
হাঁড়ি চাপা দিয়ে রাখে না কেউ,
তাই, তোমরা তাঁকে
সর্ব্বতোভাবে ভালবাস,
আর, তোমাদের চরিত্রের
সেই দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ুক,
আলোকিত হো'ক সবাই,
পুলকিত হো'ক সবাই,

আর, তোমাদের ব্যক্তিত্ব হ'তে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক
তাঁ'রই জয়-গৌরব। ১৫৭।

তোমার সব চাওয়া,
সব না-চাওয়া,
সব পাওয়া,
সব না-পাওয়া
অর্থাৎ, সব প্রয়োজন ছাপিয়ে
যখন তোমার প্রিয়পরম-আচার্য্য-অনুরতি
অক্ষুণ্ণভাবে
তরতরে তৎপরতায় চ'লতে থাকে—
সেবা-সন্দীপনী কৃতি-দীপনায়,
আচার্য্য-প্রয়োজনে,
তখনই তুমি
তাঁ'তে অর্থাৎ ঈশ্বরে, আচার্য্যে
বা প্রিয়পরমে
নিরন্তর হ'য়ে চ'লবার উপযুক্ত হও,
আর, তোমার আত্মবিনায়নও
তদনুগ অনুরতির ভিতর-দিয়ে
বিন্যাস লাভ করে। ১৫৮।

যতক্ষণ তোমার চাহিদা, প্রয়াস,
আরাম ও উপভোগ
সঙ্গতি-সংযোজনায়
তোমার ইষ্টে বা প্রেয়তে
ঐকতানিক অনুকম্পনে
কম্পান্বিত না হ'চ্ছে,—

ততক্ষণ বা ততদিন
তাঁতে তোমার সমীচীন অনুগতিও
সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবে না,
তাঁর চাহিদামাফিক
তুমি সব সময় তাঁর নিয়োজনায়
আসতে পারবে না,
তাঁর চাহিদা ও তোমার সুবিধার
সঙ্গতি হবে না ;
কিন্তু তাঁর স্বার্থ ও সুবিধা
যখন তোমার
স্বার্থ ও সুবিধা হ'য়ে উঠবে—
সহজভাবে,—
তোমার প্রাণন-বেদনা,
আন্তরিক আকূতি,
শারীরিক স্বাস্থ্য,
ও কর্ম্মনিয়োজনাও
স্বাভাবিকভাবে
তাঁরই সঙ্গে ঐকতানিকই হ'য়ে উঠবে
প্রায়শঃ। ১৫৯।

শ্রেয়-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
একদম তাঁকেই তোমার স্বার্থ
ক'রে নাও,
ভাবও তেমনি,
করও ঐ-ই,
চলও ঐ পথে—
তাঁর প্রতিকূল যা'-কিছুকে
বর্জ্জন ক'রে,
অনুকূল যা'-কিছুর
সক্রিয় উদ্দীপনা নিয়ে,

তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম যা'-কিছু
তাঁ'রই উপচয়ী অনুসেবনায়
নিয়োজিত হো'ক,
তাঁ'কেই পরিপালন ক'রে চল—
তাঁ'র প্রতিটি কথা,
প্রতিটি চলন,
প্রতিটি চাহিদা—
সার্থক উপচয়ী সঙ্গতিতে,
একমাত্র তিনিই তোমার জীবনে
সত্য হ'য়ে উঠুন,
তদুপচয়ী পরিচর্য্যাই
তোমার তপস্যা হ'য়ে উঠুক—
বিরুদ্ধ যা'-কিছুর
নিরোধ ও নিরাকরণ-তৎপরতায়,
নিশ্চয় ক'রে ব'লছি—
প্রাপ্তি তোমাকে মহান্ আলিঙ্গনে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে—
সব প্রবৃত্তির মুক্ত-নন্দনায়। ১৬০।

প্রাপ্তি মানেই
আপন ক'রে নেওয়া,
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে নেওয়া,
কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে
ব্যক্তিত্বকে সেই হওয়ায়
রঙ্গিল ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে—
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সর্জ্জনায়,
—আর, এই হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি ;
প্রিয়পরমকে তা'রাই পেয়েছেন,—

যা'দের অমনতর
কৃতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ অনুচলনে চ'লে
নিজ ব্যক্তিত্বকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির অন্বয়ী তৎপরতায়
সত্তাকে
প্রজ্ঞা-পরিস্রাবী বোধানুরঞ্জনায়
রঞ্জিত ক'রে তুলেছে,
আর, এই হ'চ্ছে
প্রাপ্তির বাস্তব রূপ। ১৬১।

তোমার সব চাহিদাগুলি যখন
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরমের
আরাধনামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'কেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত হ'য়ে,—
শ্রেয়-প্রেয় তিনিই যখন
তোমার কাছে ফুটন্ত হ'য়ে থাকেন,—
কী হবে না-হবে
তা'র কোন প্রশ্নই তোমাকে
এলোমেলো ক'রে তুলতে পারে না,—
অভাবই হো'ক, বিভবই হো'ক,
ঐ প্রেয়-উদ্বর্দ্ধনাই
তোমার যা'-কিছু কৃতিচলনের
মুখ্য চর্য্যা হ'য়ে
তোমার জীবনে চলৎশীল,—
এই এমনতর রকমটি,

এই সহজ প্রাণন-দীপনা,
যা' হওয়া না-হওয়া
পাওয়া না-পাওয়া
অভাব-বিভব
সবগুলির সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার জীবনে দেদীপ্যমান—
বোধ-বিনায়িত চারিত্রিক বিকিরণায়,—
এক-কথায়, হওয়া না-হওয়ার
পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্নই
যখন থাকে না,
সব প্রাপ্তি যখন ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে
প্রিয়পরমে—
ব্যক্তিত্বের বিকিরণা নিয়ে,—
তাই-ই তোমার জীবনে প্রাপ্তির
পরম অর্জ্জনা। ১৬২।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
প্রেষ্ঠ যিনি,
ইষ্ট যিনি,
জীবনের মূর্ত্ত কেন্দ্র যিনি,—
তাঁর কাছে কিছু চেও না,
চাওয়ার প্রত্যাশাও রেখো না ;
তোমার না-চাওয়া
সব পাওয়াকে
স্বতঃ-উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
আর, সব পরিচর্য্যার ভিতরেই
ঐ উৎসর্গ-উদ্দীপনাকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখ,
তুমি অকিঞ্চন হ'য়েও
পরম ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,

তাঁর অভিপ্রেত অনুগমনে
তদ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ পথে
অন্তরে-বাহিরে
যা'-কিছু আহরণ কর,—
সব তাঁকে দাও,
তদর্থ-আপূরণী দেওয়ার উদগ্র আগ্রহ
তোমাকে
পরম সার্থকতায়
উচ্ছল, উদ্যুক্ত ও উন্নত ক'রে তুলুক,
ভরপুর হও অমনি ক'রে—
যা'-কিছু তাঁতে অর্পণ ক'রে ;
আর, তাঁতে অর্পণ মানেই হ'চ্ছে—
তাঁতে গমন করা
অর্থাৎ তাঁতে উত্তোলিত করা,
আর, এমনভাবে নিষ্পন্ন করা—
যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তোমার কৃতি-নিষ্পন্নতা,
অর্থাৎ কর্ম্মফল
তাঁতে ;
আর, সব চলনা,
সব কর্ম্ম,
সব চিন্তা
তাঁতে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
তাঁরই অর্থ ও অভিপ্রায়কে
পরিচর্য্যা কর,
নিষ্পাদনে বাস্তব ক'রে তোল—
তাঁরই পোষণ-বর্দ্ধনায় ;
জীবনের খুঁটিনাটি
চাহিদা, প্রয়োজন যা'-কিছু
সবগুলিকে ঐ পথে বিনায়িত ক'রে

একটা প্রাস্ত বোধনার
মূর্ত্ত ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ওঠ—
শ্রদ্ধোষিত ভজন-দীপনার
সৌম্য-উৎসারণায় ;
তাঁ'র তৃপ্তির নির্ঝর
তোমাতে স্বতঃ-বর্ষিত হো'ক,
যদি চাহিদা কিছু থাকে—
তাঁ'কে দেওয়ার ছাড়া,—
তা'ই কিন্তু
তাঁ'র আর তোমার মধ্যে
এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রবে,
যা'তে তোমার ঐ জীবনগতি
ব্যত্যয়ী বিভ্রান্তিতে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে
বহুধা-বিশিলষ্ট ক'রে তুলবে ;
তাই, প্রাণভরে কর,
পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকের ভিতর
তাঁ'কে প্রতিষ্ঠা কর,
আর, সে-প্রতিষ্ঠা
তোমাতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
তাঁ'র জীবন-প্রভাব
তোমার জীবনের কানায়-কানায়
পান কর,
আর, পরিস্ফুরণায়
ঐ প্রভাব
তোমার ভিতর-দিয়ে বিকীর্ণ হো'ক,
তুমি অমৃত-পরিবেশী হ'য়ে ওঠ
দুনিয়ার কাছে। ১৬৩।

যে-ব্রতই নাও না কেন,
তা'র তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে
আচরণ-তৎপরতায়
তা'র নীতিবিধিকেই যদি
কাজের ভিতর-দিয়ে
অনুসরণ না কর,—
সে-ব্রত তোমার ভিতরে
আত্মবিকাশ ক'রবে কমই,
যেমন ক'রে,
যা' হ'য়ে যে-ফল পাওয়া যায়,
তা' হ'তেও পারবে না,
আর, ফল লাভও হবে না তেমনতর ;
আর, ফলপ্রলোভনে
যদি তা' ক'রতে চাও,—
ঐ ফলের লোভই
করায় শৈথিল্য এনে দেবে,
ঐ শৈথিল্যই তদনুগ তাৎপর্য্যে
তোমাকে হ'তে দেবে না,
না হ'লে পাওয়াও ঘটে ওঠা
মুশকিলই কিন্তু ;
তাই, ব্রতে ব্রতী হও,
তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি কর,
উপলব্ধি ক'রে
সেই নীতিবিধির অনুগামী হও—
কাজের ভিতর-দিয়ে,
তা'কে নিষ্পন্ন কর,
তোমার সত্তাটাকে বিনায়িত কর
তেমনি ক'রে ;
এই বিনায়নের ভিতর-দিয়ে হও,
আর, যেখানে হওয়া
প্রাপ্তি আপনিই আসে সেখানে। ১৬৪।

যদি সাহস থাকে,
আর, পারও যদি—
তোমার স্বার্থ-সম্পদ্ যা'-কিছু আছে,
সব বিলিয়ে দাও,
তাঁকেই জীবনের সর্ব্বস্ব ক'রে নাও,
অন্তরে-বাহিরে
তদনুগ চলনেই চল—
তাঁ'রই অভিপ্রায়-আপূরণী চলনা নিয়ে ;
তোমার ঐ প্রীতি-অনুচলন
সব যা'-কিছু বিনায়িত ক'রে
তোমাতে ঐশী-বিকিরণার
সৃষ্টি ক'রেই চ'লবে,
তাই, এই চলন হ'তে
একটুও চ্যুতিলাভ ক'রো না ;
মানুষের আদর্শ তিনিই—
যিনি প্রিয়পরম। ১৬৫ ।

তুমি তাই শুনো'—
যা' তোমার প্রিয়পরম-প্রীতির অনুকূল,
সেই যুক্তি নিও—
যা' তাঁ'র স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার পরিপোষক,
তাই-ই গ্রহণ ক'রো—
যা' দিয়ে তুমি তোমার প্রিয়পরমকে
উপচয়ী আনুকূল্যে
উৎসারিত ক'রে তুলতে পার,
আর, বর্জ্জন ক'রো তা'ই—
নিরোধ ক'রো তা'ই—
প্রতিবাদ ক'রো তা'কেই—
যা' তাঁর প্রতিকূল ব'লে বিবেচনা কর ;
আর, সব করার ভিতর তাই-ই ক'রো—

যা' পারস্পরিক
হৃদ্য নিয়মনী তৎপরতায়
তোমাদিগকে
প্রিয়পরমার্থী উচ্ছল বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে ;
এই হ'ল তোমার জীবন-চলনার
দিগ্‌দর্শনী ইঙ্গিত। ১৬৬।

ধন্য তা'রাই,
সার্থক সম্বেগশালী তা'রাই,—
যা'রা প্রিয়পরমের কথা শোনে,
অনুধাবন করে,
তাঁকে দেখে,
দেখে উপভোগ করে—
আত্মবিনায়নী অনুগতি নিয়ে,
তা'রা এমনই ভাগ্যবান্‌
যে, পূর্ব্বতন অনেকে—
এমন-কি, বহু সাধক,
বহু মহাপুরুষও
যা' শোনেননি,
দেখেননি,
উপভোগ করেননি—
তা' তা'দের সামনেই দেদীপ্যমান। ১৬৭।

বহু বিক্ষেপ ও ব্যতিক্রমের
ভিতর-দিয়েও
সক্রিয় আদর্শনিষ্ঠ অনুপ্রাণনা নিয়ে
কাঁটায়-কাঁটায় তঁদনুগ চলনে
যতই চ'লতে পারবে—
ঐ আদর্শানুগ করণ নিয়ে,

সাত্বত-অনুদীপনী অনুচলনের
সাম্য-পদক্ষেপে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব ততই
দানা বেঁধে উঠতে থাকবে,
বোধনাও তেমনতরই
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে—
হৃদ্য উৎসারণী অনুচলনে,
উদ্যম-দীপনায় অধিষ্ঠিত থেকে,
অনুচর্য্যায় চরিত্রকে রঙ্গিল ক'রে তুলে,
পরিবেশে ঐ আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে ক'রতে ;
আদর্শানুগ অনুচলনের এই-ই ধারা। ১৬৮।

সার্থক সাত্বত-সন্দীপী
ঊর্জ্জী-অনুচলন
উচ্ছল পরাক্রমী হ'য়ে
যেখানে যে-ব্যক্তিত্বে
স্ফীত, ফুল্ল হ'য়ে উঠেছে—
কৃতি-দীপনায়,
স্মিত ধী নিয়ে,—
বুঝে নিও—
সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা
ধারণ-পালনী-সম্বেগ-স্রোতা হ'য়ে
উপচে উঠে চ'লেছে ;
আর, সেই সঙ্গীতিতে
যা'রাই সুসন্দীপ্ত কৃতিবোধন-উচ্ছল—
প্রবুদ্ধ যা'রা—
তা'রাই তা'র প্রত্যক্ষ কৃতি-দূত। ১৬৯।

কারো সোহাগ-সন্দীপনায়
তুমি যদি

নন্দিত ও উচ্ছল হ'য়ে থাক—
যা'তে তোমার মানসিক সন্দীপনা
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
তা' স্ফুট-সন্দীপ্ত হ'য়ে যদি
সহজে নিভে না যায়,
সমস্ত দুঃখকষ্টের ভিতরেও
হৃষ্ট হ'য়েই চ'লতে থাকে,
তা'তে তোমার শরীর ও মন
অনেকখানি স্বস্তিসন্দীপ্ত হয় বটে ;
কিন্তু তুমি যদি তোমার শ্রেয়কে
হৃষ্ট নন্দনায় ভালবেসে থাক—
শ্রদ্ধাচর্য্যী শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,
আবেগ-নন্দনায়,
এমন-কি—
ঐ প্রিয়র তাড়ন-পীড়ন-দুর্ব্ব্যবহারেও
ঐ হৃষ্ট দীপনা
যদি মুষড়ে না যায়
বা নিভে না যায়,
তোমার সত্তা-সন্দীপ্ত জীবননন্দনাও
উচ্ছল হ'য়েই চ'লতে থাকবে—
ঐ হৃষ্ট প্রিয়চর্য্যী
শ্রমনন্দনা নিয়ে ;
তা'তে তুমি
কৃতিদীপ্ত তো হবেই ক্রমশঃ,
আরো ঐ সত্তাস্রোতা জীবন-সম্বেগও
উচ্ছল হ'য়ে
অনেক ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনাকে
অতিক্রম ক'রে
জীবনীয় উৎসর্জ্জনার দিকেই
চ'লতে থাকবে—
তোমার অন্তঃস্থ জীবনবিভা-অনুপাতিক,

বহুল সংঘাতের ভিতরেও তুমি
তৃপ্ত, দীপ্ত, হৃষ্ট ও ফুল্ল জীবন নিয়ে
চ'লতে থাকবে,
কৃতিদেবতার আশিস্ তোমাকে
সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলবে। ১৭০।

সুকেন্দ্রিক সার্থক তৎপরতা নিয়ে
সক্রিয় উপচয়ী হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ অনুগতি
অন্বিত তদর্থ-রঞ্জনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক—
হৃদ্য সঙ্গতিশীল
আত্মবিনায়নী অনুক্রমে ;
তোমার স্বার্থই হ'য়ে উঠুক—
লোকবর্দ্ধন,
এমনি ক'রেই
ধারণ-পালনী-সম্বেগসিদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ব্যক্তিত্ব
যোগ্যতায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
এই স্ফুরণ-দীপনী
শ্রদ্ধাভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাকে অসীমের
যাত্রী ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর-প্রাপ্তির পরম পন্থাই হ'চ্ছে
এই স্বভাবসিদ্ধ জীবনচলনা ;
সবারই গন্তব্যই হ'চ্ছেন ঈশ্বর,
আবার, সব যা'-কিছুরই উৎস
তিনিই। ১৭১।

তোমার প্রতিটি কথা
প্রতিটি কর্ম্ম,
প্রতিটি আগ্রহ-উন্মাদনা,
প্রবৃত্তির প্রতিটি চলন,
ভাবভঙ্গী,—
তোমার জীবনে মুখ্য যিনি,
আপূরয়মাণ যিনি,
উচ্ছল তাৎপর্য্যে
তাঁকে আপোষিত ক'রে চ'লছে কিনা—
তাঁ'র সত্তা ও স্বার্থের
বাস্তব উপচয়ী শুভ-সম্বর্দ্ধনায়,
তা'র প্রতি নজর রেখে চ'লতে থাক,
এই চলনের ফলে
স্বতঃ-সার্থকতায়
শুভ-সঙ্গীতিতে
তোমার আত্মনিয়মন তো হবেই,
ত্বরিত উল্লাসে ব্যক্তিত্বও
ঐ চারিত্রিক অভিদীপনায়
দ্যুতি বিকিরণ ক'রে
পরিবার পরিবেশকেও
অনুপ্রেরণী আলোক বিকিরণ ক'রবে,
আর, ঐ যত ক'রবে,—
তোমার স্বার্থও ততই
স্বতঃ-স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে। ১৭২।

আত্মসুখভোগ-চাহিদাগুলিকে
মিসমার ক'রে দাও,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুক্রিয় তৎপরতাই
তোমার উদ্দাম ভোগলিপ্সা হ'য়ে উঠুক—
একটা ঊর্জ্জী সমাধানে

সিদ্ধকাম হ'য়ে,—
তোমার জন্য তোমাকে কিছু
ভাবতে হবে না ;
তাঁ'রই সেবানিরতি নিয়ে
বেঁচে থাকতে পার,
বেড়ে উঠতে পার যা'তে
তাই-ই ক'রে চল,—
উদাত্ত উচ্ছলতায়
ঐশ্বর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে,
সেই উপভোগ তোমাকে
সার্থক ক'রে তুলুক—
তাঁ'তেই উৎসর্গীকৃত ক'রে,
আর, প্রিয়-প্রসাদভোজী হ'য়ে
তোমার জীবনকে
তাঁ'তেই সংন্যস্ত ক'রে তোল,
তুমি সন্ন্যাসী হও। ১৭৩।

দেখ,
শোন—
ছোট্ট একটু কথা—
তোমার আত্মস্বার্থ চিন্তা ও চেষ্টা
একদম বরবাদ ক'রে ফেল,
এমন-কি
তোমার জীবন-ধারণ করাও
ইষ্টার্থ-প্রয়োজনে
প্রযোজিত হো'ক ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ চলনে চ'লতে
বদ্ধপরিকর যা'তে হ'য়ে উঠতে পার—

এমনতর সম্বেগকে সতেজ ক'রে রাখ—
চিন্তা-চলনে, ভাবনায়,
করণ-কারণে, যা'-কিছুতে ;
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে,
বোধ ও বিবেচনায়
তাঁ'রই মনোজ্ঞ হবার অনুশীলনে
উদাত্ত হও ;
আত্মস্বার্থ-চিন্তা ও চেষ্টার
কোনপ্রকার কাহিনীকেও
আমল দিও না,
নিবিড়ভাবে
এই চেষ্টা ও চলন-অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ ;
দেখবে—
ক্রমশঃই তুমি
এমনতর উদাত্ত প্রেরণার মূর্ত্ত প্রতীক
হ'য়ে উঠছ,—
যা'তে সকলের কাছেই তুমি
জীবনীয় হ'য়ে উঠবে,
সব প্রয়োজন
ইষ্টার্থ-উৎসর্জ্জনায় উথলে উঠে
সামস্তুতিতে তোমাকে অভিবাদন ক'রবে ;
এই এতটুকু মরকোচকে
যদি আয়ত্ত ক'রতে পার,—
সার্থকতায় ভরপুর হ'য়ে উঠবে তুমি। ১৭৪।

নিজের স্বার্থসেবী মতলববাজীকে
একটু শিথিল ক'রে রাখ,
প্রিয়পরম বা শ্রেয়-প্রেয়
যিনি থাকুন না কেন—

তাঁ'তে একমনা অনুগতি নিয়ে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ চলনে চল,
তাঁ'কেই নন্দিত করার আগ্রহে
স্মিতচিত্তে নিজেকে নিয়োজিত কর,
তিনি যেমন চান—
সেই চলনে
নিজেকে বিনায়ন-তৎপর রাখ,
যা' তাঁ'র ঈপ্সিত নয়—
তা'কে বর্জ্জন কর,
আর, ঈপ্সিত যা',
তা' ক'রতে বদ্ধপরিকর হও—
অক্লান্ত অনুগতি নিয়ে,
নিজের জীবনের পোষণ-পরিচর্য্যা যা'-কিছু
শোভনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ হয় যা'তে তাঁ'র কাছে
সেইভাবেই চ'লতে থাক,
হৃদ্য কৃতিরাগদীপনায়
নিজের অন্তঃকরণকে
ভরপুর ক'রে তোল,
যেন তিনি অচ্যুতভাবে
সংস্থিত থাকেন তোমার অন্তরে,
আর, তোমার চারিত্রিক বিকিরণায়
তাঁ'রই দ্যুতি স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
ভাবালুতার ধার ধেরো' না,
করার ভিতর-দিয়ে ভাবসিদ্ধ হও—
অর্থাৎ হওয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
আর, যা' প্রাপ্তি ঘটে—
সেই প্রাপ্তি দিয়ে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ সেবানন্দনায়
প্রসাদপ্রদীপ্ত ক'রে তোল তাঁ'কে,
এইতো এতটুকু !
অটলভাবে এই চলনে চ'লতে থাক—

স্বস্তির সামগানে
পরিবেশকে মুখরিত ক'রে,
স্বর্গের মন্দার-উপঢৌকনে
তুমি কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
ঐশী বিজয়ব্যাপ্তি
তোমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলুক। ১৭৫।

তুমি তোমার জীবনে
সর্ব্বতোভাবে যা'তে
নিবদ্ধ হ'য়ে থাক—
নিয়ত অনুক্রমণায়—
সেই তোমার জীবনে নিত্য,
আর, যা' নিত্য তোমার কাছে
সত্যও কিন্তু তা'ই,
আর, এ সত্য তোমার কাছে যেমন
ফুটন্ত,—
সক্রিয়তাও তোমার তেমনি,
জীবন ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণাও
হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
আর, যিনি তোমার নিত্যানন্দ,
নন্দনার ব্রাহ্মী-বিকিরণা,
এই সব নিত্য
সব সত্য
যেখানে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
অভিব্যক্তিলাভ ক'রেছে—
ঐ তাৎপর্য্যে তোমার ব্যক্তিত্বকে
অভিষিক্ত ক'রে,—
তিনিই তোমার পরম উৎস,
আর, পরমার্থ তিনিই,

তিনি সব যা'-কিছুরই উৎস-পুরুষ—
ব্যাপ্তির পরম পরাগ। ১৭৬ ।

তুমি তোমার ইষ্টার্থ যা'-কিছুতেই
নিবিড় অন্তরাসী হ'য়ে
স্বার্থ-সন্ধিক্ষুর মত
আঁকড়ে ধর তা'কে—
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল অর্থনা-নিয়মনে,
আর, নিষ্পন্ন ক'রে তোল তেমনি—
সোহাগ-সুন্দর
অনুশীলন-তৎপরতার সহিত,
উপচয়ী তাৎপর্য্যে,
এমন-কি, তোমার ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিকে
উৎসর্গ ক'রে তাঁ'তেই ;
আর, এ সম্পদ্ই হ'চ্ছে—
তোমার উন্নত জীবনের
পদক্ষেপী মূলধন ;
এর ব্যত্যয় যেখানে যতটুকু,
তোমার গতিও তেমনতরই ব্যতিক্রমদুষ্ট—
সঙ্কীর্ণ। ১৭৭ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আত্মস্বার্থে নিছক নিরাশী
ও নির্ম্মম হও,
শ্রদ্ধার উদাত্ত আহ্বান
তোমাকে দৃঢ়সম্বেগী ক'রে তুলুক,
ইষ্টস্বার্থ-সেবনাই
তোমার প্রকৃত স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
জীবনটাকে এমনতরই
ধৃতি-তপা ক'রে

ক্বতি-পরিচর্য্যায় চ'লতে থাক,
আর, এই-ই তোমার জীবনসত্তার
সুদক্ষ কৃতি-পন্থা। ১৭৮।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,
উপচয়ী নিষ্পন্নতার
সহজ সম্বেগ-উন্মাদনায়,
লোকচর্য্যী প্রীতিচক্ষু নিয়ে
বাক্ ও কর্ম্মের হৃদ্য অনুকম্পায়,
আত্মনিয়মনী অনুভাবিতাকে
অন্তরে সহজ ক'রে,
ইষ্টানুগ অনুক্রিয় অনুশীলনায় ;
আর, এই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বকে সাধুত্বে রঙ্গিল ক'রবার
মৌলিক ভিত্তি। ১৭৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কৃতি-সন্দীপনায়
উপচয়ী সেবা-তৎপরতা নিয়ে,
আর, যখন যা' কর,
তৎপ্রতিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার সহিত
অনন্যমনা হ'য়েই ক'রো,
আনমনা হ'তে যেও না কিছুতেই,
ঐ আনমনা প্রবৃত্তি
তোমার স্নায়ুপ্রবাহকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে তুলবে,
আর, অন্তর-বোধনাকেও
সঙ্গে-সঙ্গে অপকৃষ্ট ক'রে তুলবে,

ভাবের ঘুঘু হওয়া ছাড়া
কৃতি-সৌষ্ঠব-সুন্দর হওয়া
তোমার পক্ষে
দুরূহই হ'য়ে উঠবে কিন্তু। ১৮০।

মানুষ যদি
ইষ্টার্থকে
নিজের জীবনে
প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে চলে—
অকাট্য নিষ্ঠায়,
সঙ্গে-সঙ্গে
লোকসেবী অনুকম্পায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে চ'লতে থাকে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণ-অনুচর্য্যায়,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
জীবনে
অচ্ছেদ্য প্রবৃত্তি ক'রে নিয়ে,—
যেমন দুঃখকষ্টেই
পড়ুক না কেন,
সে তা'র ভিতর-দিয়েই
উন্নতিপ্রবণ হ'য়ে চ'লতেই থাকবে—
শ্রদ্ধাপূত প্রবর্দ্ধনার পুণ্য ছন্দে। ১৮১।

তোমার ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জিত
অনুশীলন-তৎপরতা যদি
সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাসে
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত দ্যুতি সৃষ্টি ক'রে
চারিত্রিক বিকিরণায়

বাস্তব তাৎপর্য্যে
সামগ্রিকভাবে
একটা প্রভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল,
আবার, সে-প্রভাব
অন্যকে প্রভাবিত ক'রে
যদি অনুশীলনী আগ্রহ-দ্যোতনায়
অনুক্রিয়ই ক'রে তুলতে না পারল,—
বুঝে নিও—
তোমার আত্মনিয়মনী বিন্যাস
তখনও সার্থকতায় সঙ্গতিলাভ করেনি—
সত্তায় সংহত হ'য়ে
বাস্তবতাকে বিনায়িত ক'রে
সুযুক্ত সঙ্গীত নিয়ে ;
তোমার জীবন যতই
ইষ্টার্থ-অনুদীপনী অনুশীলনায়
অমনতর বিনায়িত হ'য়ে
সহজ সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব ততই
ঐ দ্যোতনায় দ্যুতিমান হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
পরিবেশের অনেককেই
অমনতর বিভাবিত ক'রে তুলবে,
তোমার হওয়া
ঐ বিভাবনার ভিতর-দিয়ে
অনেককেই হওয়ায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে,
যোগ্যতার যুতদীপনায় বিনায়িত ক'রে
সক্রিয় সার্থকতায়
সহজ ও শক্ত ক'রে তুলবে ;
এতে খাঁকতি যতখানি,—
তোমার প্রাপ্তিও
তেমনতর খাঁকতি-সম্পন্ন হ'য়ে চ'লবে। ১৮২ ।

ইষ্টানুচর্য্যায় সংন্যস্ত হও—
সর্ব্বতোভাবে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
এই তোমার সন্ন্যাস,
তোমার ব্যক্তিত্বের পরম সার্থকতা ওতেই,
ওর ভিতর-দিয়েই
পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ তোমার
ঐ সংন্যস্ত দ্যুতির
অনুক্রিয় অনুচর্য্যায়
যোগ্যতায় আপোষিত হ'য়ে উঠুক,
শতদ্রুর মত—
ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের
সার্থক শুভ-সন্দীপনায়
মোক্ষ অভিনন্দিত হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে—
পরম অর্থনায়। ১৮৩।

তুমি যখন ইষ্টায়িত সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে চল—
শ্রদ্ধানতি নিয়ে,
আনন্দ-রণনে,
শুভ-প্রবোধনায়,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে,—
তখনই বুঝো—
তা' কিন্তু তোমার
অন্তঃস্থ ঈশিত্বেরই সাড়া,
যা' তোমার ভিতর-দিয়ে উঁকি মারছে—
জ্যোত-নিক্বণে,
আর, তোমার সত্তায় ছড়িয়ে প'ড়ে
বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে ;
আনন্দই ঈশ্বরের উচ্ছল আবেগ,
আর, তাই-ই নন্দন-দ্যোতনা। ১৮৪।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থেকে
জীবনকে সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচলনে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে চল ;
প্রতিটি পদক্ষেপ যেন
মঙ্গল-অনুকম্পায়
খরকৃতি-অনুচর্য্যার মহামিলনে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যপূরণী সাম্য-সৌজন্যে,
হৃদয়ের উৎসারণী
আবেগ-মথিত হ'য়ে ;
তোমার প্রতিটি শাসনের ছন্দ
তোষণ-পরিচর্য্যায়
যেন প্রীতিপ্লুত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' যেন ছড়িয়ে পড়ে
তোমার পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতির ভিতর—
সার্থক পারস্পরিক অনুচর্য্যা নিয়ে ;
ঠিক জেনো,
ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য্য এই-ই। ১৮৫।

অটুট, নিরলস, ইষ্টনিষ্ঠ হও—
পরিচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে,
সেই আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে-সঙ্গে
স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত কর,
সুসংবৃদ্ধ ক'রে তোল—
চারিত্রিক শুভ-সন্দীপনা নিয়ে,
সাত্বত অনুনয়নী সংস্কৃতি নিয়ে ;
তাই ব'লে, অস্বাভাবিক
উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে যেও না,

বিকৃতি-প্রবণতা যেন না পেয়ে বসে ;
কৃতিসম্বেগে উচ্ছল সুক্রিয় হ'য়ে
এমনতর যা'ই সাধনা কর না কেন,—
তা'র গোড়ায় যদি
ঐ আচরণ ও চারিত্রিক অনুনয়নে
সুসংবৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠতে না পার—
কৃতিসন্দীপনা নিয়ে,—
তাহ'লে, তোমার তপানুচর্য্যা কি
সার্থক হ'য়ে উঠবে ? ১৮৬ ।

তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
তোমার যাবতীয় যা'-কিছু আছে
সবগুলিকে
ঐ ইষ্টার্থে বিনায়িত ক'রে—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে ;
এমনতর অবস্থায় দাঁড়ালে
তোমার অন্তর স্বতঃই গেয়ে উঠবে—
'হে দয়াল !
আমি বেঁচে গেছি,
তোমার প্রসাদ
প্রতিটি কর্ম্মে
প্রতিটি মননে
আমাকে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
একটুও যেন ব্যত্যয় হয় না তা'র' ;
বোধ কর—
সব অন্তর দিয়ে—
'আঃ, ঈশ্বর !
আমি বেঁচে গেছি' । ১৮৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সমগ্র জীবনটাকে
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল—
সব দিক্-দিয়ে,
এমনি ক'রেই তৎপর হ'য়ে ওঠ—
ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়,
ইষ্টার্থ-অভিনিষ্যন্দী তাৎপর্য্যে,
তোমার সমগ্র ব্যক্তিত্বটায়
তিনি ভ'রে উঠুন,
আর, সেই উন্মুখতা নিয়ে
তুমি চল, বল, কর,
শত সংঘাতেও যেন তিনি
তোমাতে ভঙ্গুর না হ'য়ে ওঠেন ;
এমনতর ঐ তাঁ'রই বেদীতে
প্রত্যয়ের সিংহাসনে
প্রার্থনাসন্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব তোমার
বিভান্বিত হ'য়ে উঠুক,
আর, আচার্য্যত্বের বা প্রভুত্বের আবির্ভাব
এমনি ক'রেই তোমাতে হ'য়ে উঠুক,
বরেণ্যে আলিঙ্গন
তোমাকে বরণীয় ক'রে তুলুক—
প্রতিটি পদক্ষেপে ;
তুমি সব সময়
কৃতি-সন্দীপ্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে
তাঁ'তে সুসার্থক হ'য়ে চল,
দুনিয়া কৃতার্থ হো'ক,
আর, ইষ্টার্থ-দীপনী নন্দনা
তোমার জয়-জয়কার করুক। ১৮৮।

তোমার ইষ্ট বা প্রেয় যিনি,
তাঁ'র অভিপ্রায়

ঠিক ঠিক মত বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
সমীচীন সন্ধিৎসা নিয়ে,
এবং নিজেকে নিয়োজিত ক'রো
তা'র আপূরণে
বিশেষতঃ তাঁ'র নিদেশ
কখনও অবহেলা ক'রো না,
ত্বরিত বেগে সম্পন্ন ক'রো তা',
আর, সে-সম্পাদন যেন
উপচয়ী শুভ-সন্দীপী হয়,
দেখে নিও—
তোমার ভবিষ্যৎ কী হ'য়ে পড়ে ;
আর, যদি কোন বিবেচনা বা অনুকম্পায়
তাঁ'র অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশকে
অগ্রাহ্য কর,
বুঝে রেখো—
ঐ প্রবৃত্তি তোমার
এমনতর বিপদ্ সৃষ্টি ক'রবে,
যা' উত্তীর্ণ হওয়া
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে,
যা'ই কর—
সন্ধিৎসু চক্ষু ও ধী নিয়ে
বেশ ক'রে হিসাব ক'রে ক'রো। ১৮৯।

নিজে ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
তোমার জীবনকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
আগ্রহ-উচ্ছল একবুদ্ধি হ'য়ে,
তোমাকে ও তোমার যা'-কিছুকে
সব দিক্-দিয়ে
সাত্বত দীপনায় যোগ্য ক'রে তোল,

জীবন, জীবনীয় কর্ম্ম ও যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
এমনি ক'রে নিজে সংবৰ্দ্ধিত হও,—
যজনের যুতরহস্য তো এই-ই ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার পরিবেশকে
ইষ্টীপূত প্রসাদ-নন্দনায়
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
আগ্রহ-উচ্ছল একবোধি ক'রে
তা'কে ও তা'র পরিবার-পরিবেশকে
যোগ্য ক'রে তোল,
ঐ অমনতরই সঙ্গতিশীল ক'রে তোল—
সব যা'-কিছুর সুব্যবস্থ কৃতিদ্যোতনায় ;
আর, এমনি ক'রেই সবাইকে
সংবৰ্দ্ধিত ক'রে তোল,
যাজনের আদিম মর্ম্ম কি এই নয় ?
আর, যজন-যাজন এমনতরই,
আর, এতেই তা'র সার্থকতা। ১৯০।

তুমি যেখানেই যাও,
আর, যেখানেই থাক,—
কাউকে না কাউকে
মেনে নিতেই হবে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রেও চ'লতে হবে
তদনুগ রকমে—
তা' সে দেবতাই হো'ক,
আর, শাতনই হো'ক ;
তুমি যদি কাউকে মেনে না চল,—
কেউ তোমাকে মানবে না,
সেও মুশকিল ;

আর, সবাইকেই যদি মেনে চল,—
সব যা'-কিছু
তোমাকে বিচ্ছিন্নই ক'রে তুলবে,
সেও সাংঘাতিক ;
তাই, যিনি তোমার মূর্ত্ত কল্যাণ,
আচার্য্য যিনি তোমার,
তোমার সব যা'-কিছু দিয়ে
তাঁকেই মেনে চল—
যজন-দীপ্ত তদ্-যাজী হ'য়ে,
আর, নিজেকেও নিয়ন্ত্রিত কর তেমনিভাবে—
শত সংঘাতের ভিতর-দিয়েও,
তোমার ব্যক্তিত্বে
কল্যাণ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে। ১৯১।

ইষ্টনিষ্ঠা-নন্দনায়
তুমি তাঁকে তোমার সত্তায়
পরিশোষিত ক'রে নাও—
এমনতরভাবে
যা'তে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব
তোমাতে প্রভাবিত হ'য়ে
তোমায় প্রবুদ্ধ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে—
তা' প্রতিটি কর্ম্মে
প্রতিটি বোধ-বিন্যাস-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানন্দিত সত্তার যোগদীপনায় ;
আর, যোগের মানেও হ'চ্ছে ওই-ই,
পতঞ্জলি ব'লেছেন—
"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ",

অর্থাৎ তুমি যুক্ত হও,
আর, যোগই চিত্তবৃত্তিনিরোধ,
আবার, ঐ যোগের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও তদনুগ বিনায়নে
বিনায়িত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
প্রবৃত্তিগুলি তাঁ'রই অনুবর্ত্তনে
রঙিল হ'য়ে ;
তোমার অন্তরেই আসবে না—
যে, তুমি তোমার প্রবৃত্তি নিয়ে চল,
ব্যক্তিত্বের নেশাই হ'য়ে উঠবে—
সব প্রবৃত্তি নিয়ে
তাঁ'রই সেবা-তৎপর হ'য়ে
ঐ অনুশীলনে বিস্তীর্ণ হ'য়ে চলা—
বিকীর্ণতার মহাবিষুব-রেখায় দাঁড়িয়ে,
তাঁ'রই ব্যক্তিত্বে বিভাসিত হ'য়ে। ১৯২।

ইষ্টনিষ্ঠ অভিনিবেশ নিয়ে
লোকহিত-অনুচর্য্যায়
ব্রতী হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে—
সত্য সাধনা,
আর, সত্য মানেই হ'চ্ছে
সতের ভাব,
বাস্তবতার বর্দ্ধন-অনুচর্য্যা—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
অসৎ-নিরোধী তপোবোধনায় ;
তাই, সত্য বলা মানেই হ'চ্ছে—
সাত্বত কথা বলা
ও সাত্বত অনুচর্য্যায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা ;

যথার্থ কথা যে সব সময়
সত্য কথা হয়—
তা' নয়কো,
কিংবা যথাযথ করা যদি অসৎ হয়—
সে-করাও যে সত্যতপা হয়,
তা'ও নয়কো,
কল্যাণ ভাবা
কল্যাণ বলা
কল্যাণ করার
সার্থক সঙ্গতি যেখানে—
সত্য সেখানেই। ১৯৩।

যা'র সাথে তোমার
লগা যেমন লাগোয়া—
আন্তরিক অনুবেদনাও
তেমনি হ'য়ে থাকে,
চলন-ফেরনও হয় তদনুগ—
বিশেষ অবস্থার আবর্ত্তনে
বিশেষ রকমের ভিতরে ;
তাই, লাগোয়া থাক—
ইষ্টনন্দনায়,
নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেদনা নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে,
সেবাসন্দীপনী উচ্ছলতা নিয়ে
পরিচর্য্যী পরিবেশনায় ;
তুমি যে-অবস্থায় পড় না কেন—
অবস্থানুগ অনুচলনকে
বুঝেসুঝে নিয়ে
অবস্থার গ্রহণ-তৎপরতায়
স্বতঃসন্দীপনী তাৎপর্য্যে চ'লতে থাক,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হবে কমই। ১৯৪।

ভাবদীপনা নিয়ে
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো—
সব দিক্-দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে ;
স্মরণ রেখো—
ইষ্টার্থ-আপূরণাই তোমার স্বার্থ,
ঐ ইষ্টার্থ-আপূরণই তোমার ঐশ্বর্য্য ;
ওর ব্যতিক্রম যা'-কিছু হো'ক,
তা' তোমার কিছু নয়,
তোমার স্বার্থও নয় ;
আর, ভাবদীপ্ত অনুপ্রাণনা নিয়ে
ইষ্ট-আপূরণী কর্ম্মেই ব্যাপৃত থেকো—
অসৎ-নিরোধী রুদ্রতপা অনুচলনে ;
এমনি ক'রেই তোমার স্বার্থচাহিদাকে
বদলে ফেল—
ইষ্টার্থ-অভিনিবেশ নিয়ে,
কৃতিসম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,
অদৃষ্টও শুভ-সম্বেগী হ'য়ে
তোমাতে আবির্ভূত হো'ক,
ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্যশীল ক্রম-অন্বয়ে
বিশেষ হ'তে বিশেষে
তোমার ব্যক্তিত্ব
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক—
প্রাজ্ঞ বোধনায়। ১৯৫।

অর্থ, মান, যশ, সম্পদ্,
প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা
বা তাঁ'র প্রীতি কিংবা ভালবাসা
যা'ই বল,

তা'র প্রলোভনে যদি
প্রিয়পরম,
পুরুষোত্তম,
ঈশ্বর বা ভগবান্‌—
যা'ই বল না কেন
তাঁ'র সেবা, শুশ্রূষা, আরাধনাদি কর,—
তুমি তাঁ'তে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠতে
পারবে না,
তাঁ'র ধৃতিতে তুমি
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্ব
অনুরণন লাভ ক'রবে না,
কারণ, যে-চাহিদার প্রলোভনে
যা' নিয়েই
যা' ক'রতে যাও না কেন,—
তাই-ই তোমার প্রভু-প্রবৃত্তি হ'য়ে রইবে,
আর, তা'র ইঙ্গিতেই
তোমাকে চ'লতে বাধ্য ক'রবে ;
তাই, যদি চাও—
শুধু তাঁ'কে ভালবাস,
আর, তাঁ'রই অস্তিবৃদ্ধি, স্বস্তি,
সেবা-সম্বর্দ্ধনাই
সর্ব্বতোভাবে তোমার কাম্য হো'ক,
এমন-কি, তাঁ'র ভালবাসারও চাহিদা রেখো না,
যদি জোটে
ভরপুর হ'য়ে থেকো ;
একেই বলে অকিঞ্চন হওয়া,
তাই, অকিঞ্চন হও,
আর, সমস্ত প্রাপ্তি
তোমার সেবায়
নিয়োজিত হ'য়ে থাকুক । ১৯৬ ।

ওঠ,
এখনও জাগো,
বরেণ্য যিনি তাঁকে পাও,
নিবিষ্ট নিষ্ঠা-সহকারে
অস্খলিত উদ্দীপনায়
তাঁতে সুসংগত হ'য়ে থাক,
উচ্ছল উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
কৃতি-সার্থকতায়
আরো হ'তে আরোর পথে
চ'লতে থাক,
আশিস্-অনুকম্পা
তোমার অন্তরে
স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে
স্ফীত নন্দনায়
তোমাকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলুক,
তোমার সাধনা
অকৃত্রিম চলনে
বারংবার সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
তোমাকে
নিষ্পাদন-তীর্থ ক'রে তুলুক ;
বরেণ্যকে অনুসরণ কর,
অনুগমন কর—
অনুদীপনী তাৎপর্য্যে
অন্তরের আবেগময়ী ঊর্জ্জনায়
অস্খলিত তৎপরতার
অবিচল চলনে। ১৯৭।

দাঁড়াও তো,
সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
তাকাও আকাশের দিকে,

দেখ—
নীলস্রোতা অদম্য বিস্তার
অজচ্ছল জ্যোতিষ্কের সমাবেশ
নীরব উত্থানে
উৎসারণশীল,
অদম্য ক্রীড়া-নিরতি নিয়ে
অমর নিরতি-বেগে
উচ্ছল চলৎশীল,
ঐ আকাশেরই মূর্ত্ত-প্রতীক
তোমার ঐ অব্যক্তের
ব্যক্তিভাবাপন্ন ইষ্টদেবতা—
প্রিয়পরম তোমার ;
অমনি ক'রে তাকাও
উদগ্র সম্বেগ নিয়ে,
তদনুচর্য্যী অন্বিত সক্রিয়তায়
উদ্দীপ্ত-কর্ম্মা হ'য়ে চল—
মুখর নীরব বিস্তারে,
ওজোদীপ্ত পরাক্রম নিয়ে ;
ঐ জ্যোতিষ্কের মত
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে
উচ্ছল আবেগে
কর্ম্মদীপ্ত অনুচলনে
ঐ অঙ্কেই অবশায়িত হও—
অবিরল চলন নিয়ে,
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার ব্যক্তিত্ব,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমার ব্যক্তিত্ব,
জ্যোত-উজ্জ্বল বিনীত
প্রীতি-উদ্দাম হ'য়ে উঠুক—
পরম সার্থকতায়
ঐ তাঁতেই—

প্রিয়পরমে । ১৯৮ ।

মেঘের ডাকে চম্‌কে ওঠ !
তা' ওঠ,
কিন্তু নিবিষ্ট আগ্রহ-দীপনা নিয়ে
প্রীতিচলন-সম্বেগে
চলার পথে
শত সংঘাত আসুক,—
তা'তে তুমি কেঁপে উঠো না কিন্তু !
সংঘাতকে প্রীতিচারণার অনুচর্চ্চনে
বিচর্চ্চিত ক'রে
বিনায়ন-তৎপরতায়
যদি শুভ-দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,—
তা'ই কিন্তু তোমার বীরত্ব,
শৌর্য্য তোমার সেইখানে,
নয়তো নিরোধে, নিরাকরণে
তা'কে যদি নিশ্চিহ্ন ক'রে তুলতে পার—
সেও বড় কম নয় ;
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
হৃদ্য অভিব্যক্তি নিয়ে
ভাবভঙ্গীর উল্লোল ভঙ্গিমায়
সবাইকে
সব যা'-কিছুকে
ললিত ক'রে তোল,
আর, তোমার ললিত পদক্ষেপ
ললিত ভাষণ
ললিত ছন্দে
জলদ-গম্ভীর তৎপরতায়
প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ ক'রে
গেয়ে উঠুক—
"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" ১৯৯।

তুমি মাঝে-মাঝে একটু নিরালা ব'সে
বা যখন যেমন ক'রেই হো'ক,
ভেবে দেখ—
একটা বিবেচনার বুঝ নিয়ে,—
তোমার কী অবস্থায়
কখন কে কী ক'রলে,
কী ব'ললে,
কেমন ব্যবহার ক'রলে,
কেমনতর অনুচর্য্যা ক'রলে—
তোমার কেমন লাগে,
তৃপ্তি, প্রীতি ও পরিচর্য্যাপ্রাণ
হ'য়ে ওঠ তুমি তা'র প্রতি,
বা তোমার ভাল লাগে না,
পছন্দ হয় না
বা কষ্টকর লাগে,—
ভেবে, বুঝে, দেখে,
বোধ ক'রে
তুমি যেমনতর পেলে খুশী হও
যে-অবস্থায়,
সে-জাতীয় অবস্থায়
মানুষের প্রতিও তুমি
তেমনতর ক'রতে থাক—
ইষ্টার্থপরায়ণ অন্তর নিয়ে ;
আবার, করার মুখে যদি
কিছু গলদ হয়,

অতৃপ্তিজনক কিছু কর,—
তখন সেটাকে শুধ্‌রে নিও ;
এমনতরভাবে মানুষকে দেখেশুনে
তদনুগ বুঝ ও কর্ম্মে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
নিজেও নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাক,
যা'তে তোমার
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
মানুষের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে—
আর, সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও সুখী হও,
অন্তরে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব কর ;
কিছুদিন ঐ নিয়মে
অমনতরই ক'রে চ'লতে থাক,
অভ্যাস, বলা, করা ইত্যাদি যেন
সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ;
মনে রেখো—
এতে তুমি অনেকেরই
তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে উঠবে,
বহু
তোমাতে প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবে,
অনুকম্পী অনুবেদনাসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
তোমার অভাবে
তা'দের প্রাণে ব্যথা লাগবে,
অভাবমোচন, আপদ্‌-মোচন
যা'তে হয় তোমার—
তা'দের ভিতর
অমনতর চিন্তা ও কর্ম্মলহর
জেগে উঠবে ;
তোমাকে দিয়ে সুখী হবে তা'রা,
তা'দের দিয়ে তুমিও সুখী হ'তে থাকবে—
একটা তৃপ্তিপ্রসন্ন অনুবেদনা নিয়ে,
ক'রে দেখ কী হয়। ২০০।

তুমি যা'ই কর না কেন—
সব করাই যেন
তাঁ'তেই সুসজ্জিত হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ কর্ম্মযাগ
তাঁ'রই পূজারতিতে

প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তেই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
পরম সার্থকতায়,
উপচয়ী গতি নিয়ে,

নিষ্পন্নতার মধু বিস্তার ক'রে—
হৃদ্য আবেগের অনুকম্পী
পরম উৎসারণায়
তাঁ'কেই বহন ক'রতে ক'রতে,

তোমার ব্যক্তিত্ব মধুর হ'য়ে উঠুক,
বাক্য মধুর হ'য়ে উঠুক,
প্রতিটি কর্ম্ম মধুর হ'য়ে উঠুক,

আর, এই মধুস্রবা তুমি
মধুপর্কে সুসজ্জিত হ'য়ে
তাঁ'তেই নিবেদিত হও,

কোথাও যেন এতটুকু
ত্রুটি না থাকে,
খুঁত না থাকে,
চল,
চ'লতে থাক—
অচঞ্চল পরাক্রম নিয়ে,
অবাধ উৎসারণায়,

প্রতিকূলকে প্রতিবাদ ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে,

উত্তাল অমর-তরঙ্গে,

কৃতী উৎসারণায়
কূলস্পর্শী আকুল চলন নিয়ে। ২০১।

নিজেকে ইষ্টীপূত ক'রে তোল—
তঁদনুগতিতে নিজেকে
গতিশীল ক'রে
সক্রিয় তৎপরতায়,
সুকঠোর আগ্রহ-দীপনা নিয়ে
তোমার ইচ্ছাশক্তিকে
সক্রিয় সন্দীপনায়
ঐ দায়িত্ব-আপূরণী তৎপরতায়
বিনিয়োগ কর—
ত্বরিত-কর্ম্মা চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে,
যোগ্যতার অনুশীলনে
মর্য্যাদাকে মুকুট ক'রে তুলে,
তিনি যেন তোমার সর্ব্বার্থের স্বার্থ
ও সার্থকতার পরম বেদী
হ'য়ে থাকেন;
এই দায়িত্ব-অনুপ্রেরণা
তোমাতে যত
তুখোড়, কঠোর ও সক্রিয় হ'য়ে চ'লবে—
ত্বারিত্যের চুম্বন-প্রতিভায়
আগ্রহ-দীপনী পালনে, পোষণে, পূরণে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও তত
ব্যাপন-দীপনায়
দৃঢ়-তৎপর হ'য়ে উঠবে,
সর্ব্বার্থের আবাসভূমি
হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার ইষ্টীপূত ব্যক্তিত্বের
অমোঘ-নির্ঝরে। ২০২।

দুষ্ট বা অসৎ প্রকৃতিকেও জান,
জেনে তা'কে সমীচীনভাবে নিরাকরণ কর,
আবার, শিষ্ট বা সৎপ্রকৃতিকেও
উপলব্ধি কর,
আয়ত্ত ক'রে
আচরণের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিগত ক'রে ফেল,
স্বভাবগত ক'রে ফেল,
আর, এই স্বভাবই সৎ-প্রকৃতি ;
যা'-কিছুকে এমনতরভাবে জেনে
তা'কে বিহিত বিনায়নে
আচরণ ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সাত্বত বিভবে উন্নীত ক'রে
অধিগতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আপূরিত ক'রে তোল—
প্রাজ্ঞ পরিণয়নে ;
নিষ্ঠানন্দিত উদ্যম-উচ্ছল
অভিনিবেশের সহিত
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বোধ-সঙ্গতির উচ্ছল ঐশ্বর্য্যে
বিভাবিত হ'য়ে ওঠ। ২০৩।

তোমার জীবনের সমস্ত শক্তির
সন্ধান, সম্বেগ, সেবা-পরিচর্য্যা
যা'-কিছু সব
প্রেষ্ঠ যিনি,
তাঁ'তে সমীচীনরূপে নিয়োগ ক'রে
তাঁ'কে পরিপালন কর, পরিবর্দ্ধিত কর,
প্রতিষ্ঠা-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
তাঁ'কে সুসজ্জিত ক'রে তোল,

নিরাপদ-নির্ব্বিঘ্নে
তাঁ'র জীবন-স্রোত
যা'তে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লতে পারে—
সুব্যবস্থ সন্দীপনা নিয়ে
তা' ক'রে তোল ;
তোমার ঊর্জ্জী-সম্বেগ এতে যেন
একটুও ত্রুটি না করে,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে
বিভবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
একটুও যেন অবহেলা না হয় ;
উচ্ছল উদ্দীপনা নিয়ে
তুমি তোমাকে
তৎ-পরিবেশনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
বল, ভাব, কর—
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'' ;
এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্বকে
সব দিক্-দিয়ে সার্থক ক'রে
অভিষিক্ত ক'রে তোল,
আর, ঐ অভিষেক
দুনিয়াতে প্লাবন সৃষ্টি ক'রে তুলুক,
আর, সবাইকে সব দিক্-দিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
আয়ুষ্মান্ ক'রে তুলুক—
হৃষ্ট তৃপণায়,—
সবাই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক
এমনি ক'রে ;
এই-ই হো'ক তোমার জীবনের
পরম সার্থকতা,
আর,
এমনি ক'রেই তোমার

স্বার্থ অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক—
জীবনীয় দ্যোতন-বিভায় । ২০৪ ।

সজাগ সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
সাত্ত্বিক দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
নিষ্ঠানুগ অনুচর্য্যায়
শুভদ বা শুভপ্রসূ যা'—
সমীচীন তৎপরতায়
ত্বরিত আগ্রহদীপ্ত অনুনয়নে—
তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
কসুর কখনই ক'রো না,
শুভপ্রসূ মুখ্য যা'
তা' তৎক্ষণাৎই ক'রো,
আর, গৌণ যা'
তা'র প্রস্তুতি নিয়ে চ'লো ;
আর, অশুভ যা'
নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
ধী-দীপ্ত তৎপরতায় চ'লো সেখানে—
যথাসম্ভব অন্যের ক্ষতির কারণ না হ'য়ে ;
এতে একটু বিলম্বও যদি হয়—
তা'তেও ঘাবড়ে যেও না,
শুধু নজর রেখে চ'লো—
ঐ অশুভ যেন তোমাকে
আক্রমণ না ক'রতে পারে,
ক্ষতির সংঘাতে
তোমাকে ক্ষীয়মাণ ক'রে তুলতে না পারে ;
অতি বন্ধুর যা'—
বান্ধব-বিনায়িত উদগ্র দীপনায়
তা'কেও বিগলিত ক'রে
তোমার শুভ-সমাগমের

আগম-পথ পরিষ্কার ক'রে রেখো :
এমনতর প্রস্তুতিকে
অবজ্ঞা কিছুতেই ক'রো না,
অন্যের ক্ষতির কারণ হ'তে যেও না,
আর, বাক্যে,
ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
ক্ষতিকেও আবাহন ক'রতে যেও না,
এমনতর চলনেই চ'লো,—
স্বস্তি হ'তে বঞ্চিত হবে কমই,
গোড়া হ'তেই
তোমার জীবন-চলনার তপোগতিই
যেন এমনতর হয়। ২০৫।

তোমার চক্ষুকে
সুস্থ ও শক্তিশালী ক'রে তোল,
তোমার দৃষ্টিশক্তি যেন এমনতর হয়,—
যা'তে বহু দূরান্তরের বস্তু, বিষয়
ও ব্যাপারগুলিকেও
অনায়াসে বোধ ক'রতে পার ;
তোমার কর্ণকে
এমনতর তীক্ষ্ণ ক'রে তোল,
দূরশ্রবা ক'রে তোল,—
যা'তে যে-কোন শব্দের
সমীচীন সম্বেদনা যা'-কিছুকে
উপলব্ধি ক'রতে পার :
নাসিকাকে এমনতর
তীক্ষ্ণঘ্রাণী ক'রে তোল,—
যা'তে বহু রকম ও বহু দূরের ঘ্রাণের
ও ঘ্রাণইন্দ্রিয় হ'তে
যে-সমস্ত বোধশক্তি জন্মে

তা'র সমীচীন ব্যবহার ক'রতে পার ;
জিহ্বা ও ত্বক্‌কেও
সমীচীন সমৃদ্ধ ক'রে
তা'র স্পর্শানুভবতাকে
বিহিত সাম্যে
সংস্থিত ক'রে তোল ;
হস্ত-পদাদিকেও অমনতর ক'রে তোল,
আর, এই ইন্দ্রিয়গুলির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে-সমস্ত ব্যাপার
বোধে আসা উচিত—
সেগুলিকে বোধায়িত ক'রে
যেখানে যেমনতর ক'রবার
যা'তে তা' সম্যক্‌ভাবে ক'রতে পার,—
তা'র ত্রুটি ক'রো না ;
এইগুলিকে যতই নিখুঁত ক'রে তুলবে,—
বোধ ও শিক্ষা
আদর্শপরায়ণ-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
অমনতর নিখুঁত হ'য়ে উঠবে ;
নিখুঁতভাবে চল,
নিখুঁতভাবে বল,
নিখুঁতভাবে কর,
আর, সব চলা, বলা, করার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সুসমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
শুভ-আমন্ত্রণী তৎপরতায় ;
অবহেলা ক'রো না,
ত্রুটি ক'রো না ;
যা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন থাক্,
তা'কে কৃষ্টিতপা ক'রে

সম্বর্দ্ধনার দিকে
এগিয়ে দাও,
এগিয়ে চল,
আর, এই চলন সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার সত্তায়। ২০৬।

তুমি যতক্ষণ
তাত্ত্বিক পরিবেদনায়
সমাহিত হ'য়ে
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী তৎপরতায়
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতির শুভ-বিনায়নে
নিরূপিত-তথ্য হ'য়ে
একায়নী সুকেন্দ্রিক অনুবেদনায়
বিশেষের বৈশিষ্ট্যকে
নির্দ্ধারণ ক'রতে না পারছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার বোধি
শ্রেয়-নিষ্পন্নতায়
তা'র বিকাশ-বিভবে অর্থান্বিত হ'য়ে
প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বে
সঙ্গতিলাভ ক'রতেই পারবে না—
পূর্ণ বিধায়নার চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে;
আবার, তোমার বোধি
তাত্ত্বিকতার
বিনায়িত বেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে
ইহ এবং পরের সার্থক সমাবেশে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার মুখ্য কেন্দ্র যিনি,
তাঁ'তেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠছে—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গীত নিয়ে,—

ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তুমি প্রজ্ঞার অধিকারী হ'তে পারবে না—
বিভিন্নমুখী বিজ্ঞতার
পারস্পরিক সার্থক অন্বয়ে ;
সার্থক পূর্ণ বোধনায় অধিষ্ঠিত হবার
এই-ই একমাত্র পথ ;
তাই, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার বোধি ও প্রজ্ঞা
পূর্ণতায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে,—
তিনিই তোমার প্রিয়পরম,
তিনিই পরাৎপর,
পরম ভাব,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ব্যক্ত পুরুষোত্তম,
আর, এই পুরুষোত্তমই
উদ্বর্দ্ধনার পরম পথ,
তিনিই পরম সত্য,
তিনিই জীবন-দ্যুতি । ২০৭ ।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ তৎপরতায়
উপচয়ী অনুক্রিয় হ'য়ে
ইষ্টার্থী অনুনয়নে
ব্যক্তিত্বকে ইষ্টীতপা ক'রে তোল,
আর, যা'-কিছু ক'রে চল—
ঐ অন্বিতশ্রদ্ধ অনুবেদনায়,
তাঁ'রই পালন, পোষণ ও আপূরণী
অনুক্রিয় আগ্রহ নিয়ে ;
ঐ আগ্রহ-উন্মাদনী
চারিত্রিক দ্যুতির সহিত
লোকসেবা-তৎপর হ'য়ে ওঠ,

ধারণ-পালনী সম্বেগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল তা'দের,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
সাত্ত্বিক ধারণ-পালনী দক্ষতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'দের অন্তর
ঈশিত্বের উদ্বোধনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল ;
ঐ উন্মাদনা প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
চারিয়ে গিয়ে
তা'রাও যেন অমনতর হ'য়ে ওঠে—
সত্তাপোষণী সমাবেশে
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগকে
বিনায়িত ক'রে,
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
উজ্জীবিত হ'য়ে ;
ঐশ্বর্য্য আবেগ-উপঢৌকনে
তোমাকে অভিবাদন ক'রবে,
আর, ঐ অভিবাদন-অবতরণিকা
লোক-অন্তরকেও
পরিপ্লাবিত ক'রে চ'লবে,
ঐ অমনতর ধরা
করা
ব্যক্তিত্বকে হওয়ায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রাপ্তির পূত হস্তে
তোমাকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলবে ;
কৃতার্থতা ভৈরব-হুঙ্কারে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে
কৃতি-সোহাগে
তোমাকে জয়মাল্য-বিভূষিত ক'রে তুলবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব

দেব-নন্দনায় দ্যুতিমুখর হ'য়ে উঠবে—
সব সার্থকতার
সার্থক সঙ্গীতির
হোম-আহুতির নির্ম্মাল্য নিয়ে। ২০৮।

তোমার ইষ্টার্থ
যা'তে উপচয়ী অর্থনায়
বাস্তবে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই তোমার স্বার্থ,
যে-স্বার্থের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও সর্ব্বতোভাবে
বাস্তবে উন্নীত হ'য়ে উঠে থাকে ;
তা'র সাথে
যতই তুমি আপোষরফা ক'রবে—
বা তোমার নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রত্যাশায়
তা'কে বাঁকিয়ে নেবে,—
অবনতিও উৎসন্ন গতিতে
তোমাকে তেমনি ধুক্ষাগ্রস্ত ক'রে তুলবে ;
তাই, ঐ ইষ্টার্থকে
যে বা যা'-কিছু সমর্থন করে,
কৃতি-পরিচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোলে—
বাস্তব বিভবান্বিত ক'রে,—
তুমি সেইগুলি গ্রহণ কর ;
সংগতিশীল তৎপরতায়
সেইগুলিকে সংহত ক'রে তোল—
কৃতি-সংগতিতে,
নিষ্পাদনী তৎপরতায়
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল ;
আর, আত্মীয়,
বান্ধব,
কুটুম্ব

বা যে-কেউই হো'ক না কেন,
যে ঐ ইষ্টার্থকে
সমর্থন-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সমীচীনভাবে
উচ্ছল তৎপর হ'তে সাহায্য করে—
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
তা'কেই তোমার আপনার ব'লে
গণ্য ক'রে নিও ;
অন্তর-আবেগ নিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,
কৃতি-অভিসারে
ঐ ইষ্টার্থকেই
প্রেরণ-মূর্চ্ছনায়
ছন্দায়িত ক'রে
যেখানে যেমন লাগে
উপাদান ও উপকরণ-বিভবগুলিকে
তেমনিভাবেই নিয়োজিত ক'রো,
এই কুশলকৌশলী দক্ষবোধ
ও কৃতিসংগতি
তোমাকে ক্রমশঃই
উৎক্রমণী তৎপরতায়
কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে,
এই মানুষী অভিনিবেশ
দেবত্বের দুর্গ রচনা ক'রে
মহত্ত্বের অচর্চনায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলবে ;
আর, এ যেমনতরভাবে তুমি
বাস্তব নিষ্পন্নতায়
নির্ব্বাহ ক'রতে পারবে—
বাধাগুলিকে
সাধুনিরোধে হটিয়ে দিয়ে,—

তোমার ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আর, যদি না কর,
বা না পার—
তুমি যে তিমিরে
সেই তিমিরেই র'য়ে যাবে,
অধঃপাতের অধস্তন বিড়ম্বনায়
বিধ্বস্ত হ'তে হবে তোমাকে ;
তাই, জাগ, ওঠ, কর,
বিকাশ-বিভবে
তোমার ব্যক্তিত্ব অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠুক—
বোধ ও প্রীতিমাধুর্য্যে
অবশায়িত হ'য়ে। ২০৯।

মাতালই যদি হ'তে চাও—
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতিকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক নিবিষ্ট শ্রেয়-অনুনয়নে
অন্তঃকরণের আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
তৃষ্ণা-সংক্ষুব্ধ অন্তরে
ঐ শ্রেয়-প্রীতিকে আকণ্ঠ পান কর,
মাতাল হও,
মাতাল চিত্ত
তোমাকে মাতাল ক'রে তুলুক—
পরিমাপিত তালিম ছন্দে ;
হাস,
নাচ,
গাও,
চল,
বল—
অমনতর দীপনা সৃষ্টি ক'রে

প্রীতি-বিকিরণায়
আশপাশ যা'-কিছুকে
অভিষিক্ত ক'রে তুলে,
মাতাল ক'রে তুলে,
নন্দনার দীপ্ত ঠমকে-ঠমকে
স্মিত ভঙ্গিমায় ;
এমনি ক'রেই
তুমি প্রেমিক হ'য়ে ওঠ,
প্রিয়-তর্পণী মাতাল ক'রে তোল সবাইকে,
মত্ততার মঞ্জুল তালিমে
বর্দ্ধনার সামসঙ্গীতে
সিদ্ধির তাপতপনায়
নন্দিত হ'য়ে উঠুক সবাই,
মাতাল হও,
কিন্তু পাগল হ'য়ো না,
সাংস্কৃতিক শুচিতাকে রক্ষা ক'রে চ'লো,
ধীমান হও,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিপ্লুতোদকে
অভিষিক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
একনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিকতায়
আত্মনিমজ্জন ক'রে। ২১০।

ইষ্টার্থ-পরিপূরণী প্রবৃত্তি নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তোমার চিত্তকে হামেশাই
লোলুপ রেখো—
এমনতরভাবে,
যে, তুমি যেমন থাক বা চল—
ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টন নিয়ে,

প্রত্যেকেই যেন ঐ পন্থাতেই
তোমার চাইতে আরো ভাল থাকে,
আর, তোমার থাকা ও চলা যেন
তেমনতর উদাহরণ সৃষ্টি ক'রতে পারে
বাস্তবভাবে,
আর, তোমার দায়িত্ব,
চেষ্টা ও যত্নও যেন
তেমনতরই হয়,
তোমার অনুপ্রেরণায়
তোমার অর্জ্জনে নির্ভরশীল না হ'য়ে
প্রচেষ্টাপরায়ণ প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকে যেন নিজের পায় দাঁড়িয়ে
উচ্ছলতায় অবস্থান করে,
আর, উপভোগ করে সবাইকে নিয়ে ;
এই লোলুপ চাহিদা
তোমার অন্তরে
এমনতর প্রেরণা ও বোধনার সৃষ্টি ক'রবে,—
যা'র ফলে, সবাইকে
ঐ প্রেরণা-উদ্দীপিত ক'রে
সক্রিয়-নিয়োজনায়
নিয়োজিত ক'রবেই কি ক'রবে,
আরো ঐ লোলুপতা
তোমার মস্তিষ্কে
বোধ-অনুসৃত পরিকল্পনারও
আমদানি ক'রতে থাকবে—
কত সহজে অমনতর ক'রতে পারা যায়,
আর, এ একে চারিয়ে গিয়ে
তা' হ'তে অন্যেও
প্রচারিত হ'তে থাকবে,
অল্পবিস্তর ক'রতেও থাকবে তা'রা তেমনি,
তা'রা করার ভিতর-দিয়ে

বাস্তবতাকে যত আয়ত্ত ক'রতে পারবে,—
আত্মপ্রসাদমণ্ডিতও তেমনতর হতে থাকবে। ২১১।

দৃঢ়-সঙ্কল্প হও—
তোমার সমস্তটি অন্তর নিঙ্ড়িয়ে
অটুট অচ্ছেদ্য নিরন্তরতা নিয়ে
অচ্যুত অভিনিবেশ-সহকারে ;
ইষ্টার্থই তোমার ধর্ম্ম,
ইষ্টার্থই তোমার উপাসনা,
বিহিতভাবে
উপযুক্ত সময়ে
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
ধী ও কর্ম্মের সমঞ্জস চলনে
ইষ্টার্থ নিষ্পন্ন করাই তোমার মোক্ষ ;
তোমার পরিবার-পরিজনের
প্রয়োজন যদি কিছু থাকে,—
ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনার অবকাশে ছাড়া
নির্ম্মমভাবে তা'কে এড়িয়ে চ'লবে ;
আর, ইষ্টার্থের জন্য যা'-কিছু করণীয়—
তা'ই তোমার প্রথম ও প্রধান,
তা'ই তোমার ক্ষীরোদ-শয়ন,
এতে যদি নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়,—
তা'ও তোমার হৃদয় স্পর্শও ক'রবে না ;
যদি পার, চ'লে এস,
দুঃখ-কষ্ট যা'-কিছুর
শুভ-বিনায়নে
ইষ্টার্থ-করণীয়গুলিকে নিষ্পন্ন কর—
উদ্যম বিকিরণা নিয়ে
উদাত্ত আগ্রহে ;
আমি বলি—
যদি পার,—

তোমার সমস্ত প্রবৃত্তির ঘূর্ণিগুলিকে
ঐ ইষ্টার্থ-উপাসনায় নিয়োজিত ক'রে
এখনই চ'লে এস,
লোকবর্দ্ধন-যজ্ঞের আহুতি হও,
লোকসেবায়
তা'দের সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
হবিঃ হ'য়ে ওঠ,
সবাইকে সুখী ক'রে
নিজে সুখী হও,
বাস্তব জগতে স্বর্গীয় সুষমা ফোটাও,
সার্থক হও,
সার্থক কর। ২১২।

প্রিয়পরম যিনি,
যিনি পুরুষোত্তম,
যিনি কল্যাণের ব্যক্তপ্রতীক,
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
উচ্ছ্বসিত কৃতী-কর্ম্মা হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
তাঁকে ভরপুর ক'রে রাখ—
উৎসর্গ-নন্দনার
একতারার
একই তারে
তাল-মান-লয়ের
মঞ্জুল নর্ত্তনায় ;
তোমার চরিত্র,
এমন-কি, প্রতিটি পদক্ষেপ,
একটি অঙ্গুলি-হেলনও
যেন তাঁ'রই বিকাশ সূচনা করে ;

তোমাকে দেখে
তাঁকেই যেন মনে পড়ে সবারই—
যে দেখে তা'রই ;
আর, এটা দাবী-দাওয়ার নয়,
হৃদয়-উৎসারণী অনুবেদনায়,
সশ্রদ্ধ মন্ত্রপূত প্রীতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অর্থাৎ, অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে—
সন্ধিৎসু সহজ বোধন-পরিচর্য্যায় ;
তা' যদি হয়,
তবেই তুমি লোকচর্য্যা-সারথি,
তবেই তুমি কুরুক্ষেত্রের পূতক্ষেত্র—
সাত্বত কর্ম্মের যাগতীর্থ,
তবেই প্রতিভূ তুমি তাঁর,
ধরিত্রীর বুকে
স্বর্গনির্ঝর তবেই তো তুমি !
তাই বলি—
যদি ভাল চাও,
তা'ই কর ;
তোমার জীবনে
ভাতিবিভোর উদ্ভাসনাকে
অবলম্বন ক'রে
মূর্ত্ত কল্যাণকে আলিঙ্গন কর—
কল্যাণ-কলস্রোতা হ'য়ে ।;২১৩।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
পরম আচার্য্য যিনি,
সর্ব্বতঃ-কৃষ্টিকেন্দ্র যিনি তোমার—
তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব,
তাঁর প্রয়োজন যখন
তখন তোমার অন্য বিবেচনার
কোন অবসরই নেইকো,

তাঁ'র সম্বন্ধে করণীয়
তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয়,
সে-জায়গায় যদি তুমি
অন্যকিছুকে প্রধান কর,—
আর, তা' যদি তোমাকে
অবাধ্যভাবে আটকিয়ে ফেলে,—
তুমি তখনই
ঐ অনুরতি হ'তে
বিচ্যুতিলাভ ক'রবে,
এবং যতক্ষণ বা যতদিন
ঐ অমনতর ক'রবে,—
অর্থাৎ, তিনি তোমার কাছে
প্রথম ও প্রধান না হ'য়ে উঠবেন বাস্তবে,—
ততক্ষণ বা ততদিন
ঐ বিচ্যুত অবস্থাই
চ'লতে থাকবে,
—অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার জীবনের করণীয়গুলিকে
শুভ-বিনায়নে বিনায়িত করা
মুশকিলই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে ;
তাই, তদনুগ চলনই
তোমার চলন হো'ক,
তাঁ'র সেবাই
সব সেবাকে নিয়ন্ত্রিত করুক,
আর, তাঁ'র জীবনে
তুমি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ—
সব সঙ্গতির সার্থক সমাহারে। ২১৪।

শ্রেয়চর্য্যী প্রবোধনায় কর,
কৃতি-উন্মাদনায় উদ্‌যুক্ত হ'য়ে ওঠ—

স্বাস্থ্যকে সুপটু রেখে ;
শত নিরাশাও যেন তোমার
উদ্যমকে প্রতিহত ক'রতে না পারে—
এমনতরই অবাধ কৃতিচলনশীল হ'য়ে ওঠ,
আর, এই অবাধ উন্মাদনাকে
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায় অচ্যুত ক'রে তোল,
তোমার বাহির ও অন্তঃকরণ
এই সমবেদনার সাম্যচলনে
উচ্ছল হ'য়ে চলুক,
তুমি অজচ্ছল কৃতকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ,
প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন
ইষ্টানুধ্যায়ী এই এমনতর কৃতি-অনুচলন
তোমাকে
তোমার সত্তাকে
রণন-উচ্ছল ক'রে রাখে ;
যা'ই কর আর তা'ই কর,
প্রথম ও প্রধান এই কর্ম্মপ্রাণতা ;
আর, সাত্বত স্হণ্ডিলে
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী
মূর্ত্ত পুরুষোত্তমে
তোমার ঐ কর্ম্ম-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে
ক্ষীরোদ-তরঙ্গে
তাঁকে নন্দিত ক'রে তোল ;
ঐ বটবর্ত্তন—
বাস্তব বর্ত্তন
তোমার অস্তিত্বের পাতায়-পাতায়
অনুলেপিত হ'য়ে চলুক ;
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচলন
তোমার সাত্বত সুষুম্নায়
অতিশায়না লাভ করুক । ২১৫ ।

তোমার অস্তিত্বে
কিংবা সত্তায়
যিনি
ধারণপালনসম্বেগ হ'য়ে—
তোমার অস্তিত্বের জীবন হ'য়ে—
জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে আছেন—
সংরক্ষণী তৎপরতায়,—
ঈশ্বর তো সেখানেই,
কৃতিদীপ্ত উপাসনায়
তাঁকে স্বস্তিসন্দীপ্ত ক'রে
বিভব-বিভূতিতে
জাগ্রত ও উৎসর্জ্জিত ক'রে রাখ,
বোধবিনায়িত
কৃতি-আরাধনায়
সব যা'-কিছুর
সুসমীক্ষু সন্দীপনা নিয়ে
তাঁকে বোধ ক'রতে চেষ্টা কর—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে ;
তোমার চেষ্টার
সার্থকতা যেমনতর,
সাফল্য যেমনতর—
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবেন
তিনিও তোমাতে তেমনতরই—
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনায়
জীবন-বেদীতে ;
আর, এ যত
তোমার জীবনে
সার্থক-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
ইষ্টনিষ্ঠ নন্দনায়
নিদেশবাহী তাৎপর্য্যে,—
দেখবে,

তিনি তোমার
তত নিকটে—
প্রত্যক্ষের আওতায় ;
ধর,
চল,
কর,
পাও,
আর, সবার অন্তরে
তাঁকে জাগ্রত ক'রে তোল,
তিনি
অন্তর-বেদীতে
অনন্ত হ'য়ে আছেন—
অসীমের আরতি-অভ্যর্থনায়। ২১৬।

তুমি তোমার অনুচলনকে
ইষ্টীপূত ক'রে তোল,
উদ্দাম অনুক্রিয় ক'রে তোল,
ইষ্টানুচর্য্যাই
তোমার উদ্দেশ্য হো'ক ;
আর, যা'ই কর না কেন,
সব করাগুলিই যেন
ঐ ইষ্টার্থে সার্থকতা লাভ করে,
তোমার বোধি, স্মৃতি, বিবেক,
বিবেচনা
স্বস্তি-বিনায়নে
সুসম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
যোগ্যতার অভিনিবেশ-অনুনয়নে
সার্থক ক'রে তুলবে,
পূত ক'রে তুলবে তোমাকে,
নয়তো, সংকীর্ণ অবশ-কর্ম্মা হ'য়ে

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
নিজেকে খিন্নতায়
পরিসমাপ্ত ক'রে তুলতে হবে। ২১৭।

অব্যক্তচেতনা যখনই ব্যক্ত-প্রতীকে
ব্যক্তি-আপন্ন হ'য়ে
দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ হন,
তুমি সর্ব্বতোভাবে
তাঁরই শরণাপন্ন হও—
তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তির
সার্থক শুভ-নিয়মনায়
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, তাঁরই জীবনবর্দ্ধন-প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
অন্বিত স্থিরিত্যে
উপচয়ী উৎসারণায়
করণীয় যা'-কিছুকে
নিষ্পন্ন ক'রে চল,
তাঁকেই তোমার সত্তার জীবন-প্রেরণায়
বরণীয় ক'রে তোল,
এই তপ-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে গ'ড়ে তোল
সর্ব্বতোভাবে তাঁরই হ'য়ে ওঠ তুমি,
এই হওয়াই প্রাপ্তি ;
মনে রেখো—
তিনিই তোমার মূর্ত্ত শুভ,
সব পূর্ব্বতনকে
সঙ্গতির সন্দীপ্ত সার্থকতায়
তাঁতেই মূর্ত্তিমান যতই দেখতে পাবে,
অনুভব ক'রতে পারবে যতই—

নির্দ্বন্দ্বতার শুভ-অর্থনায়,—
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ,
প্রতিটি অনুচলন
চারিত্রিক বিকিরণায়
ব্যক্তিত্বের ভূমায়িত প্রতিভায়
বোধির বিশাল সত্ত্বে সমাহিত হ'য়ে
তোমাকে অমৃত-ভূমা ক'রে তুলবে ততই ;
একটুও কেঁপো না,
অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তির স্বতঃ-অনুশাসনকে
তাঁ'রই উৎসর্জ্জনায় নিয়োজিত ক'রে
সার্থক ক'রে তোল—
নিন্দাস্তুতিতে বিচলিত না হ'য়ে
ক্ষমা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী বিভূতি নিয়ে ;
তাঁ'রই উৎসর্গে নিজেকে
উপচয়ী মহত্ত্বে মহীয়ান ক'রে—
গর্ব্বে নয় গৌরবে,
তৃপ্তির শাম্ভবী ছন্দে ;
পুণ্য তোমাকে পূত ক'রে তুলুক,
স্বস্তি তোমাকে মহান্ ক'রে তুলুক,
শান্তি তোমাকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে
প্রতিটি লোকমন্দিরে—তাঁ'রই
পূজারী ক'রে তুলুক,
তুমি সার্থক হও,
আর, তোমার ঐ উৎসর্গীকৃত ধূলিকণায়
সবাই সার্থক হ'য়ে উঠুক। ২১৮।

কাউকে তোমার প্রীতিভাজন শ্রেয় ব'লে
যদি মনে কর,

আর, তোমার জীবনে তাঁকে যদি
মুখ্য ও পরম বাঞ্ছিতই ক'রে তুলতে চাও—
ধারণে, পালনে, পরিচর্য্যায়,
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার আন্তরিক যোগাবেগ
তাঁর ব্যক্তিত্বে
যদি সুনিবন্ধনে নিবদ্ধ না হয়,
তাহ'লে তা'র
অন্তর ও বহিঃ-পরিচর্য্যায় নিরত থাকা
তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
কারণ, তাঁর চাহিদা
ও শুভ-অশুভগুলিকে
যদি তুমি তোমার অন্তরে
বোধই না ক'রতে পার,—
সৌষ্ঠব-নিয়মনায়
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাঁর স্বস্তি বিধান করা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে ;
আর, তাঁর চাহিদা ও চলন-অনুযায়ী
তোমার ব্যক্তিচরিত্র
অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠবে না,
যে-অনুরঞ্জনা
তদনুগ একায়নী অনুনয়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে,
আর, ঐ বিনায়নী অনুপ্রেরণা
তোমাকে
এমনতর আগ্রহদীপ্ত ক'রে তুলবে না,—
যা'র ফলে, তুমি
সব দিক্-দিয়ে
তাঁর মনোজ্ঞ

ও উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পার ;
তুমি স্ত্রীই হও,
আর, পুরুষই হও,
শৌর্য্য-দীপনা
বা পৌরুষ-দীপনার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার যা'-কিছুকে
অন্বয়ী অর্থান্বিত ক'রে
ঐ শ্রেয়দীপনায় ফুল্ল ক'রে তোলা
কঠিনই হ'য়ে উঠবে—
অনুগতির সাফল্য-সুন্দর সম্বেগ নিয়ে ;
তাই, বাক্যে, ব্যবহারে, চলনচরিত্রে
ঐ শ্রেয়প্রাণতা নিয়ে চ'লতে থাক,
লাখো ঝঞ্ঝাটের ভিতরও
তোমার হৃদয় ভরপুর থাকবে,
স্বস্তির শুভ-আলিঙ্গন
তোমাকে নন্দিত ক'রতে ত্রুটি ক'রবে না ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ের প্রতি
ঐ অনুকম্পী যোগাবেগই
প্রতিটি বিশেষকে
বোধদীপ্ত ক'রে
তা'র জীবনে
বিশ্বসঙ্গীতির সৃষ্টি ক'রে থাকে। ২১৯।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
পুরুষোত্তম যিনি,
তোমার পরম আচার্য্য যিনি,—
তোমার হৃদয়ে যতটুকু সম্বল আছে
তা'ই দিয়েই তুমি তাঁকে ভালবাস,

এ ভালবাসা যেন তোমার
স্বার্থের জন্য না হয়,
তাঁকে ভালবেসে
তদনুচর্য্যী অনুচলনে
নিজেকে ধন্য ক'রে তোলাই
যেন তোমার
আগ্রহ-আবেগ হ'য়ে চলে ;
তোমার যা'-কিছু চাহিদা,
যা'-কিছু প্রবৃত্তি
সবগুলির প্রতিপ্রত্যেককে
তাঁ'রই শুভপ্রসূ অনুচর্য্যায়
নিয়োজিত কর,
আর, এই নিয়োজন যেন
অলস নিয়োজন না হয় ;
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
দক্ষযুত যোগ্যতার
অভিসারিণী অনুক্রমণে
তাঁ'র পালন, পোষণ ও পরিপূরণায়
নিজেকে নিয়োজিত কর—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদী অনুচলন নিয়ে ;
এমনতরভাবে যতই তাঁ'কে
উপচয়ী ক'রে তুলবে,
ঐ যাজনায় তাঁ'কে যতই
প্রতিষ্ঠিত ক'রবে,
ঐ নমস্কারে যতই তোমাকে
আনত ক'রে তুলবে—
সুব্যবস্থ সমঞ্জস চলনে,
তোমার বিশ্বের
প্রতিটি ব্যষ্টির ও সমষ্টির

শুভ-নিয়মনায়,—
তোমার ব্যক্তিত্ব প্রাজ্জ্বদীপনায়
বোধদীপালী হ'স্তে
সব্যষ্টি বিশ্বকে
তেমনি ক'রেই
তর্পিত নন্দনায়
উৎসারিত ক'রে তুলতে পারবে ;
ঈশ্বর-আশিস্
উল্লসিত জয়গানে
তোমার মস্তকে
প্রীতিপুষ্পবৃষ্টির স্নেহলচর্য্যায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
শিবদ ক'রে তুলবে,
তোমার ব্রাহ্মী-অভিযানের
প্রথম প্রবেশই যেন
এমনতর হ'য়ে ওঠে—
অচ্যুত অকাট্য আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে। ২২০।

প্রিয়পরমে সুকেন্দ্রিক হও,
যিনি প্রিয়পরম
তিনিই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ,
তোমার জীবনচলনার পাথেয়
তাঁকেই ক'রে নাও—
সুনিষ্ঠ অনুক্রিয় তৎপরতায়,
তাঁরই ভজনদীপনায়
নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে,
অনুশীলন-উৎসারণী সম্বেগ নিয়ে,
শুভপ্রসূ অনুচর্য্যায় ;
খুঁজেপেতে দেখ—

প্রতিটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভিতর
কোন্ চরিত্রে
তাঁর আভা কতটুকু পাও,
আর, তেমনি ক'রেই
প্রীতি-দীপনা নিয়ে
যা'র ভিতর তাঁর দ্যুতি যতখানি পাও,—
সেই দ্যুতি-দ্যোতনায়
তেমনতরই উদয়নী অনুচর্য্যায়
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
তোমার আওতায়
ভরদুনিয়ার যা'কেই পাও না কেন,
যা'কেই দেখ না কেন,
বোধিচক্ষুর সুবীক্ষণী তৎপরতায়
তেমনি ক'রেই তা'কে দেখ,
ও তদনুগ চলনায় চল,
আর, ঐ চলনা যেন
তোমার প্রিয়পরমে
প্রতিনিয়তই অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবতায়,
পুঙখানুপুঙখ সার্থক সঙ্গতিশালী
দর্শনের ভিতর-দিয়ে
সুক্রিয় বিনায়নী তৎপরতায় ;
এমনি ক'রে
প্রতিটি যা'-কিছুর ভিতর
ঐ দর্শনদীপ্ত তোমাকে
ব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
আর, একসূত্র-সঙ্গতিতে
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিহিত রচনাকে
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়

ঐ সূত্রানুপাতিক
অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে তোল—
বিহিত সংযুক্ত বিশেষ বিভবে
অধিষ্ঠিত থেকে ;
এমনি ক'রে, ঐ অন্বিত সার্থক সঙ্গতির
শুভ-চলনের ভিতর-দিয়ে
সৎ ও অসৎ যা'-কিছুর
সুদীপ্ত সাক্ষাৎ পেয়ে
সেগুলিকে বিহিতভাবে
যথাপ্রয়োজন অনুবেদনায়
ঐ পরম আচার্য্যে
অনুক্রিয় ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
তত্ত্বতঃ
ঐ প্রিয়পরম বা ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য যিনি তোমার,
ব্যাপ্তি-বিনায়নী তত্ত্বদৃষ্টির
সমাহারী তাৎপর্য্যে
তাঁকে জান,
পরিচিত হও—
উপচয়ী অনুনয়নে
প্রাজ্ঞ বোধনা নিয়ে ;
—এই প্রজ্ঞাই ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞা,
আর, যে-প্রত্যয়ে উপনীত হ'লে
তা'ই ব্রহ্মদর্শন,
আর, এই দর্শন-ধ্যায়িতা
ধৃতিদীপনায়
তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
যেমনতর বিনায়িত ক'রে তুললো—
বাস্তব দ্যোতনায়,
তাই-ই-হ'চ্ছে তোমার পরম প্রাপ্তি ;
আর, ঐ সূত্র-সঙ্গতি

সক্রিয় বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সপরিবেশ প্রতিটি সত্তাকে
তা'র আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য মরকোচ-সহ
যে বিহিত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বে
উদ্বর্ত্তিত ক'রে তুলেছে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমিকতায়,
তৎসম্বন্ধীয় অনুধাবনী অনুভবই
তোমার উপলব্ধ ব্রাহ্মী-বোধনা ;
এই বোধনা যতই তোমাতে
স্বতঃ হ'য়ে উঠল,—
তুমি ততই জানা না-জানার
পাল্লার বাইরে চ'লে গেলে,
তুমি কী জান
বা কী না-জান—
সে-সম্বন্ধে প্রশ্নহীন ও বেমালুম তুমি ;
জ্ঞান-বীজ
যে-বিষয় বা ব্যাপারের ভিতর
অধিষ্ঠিত থেকে
দর্শন-তাৎপর্যে
যে-স্ফুরণার সৃষ্টি ক'রবে,—
স্বাভাবিক সম্বেদনায়
তাই-ই তোমার কাছে উপস্থিত হবে,
তুমি তখন চঞ্চল হ'য়েও
শান্ত,
পরমজ্ঞানী হ'য়েও মূঢ়তুল্য,
শুভ-সক্রিয় হ'য়েও
স্থবির তুমি । ২২১ ।

ইষ্টার্ঘ্যই বল,
আর, ইষ্টভৃতিই বল,—

যা' তোমার ভবজলধির পরম ভূমি,
—শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
নিখুঁতভাবে পরিপালন কর
তা'কে,
কোন সর্ত্ত, হিসাব, কৈফিয়ত বা কামকামনার
লেশ-মাত্রও
যেন না থাকে তা'তে ;
যতই এমনতর কামকামনা রহিত হবে—
তাঁ'র অন্তর-সাক্ষাৎকারও ততই
প্রতিফলিত হবে তোমার কাছে ;
ধ্যান-জপ-পরায়ণ হ'য়ে
অর্থ-ভাবনায়
সঙ্গতি-সন্ধিৎসা নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত রাখ,
আর, তোমার চিন্তা ও কর্ম্মজীবনের
প্রতিপদক্ষেপে
ইষ্টানুশাসন-অনুশীলন-তৎপর হও—
সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা নিয়ে,
বিবেকোচ্ছল অনুনয়নে,
বোধনার উদগ্র বীক্ষণায়,
আর, এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে
নিজেকে উৎসর্গ কর তোমার ইষ্টে—
ইষ্টীপূত প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে,
ব্যক্তিত্ব তোমার ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
বিনায়িত হ'য়ে উঠুক,
আর, বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক
তোমার চরিত্রে তা'—
অচ্যুত অনুকম্পী নিদিধ্যাসনায়,
উৎকণ্ঠ প্রীতি-আবেগ নিয়ে,
উদগ্র আগ্রহ-অন্বিত

সম্বেগশালী সুক্রিয় সদিচ্ছ তৎপরতায়,
আর, ঐ তৎপর অভিনিবেশ
তোমার ব্যক্তিত্বকে
যোগ্যতায় আরূঢ় ক'রে
যোগারূঢ় ক'রে তুলুক তাঁ'তে—
যা'-কিছুর সাত্ত্বিক অনুনয়নী
নিবেশ-অনুক্রমায়
সার্থক সঙ্গতিতে
ইষ্টার্থ-সূত্রে
গ্রথিত ক'রে সব,
আর, ঐ সূত্রই ব্রাহ্মী-সূত্রে
উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক—
তোমার জীবনস্রোতকে
বিলোড়িত ক'রে ;
এই তাপদীপ্ত তপস্যা-উৎক্রমণার
অভিযান-সহ
তুমি তোমার যা'-কিছু বিশ্বকে নিয়ে
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ওঠ—
ঐ পর ও অপর—
বর ও অবর ইষ্টব্যক্তিত্বে,
তৃপ্তির পরম আলিঙ্গনে
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ—
স্বস্তি, শান্তি, স্বধার
সুনিয়ন্ত্রিত আলিঙ্গন-উৎসর্জ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেককে সার্থক ক'রে
ঐ উৎসর্গের হোমযজ্ঞে। ২২২।

শোন আবার বলি—
তোমার জীবনচলনার
প্রথম ও প্রধান মরকোচই হ'চ্ছে

ইষ্টনিষ্ঠ হওয়া—
সক্রিয় অনুচর্য্যায় ;
তোমার নিজ চাহিদা বা স্বার্থের
যা'-কিছু থাক না কেন,
তা'কে বা সেগুলিকে
ইষ্টার্থ-অনুসেবনায়
উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
একটা আবেগ-আগ্রহদীপ্ত
প্রবণতা নিয়ে,
অচ্যুতভাবে,
নিজের মান, সম্মান বা মর্য্যাদার দিকে
দৃক্‌পাত না ক'রে :
আর, তাঁ'র জন্য যা'-কিছু করণীয়
ঐ স্বার্থে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
ঘোর স্বার্থপরের মতন
সন্ধিৎসু ত্বরিত দীপনায়
দক্ষতার সহিত
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রে যাও,
এমন-কি, তোমার বেঁচে থাকা
ও বেড়ে চলাকেও
ঐ স্বার্থেই
উৎসর্গীকৃত ক'রে রেখো,
জীবন-প্রয়োজনগুলিকে
এমন-কি, প্রবৃত্তিগুলিকেও
ঐ অমনতরভাবে
তাঁ'রই সেবাস্বার্থে নিয়োজিত কর—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত উদ্যম নিয়ে
আত্মপ্রসাদের আশিস্‌-চাহিদায়
নিজেকে মসগুল রেখে ;
এমনতর অনুকম্পী অনুবেদনায়
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে

নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাক—
যা'তে কোথাও শৈথিল্য না আসে
বা ঠ'কতে না হয় ;
এই চলনে নিজেকে
বিনায়িত ক'রে চ'লতে চ'লতেই
দেখতে পাবে—
তুমি আত্মস্বার্থ বা আসক্তির জন্য
কিছুই ক'রছ না,
একটা আগ্রহদীপ্ত কর্ম্মমুখর
অনাসক্ত জীবন নিয়ে চ'লছ,
আর, তোমার চাহিদার ভার
তোমাকে সঙ্কুচিত বা নিরুদ্ধ
ক'রতে পারছে না,
ফলে, তোমার চলনগুলি
তরতরে, সুক্রিয়, তৎপর
ও ক্রমশঃ নিখুঁত হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
এই নিখুঁত চলনা
জাগ্রত প্রীতি-অভিযানের ভিতর-দিয়ে
তোমার সমস্ত দুনিয়াকে
এমনতর সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে থাকবে,—
যা'র ফলে
তুমি স্বতঃ-প্রণোদনায়
উদ্বর্দ্ধন-উদ্দীপ্ত ছান্দিক অনুচলনে
সব কিছুরই মরকোচকে ভেদ ক'রে
উপাদান-সামান্যের সার্থক সূত্রে
সুদর্শী বিনায়নায়
সম্বুদ্ধ ও সম্বদ্ধ হ'য়ে
একটা স্থৈর্য্যপূর্ণ উত্তাল
বোধিবান ব্যক্তিত্বে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি তো স্বস্তির অধিকারী হবেই,

স্বস্তি-বর্ষণায়
সব্যষ্টি প্রতিটি পরিবেশও
ঐ অমনতরভাবেই
ঐ পথেই
গ'জিয়ে উঠতে থাকবে,
তোমার সুকেন্দ্রিক কর্ম্মমুখর দেবজীবন
নির্ব্বাক্ ছন্দে ব'লতে থাকবে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।"
সার্থক হবে তুমি ;
প্রার্থনা করি তাঁর কাছে—
তোমার উপনীতি-আরম্ভ
এমনতরভাবেই
অভিযান-দীপ্ত হ'য়ে উঠুক। ২২৩।

তুমি কল্যাণ ও সংহতি-সম্বেগশালী
এমন কোন আশ্রয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
কল্যাণদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
তোমার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
ঐ কল্যাণে উদ্বুদ্ধ ক'রে
যোগদীপনাকে উচ্ছল ক'রে তুলে,—
যা'তে প্রতিটি সত্তা
ঐ আশ্রয়ে সংহত হ'য়ে ওঠে,
এমনতর একটা বিন্যাস সৃষ্টি ক'রে তোল,
এই তোলার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই
তোমার ব্যক্তিত্ব ;
এর ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিমুখর উদ্দীপনার অনুপ্রেরণায়
বিহিত বিন্যাসে

তোমরা
সম্বর্দ্ধনার চলনায়
ঋদ্ধি ও শান্তির অধিকারী হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
অনুচর্য্যার বিহিত তৎপরতায়
সুসঙ্গত হ'য়ে
তোমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সুনিয়ন্ত্রণী নিয়মনায়
ক্রম-পদক্ষেপে
ক্রম-বর্দ্ধনায়
এগিয়ে নিয়ে চল—
যা' তোমাদের ব্যাহত করে
তা'র প্রতিবাদ ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
ঊর্জ্জী পরাক্রম-তৎপরতা নিয়ে
ঊর্জ্জী সম্বেগের অধিকারী হ'য়ে,
ঐ বর্দ্ধনার আঘাত, ব্যাঘাত,
বিড়ম্বনা যা'-কিছু
সবগুলিকে নিরোধ ও নিরাকরণে
তিরোহিত ক'রে,
বা স্বস্তি-সংহতির আওতায় ফেলে
তা'দিগকে স্বস্তির উপযোগী ক'রে—
যেখানে যেমন সম্ভব
তাৎপর্য্য-অনুপাতিক ;
নিজে দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
ধৃতি-অনুচর্য্যায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠ,
অঞ্জলির প্রীতিজল-সিঞ্চনে
ঐ কেন্দ্রদেবতাকে নন্দিত ক'রে তোল—

ধারণে, পোষণে, বর্দ্ধনে,
আপূরণী হবিঃনিষ্যন্দী আহুতির
উচ্ছল উৎসর্জ্জনে ;
আর, তোমরা
প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে
ঐ প্রসাদ-নন্দিত হবিঃকে
পরিবেষণ ক'রে
পুষ্ট হ'য়ে ওঠ,
ধারণে, পালনে, আপূরণী তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
স্বার্থ ও সন্দীপনা হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনী, অনুশ্রয়ী
সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার আহরণে
যোগ্যতর হ'য়ে ওঠ,
আর, এমনই তৎপরতায়
তোমাদের যোগাবেগ
ধারণদীপনায় ধৃতিমুখর হ'য়ে
সব যা'-কিছুরই
বিবর্দ্ধনী যাগ-নিরত হ'য়ে
চ'লতে থাকুক,
তোমাদের থাকা যেন
থাকাকেই আহ্বান করে ;
এমনতরই আরো আরোতরভাবে
সুষ্ঠু সৌম্য-সম্বর্দ্ধনায়
তর্পিত চলনে
সকলেরই তৃপ্তিকেন্দ্র হ'য়ে ওঠ—
পারস্পরিকতা নিয়ে,
এই মরজগতে
তোমাদের এই সুকেন্দ্রিক সুতৎপর
অনুচলন

অমৃত বহন করুক,
অমর দ্যোতনায়
প্রত্যেকের অন্তররাজ্যকে
স্বর্গরাজ্যে পরিণত ক'রে তোল,
আর, ঐ স্বর্গ
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক
তোমার ঐ ধৃতি-পুরুষে,
সার্থকতা পরমার্থের হবিঃ বহন ক'রে
তৃপ্তি-চলনে তোমাদিগকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলুক। ২২৪।

জীবনকে
ইষ্টানুগতিসম্পন্ন ক'রে তোল,
তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগ-নিবন্ধনায়
নিবিষ্ট আনতিসম্পন্ন ক'রে
তোমার কর্ম্মগুলিকে
ইষ্টার্থ-অনুপোষণী ক'রে তোল—
তাঁকেই উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অনুপোষিত ক'রতে,
উদ্দেশ্যই তা'ই হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
তদ্-অনুচর্য্যী ক'রে তোল—
তাঁ'রই কল্যাণের হোম-আহুতি ক'রে ;
তোমার জীবন-যজ্ঞ
এমনি করেই
নিষ্পন্নতায় অবাধ ক'রে তোল,
আর, ঐ যজ্ঞপূত হবিঃ-আহরণে
তোমার পরিবার ও পরিবেশকে
বর্দ্ধনা-পরিস্রুত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতায়

অনুপ্রাণিত ক'রে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে, ক'রে
সেই হওয়া ও করার অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে ;
এই অনুচর্য্যী কর্ম্মনিরতি
তোমাতে যতই
মুখর উদ্দীপনায়
আগ্রহ-উৎসর্জ্জনী সক্রিয়তায়
নিয়োজিত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ধীও অমনতরই
ক্রম-বিন্যাসশীল হ'য়ে
পরিপুষ্টি লাভ ক'রবে,
তোমার কর্ম্মগুলিও
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নিষ্পন্নতার অভিনিবেশ-উদ্দীপনায়
আরো আরো সম্বেগশালী হ'য়ে
ধারণে, পোষণে, পালনে
উদগ্র হ'য়ে উঠবে,
যে-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি, তোমার পরিবার-পরিবেশ
সংহত হ'য়ে
ঐশী-অনুবেদনায়
ধৃতিবাহী চরিত্রে
উদ্ভাসিত হ'য়ে
সবারই স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার
ব্যক্তপ্রতীক হ'য়ে উঠবে,
তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হ'য়েও,
নিরলস কর্ম্মিষ্ঠ জীবনে
অধিরূঢ় থেকেই
জীয়ন্ত চলনে

অভিদদীপ্ত রইবে,
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
ভালমন্দের শুভ-নিয়ন্ত্রণে
তোমাকে ঐশীধর্ম্মী ক'রে তুলবে,
তুমি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য পরিব্যাপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে ধন্য ক'রে
যোগ্যতার যুত আহ্বানে
দেদীপ্য ক'রে তুলবে,
আবেগ-উদ্বুদ্ধ প্রণতি নিয়ে
তাত্ত্বিক সঙ্গীতিতে
তোমার অন্তর-উৎসারণা
পূত ধ্বনিতে ব'লে উঠবে—
ইষ্ট আমার !
তুমিই ব্যক্ত ঈশ্বর,
তুমিই পর-ভাবাত্মক পরমেশ্বর !
আমার আভূমি-লুণ্ঠিত প্রণাম
গ্রহণ কর,
আশীর্ব্বাদ কর—
তোমাতে পূত হ'য়েই থাকি,
তোমাতে পূত হ'য়েই যেন চলি । ২২৫ ।

১। ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থ যা'-কিছুর অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনে সক্রিয়ভাবে
প্রথম ও প্রধান ক'রতে চেষ্টা কর ;
২। এর সঙ্গে সঙ্গে
যাজন-যাজনার সহিত
লোক-অনুচর্য্যার

যা'-কিছু পার—
ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
আর, তপজপ ইত্যাদি
তাঁ'র অনুমোদিত যা'-কিছু,
তা' ক'রতে বিরত থেকো না—
বিশেষ কারণ-ব্যতিরেকে ;
চলার ফাঁকে-ফাঁকে
কিংবা বিশ্রামের সময়
তাঁকে চিন্তা ক'রো এবং
তাঁ'র বাণীগুলিকে স্মরণে এনে
তা'র কিছু-না-কিছু অনুশীলন ক'রবেই—
রোজই নানা রকমে ;

৩। নিয়মিতভাবে ইষ্টভৃতি
ক'রবেই কি ক'রবে ;

৪। তা' ছাড়া, সাধু চেষ্টায়
প্রত্যহ কিছু-না-কিছু
অর্থাৎ, প্রীতিপ্রদ ব্যবহারোপযোগী
জীবনীয় কিছু সংগ্রহ ক'রে
তাঁকে বাস্তবে উপহার দেবে—
তোমার শক্তিতে যতখানি কুলায় ;
ইষ্ট-সান্নিধ্যে যদি না থাক,
আর, তৎসকাশে পাঠাবার
সুবিধা যদি নাই হয়,—
তাহ'লে ইষ্টার্থে
কোন শ্রেয়জনকে দিও ;
যা'দের ভরণ-পোষণ
ইষ্টের উপরই নির্ভর করে—
তা'রা যদি দৈনন্দিন অবশ্য অবশ্যই
এমনতরভাবে সংগ্রহ ক'রে
ঐ তাঁ'রই সেবানুচর্য্যার
অর্ঘ্য-স্বরূপ নিবেদন করে,

তা'রাও অনেক বিকৃতির হাত হ'তে
রেহাই পেতে পারবে এতে ;
তবে এটা কর্ত্তব্য-নিবন্ধন হ'লে হয় না,
অন্তর-আগ্রহ-নিবন্ধন হওয়া চাই ;

৫। ইষ্টের স্মরণ ও প্রীত্যর্থে—
তুমি ভালবাস
এমনতর কোন জিনিষ
উৎসর্গ ক'রো—
তোমার স্বাস্থ্য যা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে
তা'র প্রতি লক্ষ্য রেখে ;
জীবনে সেটিকে
নিজের তৃপ্তির জন্য
আর ব্যবহার ক'রো না ;

৬। ইষ্টার্থ-শুভ করণীয় যা'-কিছু
তা' ক'রতে
পারতপক্ষে অবহেলা ক'রো না,
আর, অন্যেরও শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
পারতপক্ষে বিরত থেকো না ;

৭। ইষ্ট-নীতি-বিধিগুলিকে
যথাসম্ভব পরিপালন ক'রে চলো—
হাতেকলমে,
কথায়-কাজে ;
অন্তর-আগ্রহ নিয়ে
কিছুদিন ক'রেই দেখ না কী হয় !
এমনি ক'রতে ক'রতে এগুতে থাক,
তোমার ছোট্ট জীবনে
এই অনুষ্ঠানগুলি
যত বাস্তবে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
ভেবেচিন্তে না দেখলে
বুঝতেই পারবে না—
তুমি কতখানি বেড়ে উঠেছ অজান্তে ;

আমার কথা কি শুনবে ?
তা' কি তুমি ক'রবে ?
ক'রলে দেখতে পাবে—
স্বস্তিও ধীর পায়ে
এগিয়ে আসছে তোমার জীবনে। ২২৬।

কর্ম্মহীন সাধু—
যা'দের কোন-কিছু নিষ্পন্ন করার
বালাই নেইকো,
দুনিয়ার ভজনদীপনা,
পরিবার-পরিস্থিতির উৎকর্ষী সেবা,
এক-কথায়, ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী
ধৃতি-পরিচর্য্যা
যা'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে,
ইচ্ছাকৃতভাবে অশক্ত যা'রা তা'তে,—
এমনতর সাধু, সন্ন্যাসবিলাসী
বা ছন্নকর্ম্মা যা'রা,
ধর্ম্ম ক'রতে গিয়ে
তা'দের খপ্পরে যা'রা প'ড়বে,
—আমি শৌর্য্যদীপনা নিয়ে বলছি—
তা'রা নষ্ট পাবে,
মানুষ হ'তে গিয়ে অমানুষ হবে ;
তুমি প্রথমতঃ আচার্য্যে উপনীত হ'য়ে
দীক্ষার অনুশীলনায়
আচার্য্য-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
সব যা'-কিছুর সম্যক্
বিনায়ন-ব্যবস্থিতির সহিত
ভজন-সৌকর্য্যে,
এক কথায়, সেবা-সৌকর্য্যে—
প্রীতি-উৎসর্জ্জনী শুভ-নিষ্পাদনায় ;

তোমার সন্ন্যাসের আরম্ভ হবে তখন থেকে—
যখন তুমি আচার্য্যার্থে
আত্মনিয়োগ ক'রে
সমীচীন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
যা' সব-কিছুকে
তদনুগ বিনায়নে
পরিচালিত ক'রে তুলবে,
এই কৃতিব্যবস্থাই সন্ন্যাসের প্রথম ধাপ,
আর, এই কৃতি-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
প্রাজ্ঞ বোধনা
তোমার ব্যক্তিত্বে উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
আর, সেই প্রাজ্ঞ বোধনায়—
ইষ্টার্থী ধারণ-পালন-পোষণায়
নিজেকে সমাহিত করাই হ'চ্ছে—
সন্ন্যাসের চরম পরিণতি ;
এমনতর সমাহিত যাঁ'রা
তাঁ'রাই প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্য,
এই ধর্ম্মাচার্য্য যাঁ'রা,
তাঁ'রা কী জানেন না—
কী বোঝেন না—
তা' ধারণা করাই দুষ্কর—
এমনতরই কৃতিমুখর
প্রাজ্ঞচেতনা নিয়ে
তাঁ'রা চ'লে থাকেন ;
আর, তুমিও তা'ই হও,
তোমার সব যা'-কিছু
সম্যক্ ধারণায় সমাধি লাভ করুক—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে,
ঐ ইষ্টে—
ঐ পুরুষোত্তমে—

যিনি আচার্য্যদের আচরণীয় পরম কেন্দ্র,
আর, এমনি ক'রেই
অমৃতত্ব আহরণ কর,
অমৃতজীবী হ'য়ে ওঠ ;
আর, তোমার সাধনপ্রসাদে
দুনিয়ার যা'-কিছু
প্রতিপ্রত্যেকে
সৎ ও অসতের বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অমৃত-আয়ু হ'য়ে উঠুক ;
তোমার সিদ্ধি ওখানে,
তখনই তুমি সিদ্ধার্থ,
বাস্তব সন্ন্যাসী তখনই তুমি,
আর, বাস্তবতায়
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তখনই তোমার ;
তোমার করণীয় কিছু না থাকলেও
তুমি স্বতঃ-কর্ম্মস্রোতা,
কৃতি-উৎস তুমি,
অজচ্ছল সাত্বত কর্ম্ম
স্তবন-আরাধনায়
সামগীতির সুন্দর আহ্বানে
ঐশ্বর্য্যের পরম প্রদীপ্তি-আহুতির সহিত
স্থিরদৃষ্টিতে তোমাকে
অবলোকন ক'রতে থাকবে ;
তোমার ধন্য-বোধ
দুনিয়াকে ধন্য ক'রে তুলবে বাস্তবে—
কৃতি-ঐশ্বর্য্যে। ২২৭।

প্রথম কথাই হ'চ্ছে—
আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব ইষ্টানুরাগ,

যে-রাগ তোমাকে উৎসাহ-উদ্যমে
উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে—
একটা উচ্ছল অচ্ছেদ্য
অনুস্রোত-নিরতি নিয়ে,—
যা'কে বলে নিষ্ঠা-নন্দিত
সুসন্ধিৎসু সম্বোধি ;
আর, এইটিই
তোমার চিন্তা,
ভাবা, বলা ও করাগুলিকে
প্রেরণা-প্রভবান্বিত ক'রে রাখে,
যা'র ফলে
তোমার কৃতিচলন
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে চলে ;
প্রথমেই দেখ—
তোমার প্রেষ্ঠ,
ইষ্ট
বা প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'র প্রতি সন্ধিৎসা-প্রবুদ্ধ
আকূত-অনুচর্য্যী অনুবেদনা
তোমাকে কেমনতর পেয়ে বসেছে,
হিসেব ক'রে দেখ—
তাঁর প্রতি কত কী করার ছিল,
কী কী ক'রেছ,
কী কী করনি ;
এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে—
তোমার অন্তঃকরণ
তাঁ'তে কতখানি ধৃতিমুখর হ'য়ে চ'লেছে,
বা তা'তে খাঁকতিই বা র'য়েছে কতখানি,
কারণ, যেখানেই খাঁকতি আছে—
সেখানেই গোলমাল পাকিয়ে
যা' করণীয় তা' ক'রতে পারনি,

তাই, সেগুলি সংগতি নিয়ে
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে পারেনি—
সময় ও সুবিধা-মত
সব চলনগুলিকে অর্থান্বিত ক'রে ;
তা'রপর দেখ—
তাঁ'র চাহিদা বা নিদেশ
কেমনতর সন্দীপনা নিয়ে
আগ্রহ-আকৃষ্ট হ'য়ে
কেমন ত্বারিত্যে
সুনিষ্পন্ন ক'রেছ,
আর, তা' কত,
করনি-ই বা কতগুলি,
সুযোগ-সুবিধা হয়নি
বা সময় পেয়ে ওঠনি !
যেগুলি দেখবে, পারনি,
বুঝে নিও—
তোমার অন্তঃস্থ সম্বেগ
এমনতর উচ্ছল প্রভাবে
সচ্ছল হ'য়ে ওঠেনি,—
যা'র ফলে
ঐ নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে
চলনার সাথে-সাথে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থভাবে বিন্যস্ত ক'রে
তাঁ'র নির্দ্দেশিত করণীয়গুলিকে
সমাধান ক'রতে পার ;
তা'র মানে—
তোমার কৃতিসম্বেগ
ঐ নিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে
তা' ক'রতে পারেনি ;
তারপর ভেবে দেখ—

তোমার স্বাস্থ্য ও সম্পদগুলিকে
ঐ প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায়
কেমনতর সুব্যবস্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক'রে
রাখতে পেরেছে—
স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
যতটুকু তা' পারনি,
তার মানে—
তোমার নিষ্ঠাপ্রভাব
সুষ্ঠু সমীচীন চাপে
ঐ বিকৃত, ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তিগুলিকে
সমীচীন ব্যবস্থিতিতে এনে
তোমার স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারোনি ;
যদি পার
রোজই,
নয়তো, অন্ততঃ মাঝে-মাঝে
এগুলি খতিয়ে দেখো,
এতে জাগ্রত থাকবে,
আর, বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে পারবে,
চৌকস চলনে
নিজেকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
পারবে ক্রমশঃই,
ঐ পারগতা
তোমার জীবনদাঁড়াকে
সলীল স্বতঃস্ফূর্ত্তনায়
সুন্দরে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমিও সুখী হবে,
অন্যেও সুখী হবে । ২২৮ ।

ইষ্টসন্নিধানে থাকতে গেলেই
বেশ ক'রে মনে রেখো—

ইষ্টার্থকেই
নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে হবে,
সেখানে তুমি কিছু পাবেই—
এমনতর স্বার্থ-প্রত্যাশা রেখো না,
তাঁ'র জীবন-উদ্দেশ্যই
তোমার জীবন-উদ্দেশ্য ক'রে তোল,
ইষ্ট, আচার্য্য বা অধ্যাপক-নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
অটুট ক'রে ধ'রে রেখো—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তাঁ'র নিদেশগুলিকে
বিহিত ত্বরিত্যের সহিত
নিষ্পাদন ক'রো—
উপযুক্ত আচার-ব্যবহার,
সহানুভূতিপূর্ণ অনুকম্পা
ও বোধদীপনী উৎসর্জ্জনা নিয়ে ;
সব যা'-কিছু খতিয়ে দেখ,
যা'-কিছু শুভপ্রসূ
তা'ই তাঁ'কে নিবেদন ক'রো ;
পাওয়ার প্রত্যাশা রাখলেই
তোমার নিষ্ঠা যাবে
ঐ পাওয়ার অর্থ যা'—
তা'তেই,
আনুগত্য ও কৃতিও হবে তেমনতর
তিনি যদি কখনও
নিজের ইচ্ছায় কিছু দেন—
তা' স্বর্গীয় অবদান ব'লে
গ্রহণ ক'রো ;
অভিমান, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার
—এগুলিকে ক্রমে-ক্রমে
সংযত ক'রে ফেল ;

তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই
সহানুভূতিপূর্ণ অবদান হ'য়ে ওঠ—
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে ;
আর, নিজের বেলায় তো বটেই,—
সব বিষয়েই
ধৃতি-পরিচর্য্যা ক'রে
তা'র বিশেষত্বকে অবগত হ'য়ে
কোথায় কেমন ক'রে
কী ক'রতে হয়
তা' নির্ণয় ক'রে
নিজেকে দক্ষ ক'রে রাখ—
পরিচর্য্যাব্যস্ত, কর্ম্মব্যস্ত
অভিদীপনা নিয়ে,
যেমন হাতেকলমে—
মানস-বিনায়নেও তেমনি ;
লোকের প্রতি
তোমার চর্য্যানুচলন
যেন সব সময়
সাম্য, সহানুভূতি
ও অনুকম্পাপরায়ণ হ'য়ে চলে,
যা' উপায় কর—
তা' তাঁকেই নিবেদন ক'রো,
তা'তে তোমার
আত্মস্বার্থসন্ধিৎসা
অনেক ক'মে যাবে ;
ফলে, নিষ্ঠাও বেড়ে যাবে—
আনুগত্য, কৃতিতপা সন্দীপনা নিয়ে ;
এমনি ক'রে চ'লতে চ'লতে দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিজ্ঞ অভিসার
সাত্বত সন্ধিৎসা নিয়ে

তেমনতর প্রসারিত ক'রে তুলছে—
সপরিবেশ তোমাকে। ২২৯।

ইষ্টীপূত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হও,
বিশ্বাসী হও,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশ্বস্ততায় যেন ভরপুর থাকে—
কথা ও কাজের কল্যাণ-মিলনে,
শুভপ্রসূ অনুচর্য্যী অনুনয়নে,—
এমনতরভাবে—
যা'তে পরিবেশের সকলেই
শ্রদ্ধোচ্ছল শুভকর্ম্মে অনুনীত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠ অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ২৩০।

যা'রা ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যা'দের নেইকো,—
মন্থর প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
যা'দের স্বার্থসন্দীপ্ত,
যা'রা স্বেচ্ছাচারী হ'য়েও
ভাঁওতাবাজি নিয়ে
আত্মসমর্থনের জন্য
ইষ্টার্থকে
ঐ অজুহাতে ব্যবহার ক'রে থাকে,
বিকৃত বিন্যাস-বিভোর বিভব নিয়ে
যা'রা চলৎশীল,
আর, সেই চলনকে
প্রবৃত্তি-পূজার

ইন্ধন ক'রে চ'লে'থাকে,
যা'দের আত্মনিয়মন প্রবৃত্তিলুব্ধ,
ইষ্টনিদেশকে যা'রা
উৎফুল্ল অন্তরে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সাথে
উচ্ছল ক'রে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
ভজনদীপ্ত অনুরাগের সহিত
আপূরিত ক'রে চলে না,
বরং ইষ্টের নামে
তা'র বিকৃত অর্থে অর্থান্বিত ক'রে
সেই তকমায়
নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির লুব্ধতা
আপূরিত ক'রে চলে,
যা'দের শৌর্য্য, পরাক্রম
ইষ্টার্থ-সংরক্ষণী নয়,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় নিবদ্ধ নয়কো,
চালবাজির
নানারকম
বাচাল সন্দীপনার আত্মপ্রতিষ্ঠায়
নিহিত হ'য়ে
অন্যকে
ভড়ংবাজির মৌতাতে মুগ্ধ ক'রে
করায়ত্ত ক'রে রাখতে চায়,
ব্রহ্মজ্ঞানের ভূতুড়ে কথায় মোহিত হ'য়ে
যা'রা
যুক্তির উল্লোল তাৎপর্য্য নিয়ে
অভিব্যাপ্ত হয় না,
সেইগুলির
নানারকম বাজে ব্যবহার ক'রে থাকে,
মন ও বোধবৃত্তিকে

ঐ ভাবে
প্রলুব্ধ ও অভিভূত ক'রে
নিজেকে খাড়া ক'রে রাখতে চায়,
ধাপ্পাবাজির অনুচলনাই
যা'র জীবনের
একমাত্র সাধ্য বিভূতি,
এক কথায় বলা যায়—
যা'রা ইষ্টনিষ্ঠায়
দুর্ব্বল ও অসংযত,
যা'রা কখনও শ্রেয়পন্থী নয়কো,
তেমনতর জায়গা হ'তে
নিজেদের প্রত্যেককে সরিয়ে রেখো,
বিবেকবুদ্ধি-বিহীন হ'য়ে
তা'তে আত্মনিমজ্জন ক'রো না,
জীবনের দিনগুলি
ঐ রকম ব্যর্থ বিহারে
খরচ ক'রতে যেও না,
উঠে দাঁড়াও,
নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে জেগে থাক,
বরেণ্য যা'-কিছু
বা যিনি
তাঁ'র সেবারঞ্জিত ভজনে
মহিমামণ্ডিত
গুণ ও কৃতির অনুশীলনে
নিজের ভিতরে
ঐ বিভূতি
বিভব ক'রে তোল ;
নক্ষত্রের মত
সম্ভাব্যতা
কোথা হ'তে
কেমনতর হ'য়ে

ফুটে উঠবে ;
ভক্তি-গদ্‌গদ অন্তঃকরণে
তুমি বিভোর হ'য়ে থাকবে—
তৃপ্তির মদমদির
উচ্ছল উদ্দীপনা নিয়ে। ২৩১।

যদি
ঐশী-উৎসুকতাই থাকে তোমার,
সাত্বত ধৃতিই যদি
বাঞ্ছনীয় হ'য়ে থাকে,
মুখে-মুখে
বা রকমসকমে
যেমনতরই ভঙ্গী কর না কেন—
ঐ বিভব আহরণ করা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে—
যদি হাতেকলমে
এতটুকু আকুল আগ্রহ নিয়ে না কর,
না চল,—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতায়
নিজ চরিত্রে
সেগুলি যদি প্রতিফলিত ক'রে না তোল ;
কেউ তোমার
কিছু ক'রে দিতে পারবে না—
যদি নিজে না কর,
আর, ঐ করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বটা
যদি তেমনতর হ'য়ে না ওঠে,
প্রার্থনাকে যদি
কাজে প্রতিফলিত ক'রে
অনুশীল-তৎপরতায়

তোমার ব্যক্তিত্বে ফ্বটিয়ে না তোল—
বাস্তব অন্বশীলনে—
তা' কি কখনও হয় ?—
ক্ষ্বধাই যদি লেগে থাকে—
খেতে হবেই,
তবে তো সে-ক্ষ্বধা
সার্থক হবে তোমার সত্তাতে—
সম্বর্দ্ধনী বিভব সৃষ্টি ক'রে !—
আর, এই ক্ষ্বধা তোমার
যেমনতর একান্ত হ'য়ে চ'লবে,
ইষ্ট বা আচার্য্য-সন্নিধানে
তা'র তুকতাকও
তেমনি জানতে পারবে,
আর, সার্থকতাও পাবে তা'তে ;
নয়তো—
প্রবৃত্তির ভঙ্গপ্রবণ
মূক চলন
যা' ক'রে থাকে
তা'ই ক'রবে ;
তাই বলি—
যদি চাওই,—
ইষ্টকে আঁকড়ে ধর,
আচার্য্যকে আঁকড়ে ধর,
আর, তাঁদের উপদেশ-অন্বযায়ী
ভাবতে চেষ্টা কর,
ক'রতে চেষ্টা কর,
চ'লতে চেষ্টা কর,
প্রাপ্তি-বিভব
তোমার কাছে
বরেণ্য-বিভূতিতে আবির্ভূত হ'য়ে
সপরিবেশ তোমাকে

মঙ্গল-উচ্ছলায়
উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলবে ;
যদি ভালই লাগে,
যদি চাওই,—
তদনুগ করণ
তদনুগ চলন
তদনুগ বলন—
এক কথায়—
সব দিক-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
অনুশীলন করাকে ভুলে যেও না ;
কৃতিবিহীন
বাচালবাজি চাওয়া
পাওয়াকে কি কখনও
আনতে পারে ? ২৩২।

যিনি তোমার প্রিয়পরম—
যিনি তোমার মূর্ত্ত ভগবান্—
ইষ্ট, আচার্য্য যিনি—
তাঁ'র পরিচর্য্যা
যদি তুমি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
জীবন দিয়ে না কর—
অন্তরে-বাহিরে
সব রকমে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তবে কি
যিনি প্রিয়—
যিনি পরমেশ্বর—
যিনি সাত্বত ধৃতি—
তাঁ'কে

তোমার জীবনে
কৃতিসন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তোমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
যা'-কিছুকে
বাস্তবে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে ?
তাই বলি,
সব কর—
কিন্তু ফাঁকিতে প'ড়ো না,
তোমার ঐতিহ্যবেদীতে দাঁড়িয়ে
জীবনীয় কুলাচারকে
শ্রদ্ধাবিনায়িত সন্দীপনায়
পরিপালন ক'রে
চালচলন, আচার-ব্যবহারে
সমস্ত পরিবেশকে
শিষ্ট প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
আর, অমনি ক'রেই
সবার অন্তরে
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, সব নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
তোমার অস্তিত্বই
গেয়ে উঠুক—
'জয় জগদীশ্বর'—
প্রতি পদক্ষেপে,
কৃতিতপের
পরিতৃপ্ত নিষ্পাদনী উর্জ্জনায়। ২৩৩।

সাধুসন্ন্যাসীর
ভেক নিয়ে চ'লতে

বিশেষ অসুবিধার কিছু নেই,
অশিষ্ট খাদ্যাখাদ্যেরও
বিচার ক'রে চ'লতে
এখন তো দেখা যায় না ;
সাধু হওয়া কঠিন,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্টাচারে
কৃতিতপ নিয়ে যদি না চল—
সাধু হ'তে কিছুতেই পারবে না,
ঠগী হওয়া সম্ভব ;
অনুশীলন যদি না কর –
সদাচারনিষ্ঠ যদি না হও—
সৎচলন ও ব্যবহারে
নিজেকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে না তোল—
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
ঈর্ষ্যা ও হিংসাকে
যদি দূর ক'রে না দাও,—
আবার, এই দূর ক'রে
যদি অসৎ-নিরোধী না হও—
তুমি কিছুতেই সাধু হ'তে পারবে না,
ভণ্ড হ'তে পার,
একটা ঐন্দ্রজালিক হ'য়ে
অবিবেকী যা'রা
তা'দের উপর
ঠগবাজি ক'রতে পার,—
লোকধাতা হ'তে পারবে না ;
উচ্ছল ঊর্জ্জনা নিয়ে
বিহিত সঞ্চারণায়
মানুষকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে
পারবেই না,—
কারণ, নিজেই তুমি একটা
হতদরিদ্র ভেকধারী সাধু ;

তাই বলি,
সাধুই যদি হ'তে হয়—
সাধনা কর,
সাধনায় অভ্যস্ত হও,
ভালমন্দকে বিচার ক'রে
যেখানে যেমনতরভাবে
তা' নিয়োগ ক'রতে হয়—
তা' কর,
বোধদীপ্ত সম্বর্দ্ধনায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তবকে দেখ,
পর্য্যালোচনা কর,
এবং তা' হ'তে
জ্ঞান সংগ্রহ কর,—
তোমার জ্ঞান যা'তে মানুষকে
অনুশীলন-তৎপর ক'রে তুলতে পারে,
ক'রে—
তা'রাও জানতে পারে ;
ফাঁকিবাজি ক'রে
পেট ভ'রতে পারে—
প্রাণ ভ'রবে না কিন্তু,
ঈশ্বর-কথা ব'লে
ব্রহ্ম-কথা ব'লে
দেবতাদিগের কথা
মুখে উচ্চারণ ক'রে
ভাঁড়ানোর সুঠাম ভঙ্গীর সহিত
বহু অর্ঘ্যের
অধিকারী হ'তে পার বটে,
কিন্তু দেখো,
পাতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখো—
সে-অর্ঘ্য

স্বর্গ বহন করে না,
মানুষকে বিপুল ক'রে তোলে না,
সম্বর্দ্ধনায় শিষ্ট ক'রে
সকলকে
আপনার ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই বলি—
ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সাধনাতৎপর হও,
সিদ্ধকাম হ'য়ে
সবাইকে
সিদ্ধির পথে নিয়ে চল,
তুমি ভেক নাও বা না-ই নাও—
সম্বর্দ্ধনা
আনতি-তাৎপর্য্যে
শুভ-বর্দ্ধনাকে
'স্বাগতম্' ব'লে আমন্ত্রণ ক'রবে,
তুমি সম্বর্দ্ধিত হবে—
সম্বর্দ্ধিত ক'রে সবাইকে । ২৩৪ ।

দয়াল আমার !
মূর্ত্ত খোদার-দোস্ত-আমার !
আমি কিছু বুঝি না,
জানার অভিমান তোমার অনুগ্রহে
আমার পক্ষে
অসম্ভব হ'য়েই আছে,
ভরসা—
তোমার অনুগ্রহদীপ্ত বোধপ্রভা ;
আমি মূর্খ, অসহায়,
তাই, আমার অজ্ঞাতসারে
তোমার অনুগ্রহ

পরিপ্লাবিত ক'রে তোলে আমার হৃদয় ;
অজ্ঞ আমি,
'মেরাজ' কাকে বলে
তা' আমি বুঝি না,
মেরাজের অর্থ কী—
তা'ও আমার অধিগত নয়,
সম্বল—
এই অকিঞ্চিৎকর আমার প্রতি
তোমার অনুগ্রহদৃষ্টি,
তা' বিশ্বাস না ক'রলে,
তা'তে আস্থা না রাখলে,
অধিশায়নী অনুধাবনের
সৃষ্টি না হ'লে তা'তে
আমি কি ক'রে তোমার কথা ব'লব ?
কেমন ক'রে জানি না—
মনে হয়—
দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা যতই
তোমাকে আগলে ধরল,
ঈশ্বরতৃষ্ণাও
রাগদীপনী তৎপরতায়
তোমাতে উচ্ছল হ'য়ে উঠল ;
ঐ উচ্ছল আতিশয্যের
অনুধাবনী অনুচলন
দুনিয়ার ভোগতৃষ্ণা হ'তে
তোমাকে অমনতর ক'রে তুলেছিল,
ঈশ্বর-অনুরাগে যতই তুমি
উদ্দাম হ'য়ে উঠতে লাগলে,—
দুনিয়ার আসক্তিও তোমা হ'তে
ততই বিদায় নিতে লাগল ;
ঐ আকুল আগ্রহ-উন্মাদনার
উচ্ছল প্রস্রবণ

'খোদা' 'খোদা' ব'লে যখন
হৃদয়স্পন্দনকে
আন্দোলিত ক'রে তুলতে লাগল,—
তুমি থাকতে পারলে না,
তুমি চ'ললে সেই
জেরুজালেমের মন্দিরে
সন্তর্পিত নিশীথ-অভিসারে ;
যা' শুনেছি—
খোদার উদ্দেশ্যে এই অনুরাগ-উচ্ছল
অভিগমনকেই
পবিত্র ভক্ত মহাজনরা বোধ হয়
'আছরা' বা 'এছরা' ব'লে থাকেন ;
ভাবলে—
'খোদা' 'খোদা' ব'লে
সেখানেই তুমি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—
পরমকারুণিক পরমপুরুষ
খোদার প্রণয়োচ্ছল অঙ্কে ;
একখানা চৌকষ প্রস্তরের উপর ব'সে
উদ্দাম অনুরাগে
অন্তরে 'খোদা' 'খোদা' ব'লে
অধীর হ'য়ে উঠেছিলে,
তাঁ'র প্রীতির আবেগ
ক্রমেই তোমার অন্তঃকরণকে
আচ্ছন্ন-উচ্ছল ক'রে তুলতে লাগল ;
ঐ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত উচ্ছল অনুধাবনী
উদ্দাম তন্ময়তা—
তোমার অন্তঃস্থ ঐ আবেগরাগ
নানারকম মূর্ত্তি গ্রহণের সহিত
একটা ঘোড়ার আবির্ভাব ক'রে দিল—
তা' যেন বিদ্যুদ্বিভাসিত—
তা' শক্তিতে, সমৃদ্ধিতে, ধৃতিসন্দীপনায়,

ঈশ্বরদূতের আবির্ভাব-উদ্বোধনায় ;
খোদার দোস্ত তুমি
তা'তে চাপলে,
অনেক ওঠাপড়া ক'রেও
তুমি তা'কে ছাড়নি ;
ঐ প্রস্তরখণ্ডও সেই তা'রই পৃষ্ঠে
অধিষ্ঠিত ছিল,
ঘোড়ার দুটি পাখা
ও চারখানি পা ছিল—
শূন্য-ভ্রমণশীল,
এবং তা'র মুখ ছিল স্ত্রীলোকের মতনই—
সুন্দর, সুপ্রভ ;
আমি তা'কে সুরত বলি,
সন্দীপনী অনুরাগও ব'লে থাকি তা'কে,
কেউ কেউ না কি তা'কে
'রূহ' ব'লেও আখ্যায়িত ক'রে থাকেন ;
এমনি ক'রেই
চন্দ্রলোক ভেদ ক'রে
তুমি খোদার সান্নিধ্য-লাভ
যখনই ক'রলে,
তাঁ'র প্রীতি-বিহ্বল অনুধায়না
যখন তোমাকে
আলিঙ্গন ক'রে তুলল,
তাঁ'র নিদেশগুলি যখন
জ্যোতিষ্কের মত
তোমার অন্তরে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল,—
তোমার উপলব্ধি হ'ল—
তোমারই মত তিনি,
তুমি রসূল,
খোদার দোস্ত,

মূর্ত্ত নরনারায়ণ
খোদার অভিনিবেশ-অনুশাসিত
পূতমূর্ত্তি ;
আমার মনে হয়,
সাধু মহাজনেরা
তোমার এই ঊর্দ্ধচারণাকেই
'মেরাজ' ব'লে থাকেন ;
খোদাকে অভিবাদন ক'রে
এই দুনিয়ার পৃষ্ঠে
তুমি সজাগ হ'য়ে উঠলে—
সন্দীপনার সুদৃঢ় সন্ধান নিয়ে,
মানুষের ব্যথা
তুমি প্রাণভ'রে
তাঁ'র কাছে পরিবেষণ ক'রলে ;
ধৃতিধর্ম্ম তুমি,
মানুষের বাঁচাবাড়াকে
উচ্ছল ক'রবার জন্য
তখন যা' যা' ক'রবার ছিল—
তা' ক'রতে ত্রুটি করনি ;
এই 'মেরাজ' তোমার অনেকবার হ'য়েছে,
আর, অমৃত-দ্যোতনাও আহরণ ক'রেছ
খোদার কাছ থেকে
অমনতরই তুমি ;
আর, ভাষার দ্যোতনায়,
ব্যবহারের দ্যোতনায়
প্রীতিপ্রসন্ন ধৃতিদ্যোতনায়
তুমি সেগুলিকে
দুনিয়ার প্রতিটি ব্যষ্টিকে
দিতে কসুর করনি ;
আমি জানি না দয়াল !
আমি বুঝি না,

তুমি দুনিয়ার রসুল,
খোদার দীপ্ত মূর্ত্ত দোস্ত—
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ,
স্থান, কাল, পাত্রের পরম নিয়ামক,
তুমি পূর্ব্বতন সব নবীদেরই
পুণ্য প্রতীক,
আর, পূর্ব্বতন সব নবী
তোমারই পুণ্য-অভিব্যক্তি ;
আমার এই অকিঞ্চিৎকর ধারণা—
জানি না—
বাস্তব অনুপ্রেরণায়
কল্যাণপ্রভ হ'য়ে উঠবে কিনা,
কিন্তু এটা ঠিকই—
আমি যতই অকিঞ্চিৎকর হই না,
সুব্যক্ত অনুরঞ্জনায়
তোমার অনুপ্রেরণাকে
আমি যতই ব্যক্ত ক'রতে পারি
বা না-পারি,—
তুমি শুধ্রে নেবেই,
তুমি দেখবেই—
কোন দিক্-দিয়ে
কোন ক্ষতির কারণ না হয় তা',
ভ্রান্ত ধারণায় কেউ বিভ্রান্ত না হয় ;
লোকের জিজ্ঞাসা
আমাকে
যেমন আন্দোলিত ক'রে তুলেছে,—
তোমার অনুগ্রহ
যেমন বিস্ফারিত ক'রে তুলেছে আমাকে,—
আমি তা'ই বললাম ;
দয়াল ! আমাকে ক্ষমা ক'রো,
আমার ধৃতি-প্রার্থনাকে

মঞ্জুর ক'রে তুলো,
আমার প্রীতি-প্রার্থনাকে
পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলো,
আমার চর্য্যানিরতিকে
উচ্ছল ক'রে দিও,
যা'তে আমি তেমনি ক'রে
তোমারই অনুসরণে
তাঁ'র দিকে এগিয়ে যেতে পারি—
আমার যা'-কিছু সবকে নিয়ে,
যেন প্রাণ খুলে বলতে পারি—
'সব সত্তায়,
প্রতিটি সত্তায়,
ভূত-ভবিষ্যতে অনুস্যূত যা'-কিছু
প্রত্যেকের ভিতরই খোদর দ্যোতনা,
তোমরা বাঁচ,
বাড়,
সুসংবৃদ্ধ হও,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
অমরস্নাত হ'য়ে
রসুলকে উপভোগ কর' ;
আর তো কিছু বুঝি না,
আর তো কিছু জানি না ;
জঞ্জালময় মানুষ-প্রকৃতির
আদিম উৎসারণা
আমি তোমার কাছে
নিবেদন ক'রলাম,
আমাকে সহ্য কর,
আমাকে ধ'রে চল,
অধ্যবসায়ী ক'রে
আমাকে জ্ঞানরাগ-উচ্ছল ক'রে তোল ;
আর, এই ভিক্ষা—

এই প্রার্থনা আমার
প্রতিপ্রত্যেকের জন্য—
দুনিয়ায় কেউ যেন
বঞ্চিত না হয়। ২৩৫।

দোলায়মান আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ
আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সঙ্গভী যোগাবেগ-সম্ভূত
ঝঙ্কার-প্রাবৃট্-পরিক্রমায় তরঙ্গায়িত হ'য়ে
সংহতি-সংঘাতে
তদনুপাতিক বিন্যাস লাভ ক'রে
ছন্দ-অনুক্রমণায় ধ্বনায়িত হ'য়ে
মঞ্জুল তালে
বোধবেদনায় যেখানে উদ্দীপ্ত হ'তে লাগল—
চেতনদীপনী শব্দ ও জ্যোতি-নিক্বণে,
বিচ্ছুরিত শ্বেত-বিভায়,
অপ্রমেয় উদাত্ত চেতনায়,
অস্ফুট স্ফুরণে,
মণ্ডল সৃষ্টি ক'রে,—
সেই হ'চ্ছে নির্ম্মল চৈতন্য-ভাণ্ডার—
'দয়ী দেশ',
আর, চিদ্-অণুর প্রাক্-প্রকাশ
ওখান থেকেই ;
ঐ কম্পন-সম্বেগ-সংঘাত হ'তেই আসে
শব্দ ও জ্যোতি,
আর, ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগের
প্রতিক্রিয়ায় হয়
আকর্ষণ-বিকর্ষণ,
ঐ প্রসারণা যখন
চরম-সীমায় উপস্থিত হয়,
তখন থেকেই

আকুঞ্চনী আবেগ আরম্ভ হ'তে থাকে ;
আবার, ঐ আকুঞ্চন বা সঙ্কোচন
যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয়,—
আর যখন আকুঞ্চিত হ'তে পারে না
এমনতরভাবেই জমাট বেঁধে ওঠে,—
তখন থেকেই তা'র অন্তঃশায়ী
প্রসারণী সম্বেগ
সুরু হ'তে থাকে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
অমনি ক'রেই প্রত্যেকটি স্তরেরই
দুটি মেরু সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,
তা'র নাম দেওয়া যাক
একটি 'ঋজী' অর্থাৎ স্থাস্নু মেরু,
আর একটি 'রিচী' অর্থাৎ চরিষ্ণু মেরু,
ঐ ঋজী ও রিচীর লীলায়িত রসলোলুপ
সংশ্রয়ণী সম্বেগকেই
শক্তি বলা যেতে পারে,
এই রিচী-মেরু হ'চ্ছে
একটা পরম সঙ্কোচনী জমাট অনুবন্ধ,—
যা' হ'তে প্রসারণ-সম্বেগ
সৎ-সন্দীপনায় উদ্দীপিত হ'য়ে চলে,
আর, এই আকুঞ্চন-প্রসারণের
মাঝখানেই আছে বিরমন,
এই বিরমন-অবস্থার থেকেই
মেরু হ'তে
আরো প্রসারণী বা সঙ্কোচনী সম্বেগ
সংগৃহীত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লতে থাকে ;
এই সৎলোক বা সত্যলোক
নির্ম্মল চৈতন্যের জমাট আধারেরই

একটি সঙ্কোচনী পরিণাম,
যেখান থেকে আবার সুরু হ'ল
প্রসারণী সম্বেগ,
ঐ প্রসারণী আবেগ
প্রসারণায়-
সম্যক্-সম্বেগী হ'তে না পেরে
খানিকটা আকৃষ্ট হ'তে লাগল
সেই আদিমেরু বা
নিৰ্ম্মল চৈতন্য ভাণ্ডারের দিকে,
সৎলোকের দিকে,
এ যেন একটা ডিমের দুটো মেরু ;
ওর ফলেই ঐ প্রগতি
জমাট আকুঞ্চনী কেন্দ্র হ'তে
প্রসারণী সম্বেগের ধাক্কা পেয়ে
আর এক ধাপ নীচেয় নেমে আসল,
এখানেই অস্তি
অহং-বোধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল—
ঐ চৈতন্য-ভাণ্ডারের ঝঙ্কার-অনুবন্ধনায়,—
যে-শক্তি পেয়ে
সে সত্যলোকের নীচে
আর এক ধাপ নেমে আসল—
শ্বেত হ'তে শ্যামলী বর্ণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
ঐ সত্যলোকের প্রতি আকর্ষণ থেকে
সে যখন আর নীচেয় নামতে পারল না,
লীলায়িত জীবন-জলুস নিয়ে
সৎপুরুষেই আকৃষ্ট হ'তে লাগল,—
তখন ঐ শ্যামলী ধারার সঙ্গে
পুনরায় নেমে এল
একটা পীতাভ প্রদীপনা ;
সংনিবন্ধ সমাবর্ত্তনী অনুক্রমণায়
চলন্ত হ'য়ে উঠল ব'লেই

তা'কে ধারা বলা হয়,
এই শ্যাম ধারা ও পীত ধারার
সহজ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ-সংঘাত নিয়ে
মিলন-বিরহের উচ্ছ্বাস-সঙ্গমে
সে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনী অভিসম্বেগ নিয়ে
চ'লতে লাগল—
স্তর-পারম্পর্য্যে ;
এর কেন্দ্রপুরুষই হ'ল 'সোঽহং-পুরুষ'
—সাধকরা ব'লে থাকেন,
সংখ্যান-সম্বেগী ব'লে একে অনেকে
'কালপুরুষ' বলেন,
আর, প্রত্যেক স্তরের কেন্দ্র বা মেরুই হ'চ্ছে—
তা'র নিয়মন-পুরুষ ;
আবার, যমন বা সঙ্কোচনের সম্বেগ
যেখানে যত গাঢ়,
অনুভূতিও সেখানে তত খিন্ন—
অন্তরাবেগী,
তীব্র-তমসাও সেখানে তত বেশী,—
যা' প্রত্যেকটি মণ্ডলের
শেষ সীমায় দেখা দেয়,
আবার, নূতন স্তর বা মণ্ডল
বিকাশোন্মুখ যত—
অনুভূতিও সেখানে স্ফোটন-সম্বেগী তত,
শব্দ ও দ্যোতন-দীপনাও
ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'তে থাকে
তেমনি ;
এখানে
ঐ ব্যোম-বিজৃম্ভী চিদ্-অণুগুলি
সঙ্কলিত হ'য়ে
নানা গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সমবিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে

সম্মিলনী পর্য্যায়ে
ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র বিন্যাসে
সন্নিবেশিত হ'য়ে
নানা স্তর সৃষ্টি ক'রতে লাগল ;
যে কেন্দ্র বা রন্ধ্রের ভিতর-দিয়ে
এই সম্বেগ-উৎসৃজন-অনুস্রোতা হ'য়ে
এই স্তরের বিকাশ আরম্ভ হ'ল —
ঐ সোঽহং-পুরুষের নিম্নকেন্দ্র থেকে,—
হয়তো তা'কেই সাধকরা
'ভ্রমরগুহা' বা 'গুফা' ব'লে থাকেন ;
এমনি ক'রে
নানা স্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ঐ অণু-সঙ্কলন
ক্রমে ঘনায়িত হ'তে হ'তে
কণায় পর্য্যবসিত হ'তে লাগল,
এই কণা হ'তেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল
'পিণ্ডিকা' অর্থাৎ সুসংহত কণারাশি,
যা'র যথাবিহিত নিবদ্ধ পরিক্রমায়
ফুটে উঠল এই জগৎ বা পিণ্ডদেশ ;
যা' অবস্থামাফিক
চেতন-দীপনার ভিতর-দিয়ে
জৈবী-নিয়মনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'র পরিবেশকে
তেমনতরই অনুভব ক'রতে লাগল ;
ফল কথা ঐ চিদ্-অণু,
চিদ্-অণু-সঙ্কলিত পরমাণু,
পরমাণু-সঙ্কলিত অণু,
অণু-সঙ্কলিত কণা,
ও কণা-সঙ্কলিত পিণ্ডিকার
ওতপ্রোত সংস্রব-সন্দীপনা থেকে
বিভিন্ন পরিক্রমায়

সংস্রব-সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
'মাতৃকজগৎ' উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল,
যা' সমবিপরীত সঙ্গমের ভিতর-দিয়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-পরিক্রমায়
নানা বৈশিষ্ট্যে প্রকটিত হ'য়ে
প্রকট হ'তে লাগল,
আর, এ হ'তেই
ঐ ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের মোহনাতেই
ত্রিধারার উৎপত্তি হ'য়ে উঠল,
ঈড়া অর্থাৎ গতিসম্বেগ
পিঙ্গলা অর্থাৎ জ্যোতিসম্বেগ
আর, সুষুম্না অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দে
অতিশায়িনী সম্বেগ বা প্রবর্ত্তনা
স্তরে-স্তরে
নানাপ্রকার স্থূলদেহ
অবলম্বন ক'রতে ক'রতে
স্থূল হ'তে স্থূলতরে
অভিব্যক্ত হ'তে লাগল,
এই ত্রিকুটিতে
বিরাট্ শূন্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ কণাগুলির নানা পরিক্রমা
সঙ্কোচনার বিরাট্ অন্ধকার ভেদ ক'রে
সহস্রারে স্ফুটন-দীপনায়
আত্মপ্রকাশ ক'রতে লাগল,
এই সহস্রারই হ'চ্ছে—
স্থূল জগতের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি,
একেই বোধ হয় সাধকরা
'জ্যোতিনিরঞ্জন' ব'লে থাকেন,
তা'রপর যথাক্রমে
অন্যান্য লোক, স্তর,
কমল বা মণ্ডল সৃষ্টি হ'য়ে

স্থূলতরে আত্মবিকাশ লাভ ক'রল—
জীবনদীপনা নিয়ে—
বীপ্সানুগ আবর্ত্তনে,
এর প্রত্যেকটি স্তরে
শব্দ, রাগ বা রং ও জ্যোতি
বিভিন্ন প্রকারের ;
এই জীবনপ্রভা
বিস্ফুরণের সাথে-সাথেই
আত্মসংরক্ষণ, আত্মসম্পোষণ
ও আত্মবিস্তারণ-প্রবোধনা
ক্রমশঃই জেগে উঠতে লাগল—
নানা ছন্দের
লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নানা বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'তে হ'তে
বোধ-সংকলনী তাৎপর্য্যে
একটা দৃপ্ত জীবনীয় তালে,
এই ছন্দ
এক এক পরিস্থিতিতে
সেই পরিস্থিতিতে যেমন সম্ভব
তেমন ক'রেই আত্মপ্রকাশ ক'রতে লাগল ;
আর, এরই অন্তর্নিহিত অণুগুলি
ঐ আত্মরক্ষণ, আত্মপোষণ
ও আত্মবিস্তারণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বিন্যাসলাভ ক'রতে লাগল,—
সেইগুলিই হ'ল জীন ;
প্রাথমিক জীবনে অনেক স্থলে
একই দেহে
স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গীত সম্ভব হ'য়ে উঠল,
ওকেই বোধ হয় সাধকরা
অর্দ্ধনারীশ্বর ব'লেছেন,

পরে, পরিবেশ ও প্রাণন-পরিচর্য্যার
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
স্ত্রী-পুরুষের দেহ
আলাহিদা-ভাবে উৎক্রামিত হ'য়ে উঠল,
আর, ঐ পুরুষেই নিহিত থাকল
স্ত্রীবীজ ও পুংবীজ উভয়ই,
বিভিন্ন সংশ্রয়ে,
বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
ঐ বীজই স্ত্রীগর্ভে
পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন সংগঠনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
স্ত্রী ও পুরুষে ভেদ সৃষ্টি ক'রে চ'লল,
স্ত্রী ডিম্বকোষে রইল
জনি-অনুপাতিক রজোবিন্যাস—
যা' পুরুষের
বীজ-অনুস্যূত সম্ভাব্যতাকে
দেহে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
আর, পুরুষের বীজদেহে রইল জনি—
জীবন-গুণপনা,
আবার, যেমন-যেমন বিশেষত্ব
যেমন-যেমন ক'রে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল—
তদনুপাতিক পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতরে
ঔপাদানিক সমাবেশ
তেমনতরই হ'য়ে রইল,
যা'তে তজ্জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী
উভয়েই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে ;
এমনি ক'রেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
সংক্রমণশীল হ'য়ে
নানা তাৎপর্য্য-তৎপরতায় চ'লতে লাগল—
একটা বিবর্ত্তনী আবর্ত্তন-সংক্ষুব্ধ সম্বেগে—

ছন্দানুবর্ত্তিতায়,
প্রত্যেকটি ছন্দ আবার
উপযুক্ত অভিব্যক্তি লাভ ক'রে
তা'র পারিবেশিক
প্রত্যেকটি ছান্দিক অভিব্যক্তির ভিতর
আত্মিক সংশ্রয় লাভ ক'রে
চ'লতে থাকল,
তাই, প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির
পরম আকৃতিই হ'চ্ছে
নিজে থেকে বা বেঁচে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলা,
সম্বদ্ধ'নায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলা—
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যমাফিক—
সর্ব্বতোভাবে—
যে যেমন, সেই তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
ভর-দুনিয়া
সচ্চিদানন্দে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ;
ঈশ্বর মহান্,
তিনি "অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্" ;
আবার, সুকেন্দ্রিক তদর্থপরায়ণ
তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
জনিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
কুশল-ধী হ'য়ে
সার্থক সমঞ্জস এই তত্ত্ব
যাঁতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-পুরুষ,
লোকপালী নরবিগ্রহ তিনি,

প্রেরিত বা তথাগত তিনিই,
তিনিই মৈত্রেয়—
মানুষের স্বতঃ-সম্পদ্,
সংহতির জীয়ন্ত কেন্দ্রকীলক,
বিবর্ত্তনের পরম হোতা,
এই হ'ল মোক্তা কথায়
পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ও চৈতন্য দেশের
মোক্তা বিবরণ,
যা' প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে
আমার কাছে। ২৩৬।

তোমার সত্তায় যা'-কিছু নিহিত আছে—
থাক্,
তা'দের প্রত্যেকটিকে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী লুব্ধ উদ্যমে
সজাগ ক'রে রাখ,
এই অনুক্রিয় তৎপরতায়
সন্ধিৎসার বিহিত নিয়োজনে
বোধদীপ্ত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
বিহিতভাবে কাজে লাগাও তা'কে—
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে,
তর্পণার সাম-দীপনা নিয়ে ;
এই তাপস নিয়োজন
তোমাকে ও ওগুলিকে
সার্থক সঙ্গীতিতে
বিনায়িত ক'রে তুলবে—
নিষ্পন্নতার অর্ঘ্য-আহুতি নিয়ে,
দক্ষদীপন ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
দেখবে—
ক্রমশঃই বোধিদীপনার সহিত

সেগুলি
এমনতরভাবে বিনায়িত হ'য়ে উঠছে,—
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
দ্যুতিদীপনী চরিত্র বিকিরণ ক'রে
পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের ভিতর
একটা হৃদ্য উদ্যমী অনুপ্রেরণার
সৃষ্টি ক'রে
প্রতিটি যা'-কিছুর
উপচয়ী নিষ্পন্নতায়
তোমাকে
আরো হ'তে আরোতর নিয়োজনে
ব্যাপৃত ক'রে
তর্পণ-নন্দনায় উল্লসিত ক'রে তুলছে ;
অন্তরে বেশ ক'রে
উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো—
যে, ঐ ইষ্টার্থ-উপচয়ী আনীতিকে
অচ্যুত অনুরাগ-নিবন্ধনে
সতত প্রস্তুতি-পরায়ণ ক'রে রাখতে হবে ;
যা'ই কর, আর তা'ই কর,
এমনতর এতটুকু ক'রতে
একটুও পিছিয়ে যেও না,
এই প্রীতিলুব্ধতাকে
কেউ যেন ব্যাহত ক'রতে না পারে ;
ঈশ্বর তোমাকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে
অমৃতযাত্রী ক'রে তুলবেন। ২৩৭।

তুমি ভীরুই বা হবে কেন ?
কাপুরুষই বা হবে কেন ?
আর, নগণ্যই বা হবে কেন ?
তোমার ব্যক্তিত্বকে

ইষ্টীপূত ক'রে নাও,
সুক্রিয় তৎপরতায়
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে
তোমার জীবনে যা'-কিছু করণীয়—
তাঁরই উদ্দেশ্যে সেগুলি
নিষ্পন্ন ক'রে চ'লতে থাক,
শুভপ্রসূ ফলগুলি যেন
তাঁরই অঞ্জলি হ'য়ে
তাঁরই চরণে অর্পিত হয়,
আর, ঐ অনুকম্পী অনুবেদনায়
উদ্‌গ্রীব উদ্যমে দেখ—
সবার ভিতরে অন্তর্নিহিত যিনি,
তোমার ইষ্টদেবতা—
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
গোপন উচ্ছলায়
নিহিত হ'য়ে আছেন যিনি—
সেই তাঁকে ;
আর, প্রতিপ্রত্যেকের
অনুচর্য্যানিরত হও,
প্রত্যাশা ক'রো না কিছু,
চেয়ো' না কিছু,
প্রসাদ-স্বরূপ যদি কিছু পাও
পেলে খুশী হ'য়ো,
আর, সে-খুশীকেও
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তুলো তাঁতেই ;
এই কৃতী চলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁর প্রসাদ-স্বরূপ যা'-কিছু পাও—
তা' দিয়ে নিজ পরিবার
ও অন্যান্য যাঁরা আছেন
তাঁদের সম্বর্দ্ধনার অনুচর্য্যা কর,
ঐ অনুচর্য্যা

চারণগীতিতে গেয়ে উঠবে—
পরম সার্থকতা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের
হৃদ্য আবেগ-উচ্ছলায়
স্বস্তি-হস্তে
স্মিত-বদনে
মূক-গম্ভীর ধ্বনিতে
হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে
ব'লে উঠবে—
'কিসে ভীরু তুমি,
কিসে কাপুরুষ !
জগতে তুমিও হও রে ধন্য !'
আর, তোমার প্রতিটি কম্পন গেয়ে উঠুক—
"মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" । ২৩৮ ।

দেখ,

যদি চাও—

নিজেকে শ্রেয়তাপতপ্ত ক'রে তোল,

তোমার যা'-কিছু

তাঁ'তে সার্থকতা লাভ করে না—

সেগুলিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল,

আর, ঐ ভস্মে

তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিলিপ্ত ক'রে

তঁদনুগ চলনে

আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাক,

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্টতা

প্রেয়-চর্য্যিতায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,

ঐ প্রীতিদীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে

সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,

আর, উদাত্ত কণ্ঠে সামছন্দে বল—

বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী — পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

ত

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

প

ব

ভ

সূচী পৃষ্ঠা

ম

য

সূচী　　　　　　পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অণু-সঙ্কলন—২৩৬ = অণুসমূহের গুচ্ছীকরণ।

২। অধিকৃতি—১২ = অধিকার।

৩। অধিশায়নী অনুধাবন—২৩৫ = ঝোঁকসম্পন্ন অনুসরণ।

৪। অনুচর্চ্চন—১৯৯ = সম্যক্ বিচার ও আলোচনা।

৫। অনুবন্ধ—২৩৬ = সংযুক্তকরণী কেন্দ্র।

৬। অনুবেদনী তাৎপর্য্য—৪৬ = জ্ঞানদীপী তৎপরতা।

৭। অনুবেদ্য—৪৯ = অনুবেদিত করার যোগ্য।

৮। অনুভাবিতা—১৭৯ = ভাবপ্রবণতা।

৯। অন্তরাসী—১৭৭ = Interested.

১০। অবশায়িত—২০৯ = তন্মুখী ঝোঁকসম্পন্ন।

১১। অমৃত-ভূমা—২১৮ = অমর বিস্তার।

১২। অর্থনা—১৬ = গতি, চলনা।

১৩। আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সঙ্গর্ভী—২৩৬ = আকর্ষণ (attraction) ও বিকর্ষণ (repulsion) আছে যা'র মধ্যে।

১৪। আক্রিয়া—১৩৯ = সম্যক্ করণ।

১৫। আয়াম—৬২ = বিস্তার।

১৬। উৎকৃতি—১৩৩ = উন্নতিমুখী কর্ম্ম।

১৭। উদয়নী—২২১ = উদিত ক'রে তোলে যা'।

১৮। উদ্দালক-অতিশায়নী—১৩ = বাধাবিঘ্নকে ভেদ ক'রে উন্নতির দিকে চলে, এমনতর আকৃতি-সম্পন্ন।

১৯। উপনীতি—২২৩ = উপনয়ন, গুরুসন্নিধানে অবস্থান।

২০। উমঙ্গ-চলন—১৫২ = স্ফূর্ত্তিযুক্ত-চলন।

২১। উহ্য উদ্দীপনা—৭৭ = সম্বেগশালী বিবেকদীপনা।

২২। ঋজী মেরু—২৩৬ = Positive pole. ঋজ্ ধাতু = স্থিতি। ঋজ্ + ক্বিপ্ = ইন্ = ঋজী।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৩। কেন্দ্রকীলক—২৩৬ = কেন্দ্রের খুঁটা।

২৪। জনি—২৩৬ = Gene.

২৫। জ্যোত-নিক্কণ—১৮৪ = জ্যোতির্ম্ময় নিক্কণ।

২৬। ঝঙ্কার-অনুবন্ধনা—২৩৬ = ঝঙ্কারের অনুবন্ধন বা সংযোগ।

২৭। ঝঙ্কার-প্রাবৃট্ পরিক্রমা—২৩৬ = ঝঙ্কার (শব্দ)-সমন্বিত বর্ষাধারার মত গতি।

২৮। দেশনা—১৪৮ = আদেশ।

২৯। দ্বৈপায়ন-তাৎপর্য্য—১১০ = ভালমন্দ দুই অবস্থাতেই বৃদ্ধিমুখর চলৎশীলতা।

৩০। দ্যোত-নিক্কণ—৪৬ = দ্যুতিময় নিক্কণ।

৩১। ধূনায়িত—২৩৬ = (শব্দ) কম্পনপ্রাপ্ত।

৩২। নিদিধ্যাসনা—২২২ = শ্রুত অর্থের মনন ও একতানমনে ধ্যান।

৩৩। নির্ব্বাণ—৪০ = মহাচেতন-সমুত্থান।

৩৪। পিণ্ডিকা—২৩৬ = Molecule.

৩৫। বিনিষ্ঠ—৯৭ = বিহিত-নিষ্ঠাসম্পন্ন।

৩৬। বীপ্সানুগ আবর্ত্তন—২৩৬ = যুগপৎ ব্যাপ্তি-ইচ্ছা নিয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।

৩৭। বোধসন্দিত—১১১ = বোধে দৃঢ়বদ্ধ।

৩৮। ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস—৪৫ = Spiro elliptical.

৩৯। ব্যোম-বিজৃম্ভী—২৩৬ = ব্যোম অর্থাৎ আকাশের প্রকাশক।

৪০। ভাক্ত—১০৮ = ভণ্ড ভক্ত।

৪১। ভেশ—৬৮ = ভেক।

৪২। মহাবিষুব রেখা—১৯২ = মহাব্যাপ্তির গতিরেখা।

৪৩। মাতৃক জগৎ—২৩৬ = পরিমিত জগৎ। Material world. মা ধাতু = পরিমাণ।

৪৪। মিতি-চলন—১৫৩ = পরিমাপিত চলন।

৪৫। রিচী মেরু—২৩৬ = Negative pole. রিচ্ ধাতু = বিযোজন, শূন্যীকরণ। রিচ্ + ক্বিপ + ইন্ = রিচী।

৪৬। লেহাজ—৫৫ = খেয়াল।

৪৭। শতদ্রু—১৮৩ = শতমুখী ধাবমানতা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও পদার্থ

৪৮। শাম্ভবীছন্দ—২১৮=শান্তি-সংসৃজনী ছন্দ।

৪৯। সংখ্যান-সম্বেগী—২৩৬=গুণিত হ'য়ে বর্দ্ধিত হবার আবেগসম্পন্ন গতিযুক্ত।

৫০। সংশ্রয়ণী—২৩৬=আশ্রয় ক'রে চ'লেছে যা'।

৫১। সান্ধিক্ষু—২১৩=সম্যক্ দীপনী।

৫২। সাত্বত সুষুম্না—২১৫=সত্তাগত সম্বেগ।

৫৩। স্তোত-স্থণ্ডিল—৬৫=স্তুতির পবিত্র স্থান।